উজ্জ্বল আগামী

ওয়াঙ শান্

অনুবাদ
বোম্মানা বিশ্বনাথম্

কল্পনা প্রকাশনী
৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭০০০০৯

UJJAL AGAMI

A chinese novel by OUYANG SHAN
Translated by Bommana Viswanatham

প্রথম প্রকাশ : ২০শে জুন ১৯৫৮

প্রকাশক : কে. চট্টোপাধ্যায় ৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : পার্থ চট্টোপাধ্যায় জুপিটার প্রিণ্টার্স ৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০০০৯

কভার ও ব্লক : ইণ্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : তুষার সান্যাল

দাম ছ টাকা

উৎসর্গ

ভারত-চীন মৈত্রীকামীদের হাতে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্ সম্পাদিত, অনূদিত ও রচিত গ্রন্থাবলী

কল্যাণমল, আকর্ষণ, উজ্জ্বল আগামী, তিন মূর্তি, মাটির রঙ কালো, ঝাড় লণ্ঠন, নারায়ণ রাও, কেরল সিংহম্, চিংড়ি, দেবদাসী, আম্রপালী, সন্ধ্যারাগ, নায়িকার নাম গীতা, ইন্দুমতী, অশ্রুত এক রাগিনী, জেলেনী, রমণী, নায়িকার নাম রীতা, অগ্নিকন্যা, নায়িকা, সুরের সানাই বাজুক, জানা-অজানা, কান্তম্, মঙ্গলা, দক্ষিণাবর্তের রাণী, শুধু প্রেম, একটি প্রেমের কাহিনী, বিপ্লবী কবি সুব্বারাও পাণিগ্রাহীর সংগীত সংগ্রহ, চাঁদ আমায় ডাক দিয়েছে, সত্তর দশকের একাংক, প্রতিবাদের একাঙ্ক, তুমি আমায় কম্যুনিষ্ট করেছ, দৃশ্যের দর্পণে / ট্যাক্সমন্ত্রী, নাম রেখেছি ঝাঁটা, অগ্নিদীক্ষা, সার্কাসের বাঘ / অন্বেষণ, বৃক্ষ / অগ্নিশুদ্ধি, আজকের ডাক, নাটিকা, সূচনা, একটি জীবনকে ঘিরে, জ্বালা, কৃষণ চন্দরের গল্প, এখন যে হাওয়া বইছে, কেরালার গল্পগুচ্ছ, অন্ধ্রের গল্পগুচ্ছ, একসূত্রে গাঁথা, প্রতিবেশিনী, ভারতীয় গল্প সঙ্কলন, আধুনিক ভারতের গল্প সঞ্চয়ন, আমার দেশের লোককথা, ভারতের রূপকথা (১ম, ২য় খণ্ড) ভিন্ প্রদেশী কবিতা, আধুনিক ভারতের কবিতা সঞ্চয়ন, কবিতা, বিক্ষত ভালবাসা, বাড়ি-পালিয়ে।

মুখকথা

'একজন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ বলেছিলেন : যথাযথ জ্ঞানই পৃথিবীকে স্বর্ণময় করে তোলে (The sense of propriety makes this earth gold) এবং এটাই চীনে ঘটনার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে। চীন সরকার কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন করে দেবার পর ও জমিদারদের তাদের জীবনধারণের অংশ দেবার পর চীনে কৃষিক্ষেত্রে যে অসাধারণ উন্নতি হয়েছে তা অনুমান করা অসম্ভব।'

কেরালার মহাকবি ভল্লাথোল নারায়ণ মেনন পঁচিশ বছর আগে এই মন্তব্য করেছিলেন। যতদূর জানি তিনি কমিনিস্ট ছিলেন না। তাঁর কয়েকটি লেখা পড়ে চীন সম্পর্কে, স্বাধীনতার পরে চীনের মানুষের জীবন যাপন সম্পর্কে জানার আগ্রহ জাগে।

ভারত এবং চীন দুটি বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ। এই দুটি দেশের ইতিহাস হাজার হাজার বছর ধরে সংযুক্ত। এদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ প্রায় ষোলো বছর। ব্যাপারটা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। অথচ দু দেশের জনগণ চায় পরস্পরকে জানতে।

'মানুষের তৈরী নদী রেডফ্ল্যাগ ক্যানেলে লিন শিয়েন কাউন্টির পনেরোটি কমিউনে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সহস্র ধারায় প্রবাহিত। বন্ধ্যা মাটিতে এসেছে ফসলের বান। যে কাউন্টির খাদ্য ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বছরে বিশ হাজার টন খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য করতে হোত—সেই কাউন্টি আজ খাদ্যে শুধু স্বয়ম্ভর নয়, বছরে দশ হাজার টন খাদ্যশস্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে সরবরাহ করছে। রেডফ্ল্যাগ ক্যানেলের জলকে লিন-শিয়েন উপত্যকায় নামিয়ে নিয়ে আসতে যেমনি অসংখ্য টানেল খুঁড়তে হয়েছে তেমনি গড়তে হয়েছে অসংখ্য পয়ঃনালী (aqueduct) তারই সাথে মাঝে মাঝে ছোট ছোট জলাধার (reservoir)। এবং এই সবই করেছে সেখানকার কমিউনের কৃষকরা।...রেডফ্ল্যাগ ক্যানেলের

জলপ্রবাহ উষর মাটিকে যে শুধু উর্বর করেছে তা নয়—এই কাউন্টিতে গ্রামে গ্রামে নিয়ে এসেছে কারখানার চক্রধ্বনি। ছোট ছোট ৫০ বা ১০০ কিলো ওয়াটের পাওয়ার হাউস ছড়িয়ে আছে চারদিকে এবং এই বিজলী ঘরের পরিচালকরা এই কমিউনেরই চাষী। জল-প্রবাহ যদি কৃষির ধমনী, তবে সার হল তার পুষ্টি। রেডফ্ল্যাগ ক্যানেলের বিদ্যুৎপ্রবাহে এই পল্লী অঞ্চলে বিরাট সার কারখানা গড়ে উঠেছে।' এসব জানতে পেরেছি শ্রদ্ধেয় শ্রী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সাম্প্রতিক লেখা পড়ে। এতেই আমার মনে নতুন করে চীনের কৃষকদের জীবনের গতি প্রকৃতি জানার আগ্রহ জেগে ওঠে। এই আগ্রহ মেটাতে কয়েকটি বই পড়তে গিয়ে চীনা ভাষা থেকে ইংরেজিতে টাঙ শেঙ অনূদিত 'দি ব্রাইট ফিউচার' হাতে পড়ে। এই গ্রন্থেরই অনুবাদ 'উজ্জ্বল আগামী।' উপন্যাসটির রচয়িতা ওয়াঙ শান্। তাঁর 'আঙ্কল কাও' অনেকে পড়েছেন। কৃষি জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে 'উজ্জ্বল আগামী' উপন্যাসে। চীনের বিপ্লবের পরে কি ভাবে যে কৃষকদের মধ্যে কো-অপারেটিভ আন্দোলন গড়ে ওঠে, কি ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে আন্দোলন সাফল্য অর্জন করে তা জানার আগ্রহ এই উপন্যাস পড়লে অনেকখানি মিটে যায়।

অনুবাদ ও প্রকাশনার ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছি সুনীতি কুমার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও কমলেশ সেনের কাছ থেকে। এরা প্রত্যেকে আমার বন্ধু। তাই কৃতজ্ঞতা জানালে এদের ভাল লাগবে না।

এই শুভ মুহূর্তে প্রকাশিকা শ্রীযুক্তা কে. চট্টোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্।

উজ্জ্বল আগামী

এক

অগভীর উপসাগরের খুব কাছেই চাওয়াঙ গ্রামের পুব দিকে দুই ভাই থাকত। তারা চাষ-বাস করে দিন কাটাত। বড় ভাইয়ের নাম লিয়াঙ শুঙ। ছোট ভাইয়ের নাম লিয়াঙ ওয়াই। একই বাপ-মায়ের ছেলে হলে হবে কি দু'জনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। লিয়াঙ শুঙ ছিল দৃঢ়চেতা এবং স্পষ্টবাদী। যখনই কোন অন্যায় কাজ তার চোখে পড়ত সে তার নিজের জীবন বিপন্ন করেও এগিয়ে যেত তার প্রতিকারের জন্য। আর সেজন্য গ্রামবাসী তাকে উ-শুঙ বলে ডাকতো। নিজের হাতে একটা বাঘ মেরে গ্রামবাসীদের উদ্ধার করে পৌরাণিক নায়কের মত সে একটা স্থান করে নিয়েছিল। অপরদিকে লিয়াঙ ওয়াই খুব মুখচোরা এবং ভীতু প্রকৃতির। কোন রকমে জীবনটাকে কাটিয়ে দেওয়াই তার ইচ্ছে। সবসময় মাথায় হাত দিয়ে এমনভাবে বসে থাকত যে মনে হত যেন তার মাথার ওপর সব সময় বিপদ ভেঙে পড়ছে।

স্বভাবত দুই ভাই সাধারণ কোন ঘটনাকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখত না। বাবা মারা যাওয়ার সময় ২·৭ মৌ (এক মৌ=এক একরের ছভাগের এক ভাগ) জমি রেখে যায়। ভাইয়ের জমিটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে আলাদা আলাদা বাড়ি করে বসবাস শুরু করে। লিয়াঙ শুঙ নিল দুটো ছোট ছোট জমি, যার পরিমাণ দাঁড়ায় ১·২ মৌ, আর বেশির ভাগ ভাল জমিটা সে ভাইকে সানন্দে দিয়ে দিল।

তার ভাইকে ভাল এবং বেশি জমি দিয়েও লিয়াঙ শুঙ দেখল যে তার সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা অসম্ভব। প্রায় তাকে লিয়াঙ

ওয়াইকে বকাবকি করতে হত। সে বলত, 'নিজের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ ত। তোমার গজ্‌গজ্‌ করার মত কিছু নেই। বলতে পার, কোথাও কি এর থেকে বেশি পাবে?'

লিয়াঙ ওয়াইয়ের উত্তরটা শান্তভাবে তার মুখে আঘাত করত, 'কোথায় পেতাম?' শেষ কথাটি বারবার উচ্চারণ করে সে তার স্বভাব অনুযায়ী চুপ করে যেত। যাহোক তাদের মধ্যে কোন কটু কথার আদান প্রদান হত না। দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ, কিন্তু একে অন্যের প্রতি নিরুত্তাপ ছিল।

যে যার নিজের মত তারা জীবন-ধারণ করত। বাবার মৃত্যুর বারো বছর কিংবা আরো কিছু পরে তাদের জীবন যাত্রা দেখলে মোটামুটি আঁচ করা যেত তাদের দিন কেমনভাবে কাটছিল। গ্রামের গরীব চাষীরা লিয়াঙ শুঙ সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করত। বাড়িতে ভাতই থাক আর ভাতের ফেনই থাক, তা লিয়াঙ শুঙকে দেওয়ার জন্য স্বভাবতই মনে পড়ে যেত। আর বাড়িতে কেক বা পিঠে যাই হোক না কেন তা থেকে কিছুটা তারা অতি অবশ্যই লিয়াঙ শুঙের বাড়িতে পাঠিয়ে দিত। অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুর্দশার কথা বলার জন্যও তারা তার কাছে ছুটে যেত।

জমিদাররা তাদের অন্য চোখে দেখতে লাগল। তারা ছোট ভাইয়ের প্রশংসা এবং বড় ভাইয়ের নিন্দা করত। তারা বলত, লিয়াঙ শুঙ খামখেয়ালী প্রকৃতির এবং নিজের সম্পর্কে উদাসীন। সে আবেগ প্রবণ, তার না আছে বুদ্ধি না আছে কৌশল। গ্রামের গরীবরা বলত, 'এখন যদি লিয়াঙ শুঙ আমাদের গ্রামের অধিকর্তা হত তাহলে কি সুন্দরই না হোত।' জমিদাররা এসব শুনে বাইরে পরিতৃপ্তির হাসি হাসত বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে মরত। তারা এটা ভালভাবেই জানত যে লিয়াঙ শুঙ কোনদিনই জমিদার হতে পারবে না, তবুও তার সামান্য প্রস্তাবে তারা অস্বস্তি বোধ করত। সুতরাং সে যখন তাদের কাছে টাকা ধার চাইতে আসত, তারা তার কাছে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সুদ চাইত; যে কোন কাজের জন্য সে যখন

তাদের দ্বারস্থ হত তারা তাকে সবচেয়ে নোংরা কাজতো দিতই, উপরন্তু ছলে বলে তার মজুরী থেকে তাকে বঞ্চিত করত।

এই ভাবেই গ্রামের জীবনযাত্রা চলছিল। ১৯৩৭ সালে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যখন প্রতিআক্রমণ শুরু হল তখন লিয়াঙ শুঙ বাবার কাছ থেকে পাওয়া ১'২ মৌ জমির সবটা হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। তার কুঁড়েটা জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। পরনে তার নোংরা তালিমারা জামাকাপড়। পরিবারে খাবার জুটতো যৎসামান্য। মাঝে মাঝে দু একদিন আবার অনাহারে কাটাতে হত। স্ত্রী অসুস্থ হয়ে অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় হঠাৎ মারা গেল। তার নিজের বলতে রইল শুধু এগারো বছরের একটি ছেলে। নাম তার লিয়াঙ শু চিন্। ছেলেটি অত্যন্ত রোগা এবং কৃশকায়, কিন্তু বলিষ্ঠ এবং নিপুণ কর্মী।

অপরদিকে তার ছোট ভাইয়ের দিন বেশ ভালভাবেই কাটছিল। তার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু তার কোন সন্তান ছিল না। সে তার জমি ১.৫ মৌ থেকে বাড়িয়ে ২মৌ করে ছিল। তার বাড়িঘর, পোশাক পরিচ্ছদ সব কিছুতেই প্রকাশ পাচ্ছিল যে তার সংসার বেশ ভালভাবেই চলছে। লিয়াঙ শুঙের মনে হত যে তার ছোট ভাইয়ের চাহনিতে জড়ানো রয়েছে আত্মতৃপ্তির আভাস।

লিয়াঙ শুঙের একদিন মনে হল যে ছেলেটাকে তার কিছু বলা দরকার। তাই তাকে ডেকে খুব শান্ত কণ্ঠে বলে, 'দেখ, শু চিন্ তুমি দিন দিন বড় হচ্ছ। আর এই সময়ের মধ্যে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে জীবন সম্পর্কে তোমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর শোন, মানুষ, মানুষের মতই বেঁচে থাকবে। সে ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মনিষ্ঠ হবে এবং তার কাছে যা সত্য বলে মনে হবে তা সে করবে। নির্বোধেরা যা করে তার প্রতি শয়তানদের সব সময় সজাগ দৃষ্টি থাকে। কাজ যত শক্তই হোক, আর তা করতে গিয়ে যদি সে অপারগ হয় তাহলেও কাজ করতে গিয়ে সে কখনও পিছিয়ে পড়বে না। নিন্দুকেরা নিন্দা করবার জন্য তাদের জিভ

শানিয়েই থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে কখনও নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না। ক্ষমতাশালী ও বিত্তবান লোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে কখনও তাদের পা-চাটা কুকুর হবে না। শারীরিক অত্যাচারের ভয়ে বা ভর্ৎসনাতে—কোন অবস্থাতে সে সত্যের অপলাপ করবে না। জীবনটা এভাবে গঠন করতে পারলে সে মাথা উঁচু করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবে। কেউ আর সাহস করবে না তার পিছনে লাগতে বা তার নিন্দা করতে। বাঁচাটা তার তাহলে আর অর্থহীন হয়ে পড়বে না। এখন তোমার খুড়ো ওয়াই এবং আমার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিছু লোক আছে যারা তাকে ঈর্ষা করে, কিন্তু আমি তা করি না। আর সম্পদের ব্যাপারে কিছু বলার নেই, সেটা ভগবানের হাত।'

ছেলেকে সে এমন ভাবে কথাগুলো বলে গেল যেন মনে হল সে একজন পরিণত লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু অসুবিধা দাঁড়াল এই যে, সে তখনো ভালভাবে কথা বলতেই পারে না। যদি তার সব কথা বুঝিয়ে বলার ক্ষমতা থাকতও তাহলেও তাকে পরিণত যুবা বলে মনে করা যায় না।

ছেলেটি মাথা নিচু করে চুপ করে বসে মাটির ওপর আনমনে আঁক কাঁটছিল। সে বয়সে এত ছোট ছিল যে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। এমন কি কিভাবে জীবন ধারণ করবে সে সম্পর্কেও কোন ধারণা ছিল না। সে শুধুমাত্র জানত যে, সে ও তার বাবা খুব গরীব। এসব জানা সত্ত্বেও সে তার বাবাকে সংসারের সকলের চেয়ে বেশি ভাল বাসতো। তার বাবা একজন অভিজ্ঞ ও নামজাদা লোক। লোকে তাকে সত্যবাদী বলে জানে। আর সেইজন্যে সে সকলের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্র। বাবা ও ছেলের এই কথাবার্তার কিছুদিন পরেই লিয়াঙ শুঙের জীবনে দুর্যোগ ঘনিয়ে এল। একদিন দেখা গেল গ্রামের জমিদার, অষ্টম লিয়াঙ-এর ছেলে এক চাষীর মেয়ের পিছন ধাওয়া করছে। সেই ছেলেটি প্রাদেশিক শহর ক্যান্টনে থাকত এবং কদাচিৎ গ্রামের বাড়িতে আসত। কিন্তু

কেউ জানত না যে সেখানে সে কি কাজ করে। গ্রামে সৈনিকের পোশাক পরে পিস্তল নিয়ে ঘোরাফেরা করত। আর লোকে সেইজন্য ধরে নিয়েছিল যে সে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার। কেউ বুঝতে পারল না কেন সে সেদিন সেই চাষী মেয়েটার পিছনে ধাওয়া করল। হয় তাদের দুজনের মধ্যে কিছু একটা ছিল, না হয় নিছক পিছনে লাগার জন্যই ধাওয়া করেছিল। সে দিনটা ছিল খুব চমৎকার। স্বচ্ছ নীল আকাশ। ছিল না কোন ছেঁড়া মেঘের আনা-গোনা। ভীতসন্ত্রস্ত খরগোসের মত যুবতীটি ছুটে পালাচ্ছিল আর তার পায়ের আঘাতে রাস্তাঘাট সব কিছু যেন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। দৌড়তে দৌড়তে সে চিৎকার করে সাহায্য প্রার্থনা করছিল। তার বেনী খুলে গিয়ে ঘোড়ার লেজের মত বাতাসে উড়ছিল।

লিয়াঙ শুঙ সে সময়ে মাঠে কাজ করছিল। গোলমাল শুনতে পেয়ে, লাঙ্গল ফেলে রেখে কি হচ্ছে দেখার জন্যে আলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। লিয়াঙ শুঙের কাছে যুবকটি এসে পড়া মাত্র তাকে ধাক্কা মেরে চলে যেতে চেষ্টা করল এবং চিৎকার করে বলল, 'পথ ছেড়ে দাও।'

পারিবারিক সূত্রে লিয়াঙ শুঙ ছেলেটির দাদু। সে যুব সমাজের ভ্রষ্ট নীতি এবং শ্রদ্ধার অভাব দেখে অত্যন্ত রেগে গেল। 'তোমার তো সাহস কম নয়, তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ?' গম্ভীর-ভাবে সে বলে, 'কার সঙ্গে কথা বলছ তা কি জান হারামজাদা?'

এ কথাতে ছেলেটি স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল যে লিয়াঙ শুঙের সঙ্গে এরকম ব্যবহার করা তার ঠিক হয় নি; কিন্তু পরমুহূর্তে তার মনে পড়ে গেল সে তো অষ্টম লিয়াঙের ছেলে এবং সে যা করেছে তা ঠিকই করেছে। যে ভাবেই হোক সে তো লিয়াঙ শুঙকে ছোট বেলা থেকেই সব সময় ঘৃণাই করে আসছে কারণ অতি শৈশবে ছোট বলে বকুনি দিতে তাকে কখনও ছাড়েনি। বাক বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি শুরু হল। ধাক্কাতে ধাক্কাতে লিয়াঙ শুঙ যুবকটিকে একটা গর্তের কাছে এনে ফেলতেই

সেই কুত্তার বাচ্চাটি রাগে বন্দুক বার করে লিয়াঙ শুঙকে হঠাৎ গুলি করল।

লিয়াঙ শুঙের বয়স তখন মাত্র সাঁইত্রিশ বছর। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে ছেলেকে বলল ছোট ভাই লিয়াঙ ওয়াইকে ডেকে আনতে। লিয়াঙ ওয়াইয়ের হাতে তার এগারো বছরের ছেলেকে তুলে দেয়। মৃত্যু পথযাত্রী ভাইয়ের কাছ থেকে একটু দূরে টুলের ওপর মাথা নীচু করে এমন ভাবে সে বসেছিল যে মনে হচ্ছিল যেন সমস্ত ব্যাপারটিতে তার কোন সায় ছিল না।

লিয়াঙ শুঙের যদিও বিশেষ কিছু বলার ছিল না, তথাপি সে তার শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করল। ভাইয়ের আচরণ বুঝতে পেরে তার ইচ্ছা করল তাকে ভৎর্সনা করে এবং ছেলেকে আর একবার সতর্ক করে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারে তার সময় হয়ে আসছে নতুন করে কিছু আলোচনা শুরু করবার অবকাশ নেই। তাই সে শান্ত-ভাবে বলে, 'আমরা দু'জনে আমাদের জীবনকে পৃথক পৃথক ভাবে গঠন করেছি, তাই নয় কি? প্রত্যেকেই আমরা ভিন্ন পথে গিয়েছি। তাহলেও আমরা কখনও কারও পথে বাধার সৃষ্টি করিনি।'

'হ্যাঁ', লিয়াঙ ওয়াই মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'আমরা যে যার রাস্তায় গেছি।'

লিয়াঙ শুঙ তারপর তার ছেলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, 'আমার কথা মনে রেখ। বাবার কথা যদি তোমার স্মরণে থাকে তাহলে তুমি জানবে কেমন করে মানুষ ও সাপের মধ্যে পার্থক্য করতে হয়। হয়তো মাঝে মধ্যে জমিদার ও জোতদার তোমাকে ভালমন্দ কিছু জিনিস দেবে, খবরদার. তাঁদের ফাঁদে কখনও পা দেবে না। সাপ যে, সে সাপই, যতই কিনা সে ঘাসের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে থাকুক?'

কথাগুলো লিয়াঙ ওয়াইয়ের মনে হুলের মত বিঁধল এবং ভ্রূকুটি করে কথাগুলোতে অসম্মতি প্রকাশ করল। 'দাদা, তুমি যা বলছ, তা হয়তো যথার্থ' সে মনে মনে বলে, 'কিন্তু মুশকিল হচ্ছে,

তোমার নীতি মেনে কেউ কখনও জীবন ধারণ করতে পারে না? আর কি করেই বা পারবে?'

ইতিমধ্যে তার ভাই তার ছেলেকে আবার বলতে শুরু করেছে, 'শু চিন্, আমি তোমাকে ভালভাবেই চিনি, তুমি খুব ভাল ছেলে। ভবিষ্যতে তুমি যখন কাকার কাছে থাকবে তখন তুমি তোমার বাবার মতই তাকে শ্রদ্ধা করবে ভালবাসবে। সব কিছু যদি ভালভাবে নাও চলে তাহলেও কিন্তু কিছু মনে করবে না। সকলের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে চলবে।'

তার কথা শুনে ছেলেটি করুণভাবে কাঁদতে থাকে, আর তার হৃদয়বিদারক কান্নার মাঝেই লিয়াঙ শুঙ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

*

বাবার মৃত্যুর পর লিয়াঙ শু চিন্ কাকার কাছে মানুষ হতে লাগল। কাকা ও কাকিমা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত। আর সেও বড়দের খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। আর কাজকর্ম সে বেশ মন দিয়েই করত। তাকে কি খেতে দিত, কি পরতে দিত সেদিকে সে মোটেই মাথা ঘামাতো না। এমন কি কখনও প্রতিবাদও করত না। সকলের সে খুব প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন পর তার কাকিমা হুঙ শুনের লক্ষ্য পড়ে ছেলেটির একটি বিশেষ গুণ। সে যে শুধু সংসারের কাজই মন দিয়ে করত তা নয়, অপরকে সাহায্য করার ব্যাপারেও সে মনপ্রাণ ঢেলে দিত। সে তার স্বামীকে এ ব্যাপারটা বলে। লিয়াঙ ওয়াই গোপনে ভাইপোর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখে এবং দেখে যে, সে যা বলেছে তা সর্বৈব সত্য। বয়স্ক ছেলেদের যে সব কাজ সে অবলীলায় করত। গ্রামের বৃদ্ধ, রুগ্ন, বিপত্নীক এবং নিরাশ্রয় লোকদের বিনা দ্বিধায় সাহায্য করত। সে যখন তার কাকার খাবার মাঠে নিয়ে যেত তার সঙ্গে গ্রামের অনেক লোকেরই খাবার বয়ে নিয়ে যেত। আবার সে সংসারের মোষগুলোর দেখাশোনা করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যদের মোষগুলোর দেখাশুনা করত। মোষগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখার ফাঁকে ফাঁকে

অপরের মাঠের আগাছা নিড়ানোর কাজে সাহায্য করতে। সে তার এই কায়িক পরিশ্রমের পরিবর্তে কিছু ধন্যবাদ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই পেত না। প্রতিবেশীরা বলত, 'শু চিন্ আমাদের খুব ভাল ছেলে। সে ঠিক তার বাবার মতই হয়েছে।' সে এতে বেশ খুশীই হত।

লিয়াঙ ওয়াই এ সব দেখেও কিছু তাকে বলত না. কারণ বাড়িতে সে ভালভাবেই কাজ করত এবং আজ্ঞাবহ ছিল। কিন্তু তার স্ত্রী এসব ভিন্ন চোখে দেখত। 'যদি সে অপরের কাজ না করত' সে বলত, 'তাহলে সে আরও বেশি করে সংসারের কাজ করতে পারত।' লিয়াঙ ওয়াই চিন্তা করে দেখল ব্যাপারটা ঠিকইতো, আর সেইজন্যে ছেলেটিকে ডেকে ভালভাবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল।

'বাবা, শু চিন্ তুমি সত্যিই খুব বোকা। আর তুমি ঠিক তোমার বাপের মতই হয়েছ। ঘরের খেয়ে কে আর বনের মোষ তাড়াতে যায়। যখন তোমার পরবার কাপড়চোপড় জুটবে না তখন কি তোমাকে কেউ দেবে? তোমার তো স্ত্রী নেই, তারা কি ব্যবস্থা করে তোমার একটা বউ জুটিয়ে দেবে?'

শু চিনের বয়স খুব অল্প। জীবন সম্পর্কে তার ধারণা খুবই সামান্য। প্রতিবেশীরা তাকে তার বাবার সঙ্গে তুলনা করে বলত যে সে তার বাপের মতই ভাল ছেলে। তার কাকাও তাকে তার বাবার সঙ্গে তুলনা করত বটে, কিন্তু তাকে বলত বাবার মতই বোকা। সে মনে প্রাণে বুঝতে পারল কোনটা ঠিক। তার পর থেকেই সে আর কাকাকে ভাল চোখে দেখত না। প্রতিবেশীদের জন্য মনপ্রাণ উজাড় করে দিত। এই ধারণা পোষণ করায় ক্রমশ পারিবারিক কাজের ওপর আগ্রহ কমে যেতে লাগল। যত দিন যেতে লাগল সে তত বাড়িতে খাওয়া বন্ধ করতে লাগল। কিছুদিন পরে সে আর রাতেও বাড়ি ফিরত না। এসব দেখে লিয়াঙ ওয়াই দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে, একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, কিছুই নয়। তার স্বভাবটাই বন্য প্রকৃতির, তাকে পোষ মানানো

যাবে না। আমি দেখছি সে আজও ঠিক তার বাপের পথই অনুসরণ করে চলেছে।

বেশ কয়েক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই, শু চিনকে কৃশ এবং রোগা দেখালেও একজন বলিষ্ঠ যৌবনোচিত শক্তির অধিকারী হয়ে উঠল। যখন সে ক্ষেত মজুরের কাজ করার উপযোগী হয়ে উঠল বলে মনে করল তখন সে এক জোতদারের গোলাবাড়িতে মজুরের কাজ নিল। পরিবারের লোকে তাকে খুব কম দেখতে পেলেও তার প্রতি কিন্তু তাদের প্রকৃত ভালবাসা রয়ে গিয়েছিল। কাকা ও কাকিমা তার কথা প্রায় চিন্তা করত, আর তাদের ভাইপোও তাদেরকে তার মনের মত করে ভালবাসত। তবুও তারা তার সঙ্গে কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করত না; এমন কি সাধারণ ভাবে তাদের মধ্যে চোখা-চোখিই হত না। যুদ্ধের পর স্বাধীনতা এল, আর তার পর শুরু হল ভূমি সংস্কার। ভূমি সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পারস্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতার বন্যা এল। নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে লাগল। লিয়াঙ ওয়াই ভাবতে থাকে জীবন সম্বন্ধে তার বাঁধাধরা রীতিনীতি ক্রমশ সব শিথিল হয়ে পড়ছে। মনে হল, সে তার চারপাশের ঘটনা প্রবাহ ছাড়া গ্রামের বাইরের ঘটনা সম্বন্ধেও কিছু কিছু আঁচ করতে পারছিল। এত দ্রুত লয়ে পরিবর্তন ঘটছিল যে তার পক্ষে খাপ খাওয়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। তার সঙ্গে যে তাল রাখতে পারছিল না সেটা সে বুঝতে পারল।

ভূমি সংস্কারের সময় সে দেখল তার ভাইপো হঠাৎ এক হোমড়াচোমড়া লোক হয়ে উঠেছে। যদিও সে বুঝতে পারে না কেন লোকে তার প্রতি এরূপ উচ্চ ধারণা পোষণ করে। জমিদারদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাবের সঙ্গে নিজেদের অধিকার নিয়ে শু চিনের লড়াই করা দেখে সে মনে মনে বলত, 'জমিদারদের বিরুদ্ধে ঠিকই হচ্ছে, কিন্তু আমার ভয় হয় এতটা কঠোর বোধহয় না হলে চলত। যদিও কারোরই পক্ষে এ ছাড়া আর কোন পথই খোলা নেই। শুচিনের চোখ দুটো বাঘের মত। সামনে যেটা পড়ে সেটা সে

একাগ্রচিত্তে অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করে।'

সংগ্রামের ফলস্বরূপ জমিদারদের কাছ থেকে জমি এবং বাড়ি দখল করার পর ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ন্যায্য ভাবে জমি সব ভাগ করে দেওয়া হল। কিন্তু যেহেতু লিয়াঙ ওয়াইয়ের তুই মৌ জমি ছিল সেইজন্য তার জমির সঙ্গে মাত্র এক মৌ এর কিছু অংশ জমি যোগ হল। যা পেল তাতেই সে খুশী হল, কিন্তু তার ভাইপো তাকে কেন বিশেষ সুবিধা দিল না সেইজন্য সে তার ওপর রেগে গেল। 'আমাদের শু চিন্ ছেলেটা,' সে রাগে গজ্‌গজ্ করে বলতে থাকে, 'লাঠির মাথায় বাঁধা হ্যারিকেনের মত। সে দূরের লোককে আলো দেখায় কিন্তু কাছের লোক তার কাছ থেকে কোন আলো পায় না।' তার মনে হল, তার ভাইপোতো একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সে যদি তার কাকার নামটা একবার উল্লেখ করত তাহলে লোকে তার নামে এক মৌ এর মত জমি বরাদ্দ করত।

এখন, ভূমি সংস্কারের সময়। অন্যান্য লোকের মতই লিয়াঙ শু চিন্ কিছু জমি তার ভাগে পেল। সে নিজেই একটা বিয়ে করে নিল। সে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েছিল। তার নাম চেন-চাঙ-হাও। নতুন সামাজিক পদ্ধতিতে, কোন হৈ চৈ বা খরচখরচার মধ্যে না গিয়ে তাকে বিয়ে করে ফেলল।

'দেখেছ!' লিয়াঙ ওয়াই তার স্ত্রীকে বলে, 'নিজে নিজে বিয়ে করার ফলে সে এ বিয়েতে বৌ ছাড়া আর কিছুই পেল না। জীবনপণ না করে শুধু যদি হাত জোড় করে বাড়িতে বসে থাকত তবে সে যা জমির অংশ পেয়েছে ভূমিহীন কৃষক বলেই সে পেত।'

বেশ কিছুদিন ধরে গ্রামের লোকেরা একটা 'কৃষি উৎপাদনকারী সমবায়' সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিল। লিয়াঙ শু চিন্ তার কাকার কাছে এল। তার মতামত জানার জন্য জিজ্ঞাসা করল, 'কাকা, আমরা গ্রামে একটা কৃষি সমবায় খোলার কথা ভাবছি। আপনি কি তাতে যোগ দেবেন? আমাদেরতো কয়েকটা বৈঠক হয়ে গেল। কই তাতে তো যোগ দেননি? আসুন না, আলোচনা শুনবেন।'

কাকা মৃদু হেসে বলল, 'তোমার কি করে ধারণা হল যে আমি বৈঠকে যোগ দিই না?' সে প্রশ্ন করে, 'আমাকে এতটা প্রাচীনপন্থী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। পাঁচজনে যেটা করবে বলে ঠিক করে, আমি কখনও তার বিরুদ্ধে যাই না।'

লিয়াঙ ওয়াই সমবায়ে যোগ দিল। যখন গ্রামের লোকেরা শু চিন্‌কে সমবায়ের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করল। অন্যান্যদের মত লিয়াঙ ওয়াইও ভাইপোকে ভোট দিল। যদিও মনের দিক থেকে তার কোন সায় ছিল না। ভোট দেবার পর মনটা তার অনুশোচনা এবং আশঙ্কায় ভরে গেল এইভাবে যে সে তার ভাইপোকে একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিল।

১৯৫৪ সালে চাওয়াঙ গ্রামের গ্লোরি এগ্রিকালচারাল প্রডিউসারস্ কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান রূপে শু চিন্ নির্বাচিত হল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। প্রথমে তার লক্ষ্য পড়ল, সমবায়ের সকল সদস্য কিন্তু সমষ্টিগত উদ্যোগে আগ্রহী নয়। প্রথমে তার ধারণা ছিল প্রত্যেক সদস্যই তারই মত সমবায়কে পছন্দ করে এবং নিজেদের বাড়ির মতই ভালবাসে। কিন্তু অচিরেই তার সে ভুল ভেঙে যায়। সত্যি কথা বলতে কি কিছু সদস্য আন্তরিকভাবেই খাটে সমবায়ের জন্য এবং তার উন্নতির জন্য খুবই আগ্রহী। কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে যারা নানা ছুতানাতা করে কাজ করতে দেরী করে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে রয়েছে তার স্ত্রী চাঙ-হাও! তার তীব্র বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য যখন তখন হুল ফোটাতে থাকে। সে ধরে নিয়েছিল যে তার স্ত্রী তাকে আর তার কাজকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু এখন সে বুঝতে পারে যে স্ত্রী তার সমবায়ের কাজের ব্যাপার কিছু বুঝতে তো চায় না, এমন কি সমবায়ের কাজে

অংশ গ্রহণ করতেও মোটেই আগ্রহী নয়। সমবায় প্রথা সম্বন্ধে সে যেন কেমন সন্দেহপ্রবণ। তার আচরণ দেখে লিয়াঙ শু চিন্ স্বগতোক্তি করে, 'তাকে দেখে মনে হয় সে কাকিমা হুঙ শুনের থেকে এক কাঠি সরেস।' আর সবশেষে আগামী বসন্তের খাদ্যাভাবের আশঙ্কায় সে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এটা কোন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। অতীতে বছরের তৃতীয় চতুর্থ মাসে—কৃষকদের পক্ষে সব সময়ই একটা মাস চরম দুরবস্থার মাস—ফেরিওয়ালার কাজ কিম্বা ছোট খাটো কোন ব্যবসাপত্তর করে লোকদের একটা মাস কাটাতে হত। এ বছর আর তারা তা করতে পারে নি।

মার্চ মাসের শেষে এক সকাল বেলায় প্রদেশ কমিটির মিটিং সেরে শু চিন্ বাড়ি ফিরছিল। বাড়ি ফিরেই স্ত্রীর সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হল। তারপর সে তার তিন বছরের মেয়ে আ-য়ুকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেল। পরে তাকে নামিয়ে রেখে আবার বেরিয়ে পড়ল। সাংসারিক ব্যাপারে সে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করল না। এমন কি চাল-ডাল-তেল-নুন-জ্বালানী সম্বন্ধেও সে কোন খোঁজ খবর করল না। তার যাওয়ার পথের দিকে লক্ষ্য করে নিঃশ্বাস চেপে তার স্ত্রী বিড়বিড় করে কিছু বলে যায়, কিন্তু তার দৃষ্টিই আকর্ষণ করতে পারে নি।

সে সমবায়ের শূন্য ধান ক্ষেতের দিকে পা বাড়াল—সেখানে মোট পাঁচটি পৃথক পৃথক জমি ভাগে আছে, সেগুলো সে লক্ষ্য করতে লাগল। মাঠগুলোতে লাঙল দেওয়া হয়ে গেছে। কোন কোন মাঠে আবার পাঁচ ছবার চষাও হয়েছে। বসন্তকালে এবার বেশ ভালই বৃষ্টি হয়েছে। ফলে স্বচ্ছ জলের তলায় কালো মাটি বেশ ডুবে আছে। এ দৃশ্য দেখে সে খুব আনন্দিত হল। মাঠে যে সব সমবায়ের সভ্যরা কাজ করছিল তাদেরকে সে অভিনন্দন জানাল, কিছু কিছু রসিকতাও করল তাদের সঙ্গে। তারপর চারাগাছের ক্ষেতে গিয়ে যে সব বীজ রোয়া হয়েছে তা দেখতে গেল। ছোট ছোট চারাগাছগুলি সুন্দর ভাবে বিভিন্ন সারিতে বোনা দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। চারাগুলি
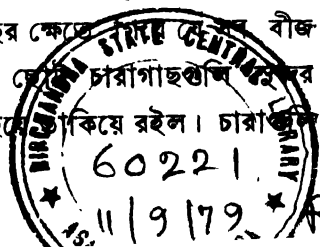
চার ইঞ্চির মত লম্বা হয়েছে, বেশ দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ, বসন্তের বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছিল। তার মন আনন্দে ভরে উঠল এবং সেখান থেকে উঠে সে সোজা প্রথম উৎপাদন দলের নেতা লিয়াঙ মানের সঙ্গে দেখা করে খোঁজ খবর নেবে যে, তাদের দল বীজ বোনার জন্যে সব কিছুর ব্যবস্থা করেছে কিনা।

লিয়াঙ মান রোদে-পোড়া, বেঁটে খাটো, শক্ত-সমর্থ এক জোয়ান। সে তখন একটা পুকুরের ধারে দাঁড়িয়েছিল। 'বীজ বোনার ব্যাপারে আমাদের ঝামেলায় পড়তে হবে।' সে শাবলটার ওপর ভর দিয়ে কথাগুলো বলে যায়। মনে হয় সে যেন একটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'বেশ কিছু লোক যখন শোনে যে, তারা পঞ্চাশ ভাগ জমিতে নতুন নিয়মে ছোট ছোট গুচ্ছ করে ঘন সারিতে বীজ বুনবে তখন তারা মুখ টিপে হাসতে থাকে। তারা হয়তো আমাদের সামনে মুখ খুলবে না কিন্তু পিছনে বলাবলি করবে।'

'তাহলে কি সকলেই এই নতুন পদ্ধতিতে চাষ করার বিরুদ্ধে?' লিয়াঙ শু চিন্‌ জিজ্ঞাসা করে।

'না, তা আমি মনে করি না,' প্রথম উৎপাদনকারী দলের নেতা মাথা নেড়ে বলে, 'বেশির ভাগই আমাদের পক্ষে। কেবল মুষ্টিমেয় ক'জন এর বিরুদ্ধে। মুষ্টিমেয় লোকগুলিই দল পাকাবে।'

লিয়াঙ শু চিন্‌ মাথা নাড়াল, কিছু বলল না, পরে সে দ্বিতীয় দলের নেতা এবং সমবায়ের ভাইস চেয়ারম্যান, পান য়ুয়ের কাছে ছুটে গেল এবং দ্বিতীয় দলের বক্তব্য কি তা জানতে চাইল।

পান য়ুয়ের বয়স তিরিশের কোঠায়, অবিবাহিত। বেশ লম্বা চওড়া এবং নাকটা তার বঁড়শির মত বাঁকা। চাষবাসের কাজে খুব দক্ষ। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তার ধারণা যে তার দলের সকলে তার কথার ওপর আস্থা রাখে এবং বিনা দ্বিধায় সকলে তার কথা মেনে চলে। সে সময়ে সে একটা চুনের বস্তা কাঁধে করে মাঠে যাচ্ছিল। শু চিনের প্রশ্ন শুনে সে দাঁড়াল না। 'সব কিছুই খুব ভাল,' পিছন ফিরে না তাকিয়ে হালকা মনে সে কথাগুলো বলে

এগিয়ে বলল, 'কোন সমস্যাই নেই। আমাদের দ্বিতীয় দলটি খুবই একতাবদ্ধ।'

তার এ উত্তরে শু চিন্ মোটেই সন্তুষ্ট হল না। সে এক হাত দিয়ে মুখটা ঘষে নিয়ে কিছু বলতে গেল কিন্তু পান য়ু তখন অনেক দূরে চলে গেছে। সে মনে মনে বিড় বিড় করে বলে যায়, 'কোন সমস্যা নেই, তাই বুঝি? তোমরা কি সত্যি সত্যি একতাবদ্ধ?' আমার মাথায় তো কিছু আসছে না যে, কেন তোমরা তোমাদের নিজেদের জয়ঢাক এত জোড়ে বাজাচ্ছ।' সে পথের ধারে এসে দাঁড়াল। আর পান য়ুয়ের অপসৃয়মান অবয়বের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। জলে থৈ থৈ করছে মাঠ। তার ওপর সূর্যের আলো পড়ছে। আর তারই প্রতিবিম্ব আটাশ বছরের যৌবনদীপ্ত লিয়াঙ শু চিনের মুখে এসে পড়েছে। সূর্যের আলোয় তাকে বেশ রোগা এবং তার হাত পাগুলো বেশ লম্বা দেখাতে লাগল। মনে হল যে যেন কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। ছুঁচালো চিবুক-যুক্ত তার সরু মুখমণ্ডল দূরের দিকে তাকাতেই লাল হয়ে উঠল। আর তার চওড়া মুখটা দুশ্চিন্তায় কুঁচকে গেল। কোঠবগত চোখ আর হাড় বের করা গাল দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন পার্ল নদীর মোহনার অধিবাসী। যে কোন লোক দেখলেই বলবে, এই চেহারার অধিকারী হচ্ছে একজন সাহসী, দৃঢ় চেতা, প্রাণচঞ্চল যুবক।

লিয়াঙ শু চিন্ বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় স্ত্রীকে বলে গেল না যে সে আগাম ধান চাষের জন্য ধান রোয়ার ব্যাপারে ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। চাঙ-হাও তার চওড়া কাঁধের দিকে তাকিয়ে রইল। দূরে ক্রমশ তা মিলিয়ে গেল। আর তার মনের মধ্যে ভালবাসার এক ঢেউ জেগে উঠল। সে লিয়াঙকে খুব ভালবাসত। লিয়াঙ সব সময় কঠিন পরিশ্রম করত আর এখানে ওখানে দৌড় ঝাঁপ করে বেড়াত। আর তার জন্যে চাঙ-হাও ব্যথা পেত। ব্যহত সে একটা নীচে টুলের ওপর শান্তভাবে বসে তার পায়ের কাছে খেলায় মত্ত আ-য়ুর দিকে তাকিয়ে থাকলেও কার্যত সে

কিছুই লক্ষ্য করছিল না। তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল কেন তার স্বামী সব সময় ব্যস্ত থাকবে। গ্রামের লোকের মুখে মুখে যে সব টুকরো টুকরো গুজব ফিরছিল তা নিয়ে সে চিন্তা করতে লাগল। দ্বিতীয় দলের সহনেত্রী একটি যুবতী। নাম তার লি চেন। তার নামে গুজব রটে ছিল। যদিও তার বিয়ের বয়স হয়েছে তাহলেও সে এখনও অবিবাহিত। লোকে বলে সে ভাল জামা কাপড় পরতে ভাল খাবার খেতে এবং পুরুষদের সঙ্গে রসিকতা করতে ভালবাসে। তারা বলে যে, সে একটা ছিনাল মেয়েছেলে এবং সে একবারে শপথ করেছে যে, গ্রামের সেরা পুরুষকে সে তার স্বামী করবে। এমন কি এরকম জঘন্য গুজবও রটেছে যে তার সঙ্গে তার স্বামীর এক গাঢ় সম্পর্ক দানা বেঁধে উঠেছে। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর চাও-হাও দৃঢ়ভাবে স্বগতোক্তি করে, 'না, না, এরকম মোটেই হতে পারে না। উনিতো সে ধরনের লোক নন।'

সে কোনরকমে নিজেকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে ফেলল। তখন প্রাতঃরাশের সময় চলে গেছে। হায়, সে চালের পাত্রের কাছে গিয়ে দেখে যে রান্নার মত চাল নেই। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল যখন তার মনে পড়ে যে, মেয়ে আ-য়ু চিকিৎসার জন্য যে টাকা ডাক্তারের কাছে বাকি পড়ে, শীতকালে সব চাল বিক্রি করে দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছিল। যদিও সে জানত রান্নার মত চাল তার ঘরে সঞ্চিত নেই তবুও সে সব পাত্রগুলো একবার ভাল করে দেখতে লাগল। সে দিনটা ঠাণ্ডা ছিল তবু তার উদ্বিগ্নাকৃতি মুখের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘামের রেখা দেখা দিল। তার আপনজনের খাবার ঘরে নেই ভেবে সে আর স্থির থাকতে পারল না। শেষে প্রায় খেয়াল না থাকা শুকনো টারো গাছের শিকড়ের কিছু টুকরো খুঁজে পেল এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যেটুকু অবশিষ্ট চাল ছিল তার সঙ্গে মিশিয়ে উনানে সিদ্ধ করতে দিল। উনানে পোড়া জ্বালানীর ধোঁয়াতে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল। ফলে তার চোখে জল এল।

কিছুক্ষণ পরে সেই ঘ্যাট তৈরী হয়ে গেল। ধোঁয়াও মিলিয়ে

গেল এবং বাচ্চা আয়ু খিদের জ্বালায় চেঁচামেচি শুরু করে দিল। মা তাকে এক চামচে ঘ্যাঁট তুলে দিল। চকিতে লাল জিভটা বের করে লক্‌লক্ করে সেটা শেষ করে ফেলল।

আ-য়ু তার মায়ের দেওয়া এক চামচেতে সন্তুষ্ট হল না। 'না, মা' সে বলে, 'কিছুই হল না, দাও না আর একটু।'

আ-য়ুর আধো আধো স্বর পাখীর গানের মত চাঙ-হাওয়ের কাছে সুমিষ্ট লাগত কিন্তু আজকে তার মনটা ভারাক্রান্ত ছিল। উঁকি মেরে দেখল পাত্রে কতটুকু ভাতের ফেন পড়ে আছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হল যেটুকু আছে তা তিন জনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এই দুশ্চিন্তার ফলে বাচ্চার আধো আধো স্বর তার কানে যাচ্ছিল না। যাহোক তার কানে আ-য়ুর চিৎকার গিয়ে শেষে পৌঁছাল এবং কিছুটা ভাতের ফেন তার বাটিতে ঢেলে দিল। 'যা ছিল, সবটাই তোকে ঢেলে দিলাম,' সে রেগে বলে 'আর চাইলে পাবি না। আর নেই।' আ-য়ু গোগ্রাসে খেয়ে নিমেষে বাটি সাফ করে ফেলে। কচি হাত দুটিতে খালি বাটিটা ধরে মার কাছে মিনতি করে আবার ফেন চায়।

চাঙ-হাও বুঝে উঠতে পারে না কি করবে। মনের মধ্যে প্রচণ্ড-ভাবে তোলপাড় হতে থাকে কিন্তু সে জানে আর সে সেই ভাতের ফেনের পাত্রটাকে স্পর্শ করতেও পারবে না। খালি বাটিটা মেয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে রেগেমেগে বলে, 'চল্ তোর বাবাকে খুঁজে বের করে বাড়িতে নিয়ে আসি। তারপর সকলে একসঙ্গে বসে আমরা খাব।' মনে মনে বিড়বিড় করে, 'এধরনের লোক আমি কখনও দেখিনি! কতটা বেলা হল, বল দেখি, তোমার কি খিদে তেষ্টা বলে কিছু নেই, যে বাড়িতে খেতে আসে। আ-য়ুর প্রচণ্ড ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে বাটির কাছ থেকে সরিয়ে নিল ফলে অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে টল্‌তে টল্‌তে মায়ের পিছনে পিছনে সে যেতে লাগল।

ইতিমধ্যে শু চিন বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়িয়েছে। দ্বিতীয় দলের নেতার কথা কাটাকাটির জন্য তার মেজাজ বিগড়ে খারাপ হয়ে গিয়েছিল যদিও সে সাহায্যকারী কর্মীদলের নেতা লি তিনের

সঙ্গে দেখা করেছিল তবুও তাকে বিশেষ কোন প্রশ্ন না করেই সমবায়ের শূকরদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিয়েছিল। খিদের জ্বালায় সে বাড়ি মুখো হল। সকালে যা দেখেছে, যা শুনেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে পথ চলতে চলতে সমবায়ের নানা কাজের বর্তমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করে। সমবায় কমিটি পঞ্চাশ ভাগ জমিতে নতুন পদ্ধতিতে ধান গাছ রোপণ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা তাকে বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল এবং বুঝতে পারছিল না কি করবে। কিন্তু সে বুঝতে পারে সমবায় সমিতির বাইরের কৃষকরা নতুন পদ্ধতিতে চারা রোপণকে বেশ সন্দেহের চোখে দেখছে এবং অপেক্ষা করছে কি রকম ফলন দাঁড়ায় দেখতে। কিন্তু তাকে বিচলিত করতে পারল না। তার দৃঢ় ধারণা প্রথম ব্রিগেডের দু একজন যদিও খুঁৎ খুঁৎ করছে, কিন্তু তাদের নেতা, লিয়াঙ মান সবাইকে তাব সাধ্যমত বোঝাচ্ছে এবং সন্দেহকারীদের সন্দেহ দূর করে ফেলবে। তাকে যে কোন ভাল কাজ দিয়ে বিশ্বাস করা যায়। দ্বিতীয় ব্রিগেডের অবস্থা সে তুলনায় অনেক খারাপ। কিন্তু দ্বিতীয় ব্রিগেডের নেতা শান য়ুর মতে, তাদের কোন সমস্যা নেই এবং সকলেই একতাবদ্ধ। শু-চিন ভালভাবেই জানে তার কথার কোন মূল্য নেই। তাকে বিশ্বাস করাও যায় না। একটা বিষয় সে জানত যে, সেখানে একাধিক লোক আছে—উদাহরণস্বরূপ তার কাকা লিয়াঙ ওয়াই। সে এমন একটা লোক, ভাবাই যায় না, যার কোন সমস্যা নেই। সে জানে, ভূরি ভূরি সমস্যা আছে, অতি বাস্তব সমস্যা, বোধ হয় এই সময় কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। লিয়াঙ মান সমস্যাগুলোর উল্লেখ করে। শু-চিন মনে মনে বলে, 'অবস্থার প্রকৃত কারণ অনুধাবন করতে না পারলে পরে সে বিষয়ে খুব ঝুঁকি নিতে হয়। আমাদের ধান রোয়ার কাজ শুরু করার পর সেগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, খুব দেরি হয়ে যাবে। প্রথম বসন্তের ঠাণ্ডা বাতাস তার চোখে মুখে লাগলেও তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল এবং সে গরম বোধ করছিল। সে তার

মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিল, দ্বিতীয় ব্রিগেডের ওপর একটা ঘন কুয়াশার আস্তরণ পড়েছে। সে পরিষ্কার ভাবে সমস্যার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেও কিছু বুঝে উঠতে পারল না। গলা শুকিয়ে যাওয়াতে সে কাশছিল। চলতে চলতে অন্যমনস্ক ভাবে সে তার জামার বোতামগুলো খুলে ফেলেছিল !

সে যখন বাড়ি পৌঁছাল তখনও সে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। চৌকিতে বসে পা দুটো আড়াআড়ি রেখে দ্বিতীয় ব্রিগেডের লোক-গুলিকে মনে মনে গুণে তাদের আচরণ সম্বন্ধে চিন্তা করছিল. 'প্রথমে ধরা যাক পান শির কথা—মনে হয় সে ঠিক আছে। কিন্তু আর আর সকলে ? লি য়ু, লিয়াঙ টুঙ, পান শিয়াঙ—এরা সকলেই ঝামেলা পাকাবে মনে হচ্ছে।'

হঠাৎ তার নাকে সিদ্ধ করা টারোর উপাদেয় গন্ধ লাগল। সে গন্ধ শুঁকে পাত্রের কাছে এগিয়ে গেল। সে হাতটা তুলে নিয়ে পাত্রের ঢাকা খুলে নিজের বাটিতে ভাতের ফ্যান ভর্তি করে নিতেই হঠাৎ চিন্তায় পড়ে গেল, 'লি য়ু ও লিয়াঙ টুঙয়ের স্ত্রীদের নিয়ে কাজ করা খুবই অসুবিধাজনক……' সে তাড়াতাড়ি বাটির খাবার খেয়ে শেষ করে ফেলল। কিন্তু খোলা পাত্র থেকে জলীয় বাষ্পের সঙ্গে যে সুগন্ধ বাতাসে ভাসছিল তা থেকে লোভ সম্বরণ করতে পারছিল না। অবচেতনমনে সে আবার হাতা তুলে নিল। দ্বিতীয় ব্রিগেডের কথা চিন্তা করতে করতে সে আবার বাটিটা ভর্তি করে ফেলে। এক বারও ভাবল না যে পাত্রে কতটা পড়ে রইল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ এটাই আমাকে করতে হবে।' সে মনস্থির করে মনে মনে বলে, 'আমি সরেজমিনে গিয়ে দ্বিতীয় ব্রিগেডের প্রকৃত অবস্থা জানবার চেষ্টা করব। কখন কে কি করবে তার জন্য অপেক্ষা করব না। অপরে আমার হয়ে কাজ করে দেবে এই আশা আমি করি না। পেটে তার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। উনানের পাশে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় ব্রিগেডের কথা ভাবতে ভাবতে পাত্রের পর পাত্র ভাতের ফ্যান খেয়ে শেষ করে ফেলল। অতি শীঘ্রই পাত্রটা একেবারে খালি হয়ে গেল। যখন সে মনে করে তার পক্ষে আরও

বাস্তবসম্মত কাজ করা দরকার। এ কথা ভাবতেই তার মন ভরে যায়, খিদে মিটে যায়।

শু-চিন রক্তাভ মুখটা মুছে নিয়ে স্ত্রী ও মেয়ের সন্ধানে চারদিকে তাকায়। চাঙ-হাও দ্বিতীয় ব্রিগেডের কর্মী। সমস্ত ব্যাপারটা আরও ভালভাবে জানার জন্যে তার সঙ্গে একবার আলোচনা করা দরকার। স্ত্রীকে কাছে কোথাও দেখতে না পেয়ে জলের পাত্রটা নিয়ে নদী থেকে জল আনবার জন্যে সে বেরিয়ে পড়ল। সে যখন তৃতীয় বারে জল ঢালছিল তখন সে চাঙ-হাও ও আ-য়ুকে ফিরে আসতে দেখল।

সে বুঝতে পারল যে, মা ও মেয়েতে বেরিয়েছিল তাকে প্রাতরাশ খাওয়াবার জন্য ডেকে আনতে। সে ভালভাবেই বুঝতে পারল যে তাদের খাওয়া তখনও হয়নি। প্রথমে তার মন হতাশায় ভরে গেল। খাবারের পাত্র শূন্য দেখেও যখন তার মেয়ে কাঁদলো না তখন সে আশ্চর্য হল। শান্ত হয়ে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে ভাসা ভাসা চোখে তাকিয়ে রইল। খিদের ফলে জিভ দিয়ে সে ঠোঁট চাটতে লাগল। তা দেখে বাপ আরও মর্মাহত হল। এই বিশেষ সময়টা চাষীদের পক্ষে দুঃসময়। কোন রকমে দুবেলা দুমুঠো খাবার জোগাড় হয়। যতক্ষণ না রাতের রান্না হচ্ছে ততক্ষণ মেয়েটাকে ক্ষুধার্ত থাকতে হবে। আর তারতো এখনও অনেক দেরি আছে। শুধু তাই নয়, চাঙ-হাও বলে, রাতের রান্নার জন্য ঘরে একদানা চাল নেই।' মেয়ের চোখে জল ফেটে বেরিয়ে আসতে সে বাচ্চাটিকে হাঁটুর ওপর বসিয়ে গালে, ঠোঁটে হাত বুলিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে চুপ করাবার চেষ্টা করে। সে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এল যে সমস্ত দোষটাই তার স্ত্রীর। পকেট থেকে কয়েক সেন্ট বের করে আ-য়ুর হাতে দিল। পাড়ার বুড়ির মনোহারী দোকান থেকে বান্ রুটি আনতে বলল।

যেই আ-য়ু আনন্দে লাফাতে লাফাতে দোকানের দিকে রওনা হল শু-চিন্ ঘুরে দাঁড়িয়ে চাঙ-হাওকে তিরস্কার করতে শুরু করল, 'তুমি কি রকম সংসার করছ? ঘরে চাল যে নেই, তা তো আমাকে

কিছু বলনি? প্রাতরাশ তৈরী করলে অথচ মা মেয়েতে কিছু খেলে না। হতভাগিনী মেয়েটা খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করছে। বিনা কারণে তুমি পাড়া বেড়িয়ে বেড়াও অথচ সমবায়ের কাজে একটু মন দিতে পার না। সারাদিন কি করে যে সময় কাটাও তা বুঝতে পারি না?'

যেখানে বসেছিল চাঙ্-হাও সেখানেই বসে থাকে। তার শান্ত মুখ দেখে বুঝতে পারা যায় না স্বামীর কথায় তার কোন ভাবান্তর হয়েছে। সে কোন প্রত্যুত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। শু-চিন্ নিজের পকেট হাতড়ালো। কিন্তু কিছুই পেল না। সে তার স্ত্রীর দিকে ফিরে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে তাকিয়ে রইল।

অবশেষে চাঙ-হাও তার মুখ খুললো। 'আমার মনে হয় আর সময় নষ্ট না করে নুনে জড়ানো গুলকপি, শাক-শব্জি আর কাসন্দির খুচরো ব্যবসা শুরু করা উচিত। সন্ধ্যের খাবার যাতে জোটে তার একটা উপায় বের করতেই হবে। এখানে আমাদের সামনে এইটাই সব চেয়ে বড় সমস্যা।'

'না, কখনইনা।' শু-চিন্ খুব জোর দিয়ে বলে, 'আমাদের দিয়ে ও সব কাজ কিছুতেই হতে পারে না। আমিতো কোনদিন শুনিনি যে সমবায়ের চেয়ারম্যানকে ফেরিওয়ালার কাজ করতে হয়। এটা কি খুব সম্মানের কাজ হবে?' সে কথাগুলো বলে বিরক্তির স্বরে। তারপর সে বাড়ি থেকে যেন দৌড়ে বেরিয়ে পড়ে।

তিন

সেদিন বিকেল বেলায় প্রাদেশিক কমিটি থেকে নির্বাচিত গ্রামীন সমবায়ের কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে মনোনীত সদস্য য়ু পিয়াও-এর বাড়ির লাগোয়া একটা চিলে কোঠাতে য়ুথ লীগ শাখার মিটিং ছিল। ঐ শাখার সম্পাদক শু-চিন প্রথমেই উপস্থিতি হল। একটা

টেবিলের কাছে বসে অন্যমনস্ক ভাবে একটা তালারচাবি নাড়াচাড়া করতে লাগল। য়ু পিয়াও বিছানায় শুয়ে ডাঁটার মত লম্বা সরু সরু পাগুলো তার দিকে মেলে দিয়েছিল। প্রাদেশিক লীগ কমিটির সিদ্ধান্ত কি ভাবে কার্যকরী করা যায় সে বিষয়ে তারা আলোচনা করছিল। পঞ্চাশ শতাংশ জমিতে স্বল্প গুচ্ছ এবং নিবিড় পদ্ধতিতে আগাম ধানের চারা রোপণ করার সিদ্ধান্ত শাখা সমবায় যাতে গ্রহণ করে এবং সমর্থন করে তার জন্য প্রাদেশিক কমিটির নির্দেশ কি ভাবে কার্যকরী করা যায় সেই সম্পর্কে মত বিনিময় করতে লাগল। প্রাদেশিক কমিটির মতে অধিক ফলনের জন্য এই পদ্ধতি খুবই কার্যকরী হবে।

অনেকক্ষণ আগেই প্রথম ব্রিগেডের নেতা লিয়াঙ মান, লিয়াঙ মি নামের সেই ব্রিগেডের একজন নারী কর্মী এবং লি ভিন নামে সাহায্যকারী কর্মী দলের নেতাকে নিয়ে সভাতে এসে পৌঁছেছে। একে একে যখন যুবকরা সভায় জমায়েত হতে লাগল তখন শু-চিনের মন আনন্দে ভরে গেল। তাকে বিশ্রাম নিতে দেখা গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় ব্রিগেডের সহকারী নেতা লি চেনকে তার ব্রিগেডের কিছু কর্মীকে নিয়ে প্রবেশ করতে দেখা গেল! সে এমন ধরনের লোক যে তার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর শোনা যায় এবং ঘরের গুঞ্জন ক্রমশ বাড়তে থাকে। শুধু একজন তখনও অনুপস্থিত, সে হচ্ছে আদর্শ পারস্পারিক সাহায্য দলের নেতা পান পিঙ। যেহেতু সে শহরের স্বায়ত্বশাসন সরকারী অফিসে গেছে এবং ফিরে আসতে দেরি হবে সেহেতু অগত্যা তাকে বাদ দিয়েই সভার কাজ শুরু হল।

প্রাদেশিক লীগ কমিটির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সে সভার কাজ শুরু করে যুবকদের কাছ থেকে মতামত চাইল। আলোচনা মোটামুটি নতুন পদ্ধতিতে অর্থাৎ স্বল্প গোছা প্রথায় ধান চারা রোপণকে জনপ্রিয় করার ওপরই কেন্দ্রীভূত ছিল। প্রত্যেকেই যে স্ব স্ব কাজ সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করবে এই আত্মবিশ্বাসের সুর প্রত্যেকের আলোচনায় বেজে উঠলো।

'তাহলে তোমরা কি মনে করছ যে সব কাজই সহজভাবে এগিয়ে যাবে? কোন সমস্যাই নেই? তাই কি হয়?' য়ু পিয়াও ঠাট্টার ছলে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়। 'কোন সমস্যা নেই বলতে বেশ শোনাচ্ছে কিন্তু যদি আমরা অকৃতকার্য হই তাহলে খুব জোরে একটা থাপ্পড় খাব।' এ কথায় দলের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

এসব সতেজ হাসিখুশি যুবকরা শু-চিনের খুব আপনজন ছিল। তারা ছিল কর্মক্ষম ষাঁড়ের মত শক্ত সমর্থ, বলিষ্ঠ যুবক। তারাই ছিল সমবায়ের উৎপাদনের প্রাণশক্তি। তারা যদি কোন কিছু করবে বলে মনে করত তাহলে কোন শক্তিই তাদের নিরস্ত করতে পারত না। শু-চিন সব সময় তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলামেশা করত। তারা যে নির্ভরযোগ্য-এ বিশ্বাস তার ছিল। তাদের মাঝেই তার সব আশা ভরসা। তাদের সঙ্গে সব সময় আলোচনা করত আবার তাদের মাঝেই সে আনন্দে নেচে উঠত। যেহেতু মিটিংয়ে আসার আগে সে অনেকগুলো বাড়ি ঘুরে এসেছে সেইহেতু তার মেজাজটা আজ মোটেই ভাল ছিল না। তার মনের সন্দেহ হচ্ছিল যে সমবায়ের সকল কর্মীকে কাজ দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না। যুথ লীগের কর্মীরা যে তাদের নিজেদের কাজ করবে সে সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তাদের সঙ্গে কো-অপারেটিভের আর অন্যান্য কর্মীদের সম্বন্ধে তার সন্দেহ ছিল। এই সন্দেহ যখন তার মুখের ওপর ভেসে উঠল তার সদা হাস্যময় মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল এবং যুব কর্মীবন্ধুদের কর্মউন্মাদনা সম্বন্ধে তার মনে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে গেল।

'আমি যদি এখানে উপস্থিত মুষ্টিমেয় লোকের ওপর বিশ্বাস করি', সে শান্ত ভাবে গুরুগম্ভীর গলায় বলতে থাকে, আমার আশঙ্কা এই যে, আমরা আমাদের সমবায়ের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। আমরা যদি, শুধু আমাদের নিজেদের মধ্যেই ভালভাবে কাজ করি, তাহলেও হবে না, প্রকৃত পক্ষে আমরা সংখ্যায় খুবই অল্প। অন্যান্যরা কাজ করছে এবং তা তারা ভালভাবেই করছে—এই ধারণা

নিয়ে বসে থাকলেও বিপদে পড়তে হবে। আমরা এখনও এ বিষয়ে ভাল করে কিছুই জানতে পারিনি। উদাহরণ স্বরূপ এখনও পর্যন্ত কেউ কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে স্বল্প গোছা ও নিবিড় প্রথার চাষ করার ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে কিছু বলে নি। তারা কি সত্যি সত্যি নতুন পদ্ধতি ভাল বলে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছে এবং এর সাফল্যের জন্য চেষ্টা করবে অথবা চুপচাপ উদাসীন থাকবে? লোকেরা কি ভাবছে তা জানা যেমন আমাদের দরকার তেমনই দরকার আমাদের আত্মবিশ্লেষণের।' সমস্ত শব্দগুলোই সে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল এবং ঘরের সকলের ওপর দিয়ে একটা সবিনয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

তার কথা সকলের ওপর এক প্রচণ্ড রেখাপাত করল। যুথ লীগের কর্মীরা মনে করল যে তারা এতক্ষণ একজন নির্ভরযোগ্য বড় ভাইয়ের কাছে আন্তরিকতার সঙ্গে পক্ষপাতহীন এক বক্তব্য শুনছিল। ধীরে ধীরে তাদের মুখগুলো সব গম্ভীর হয়ে গেল। দ্বিতীয় ব্রিগেডের লি চেন্ এবং পান শি চেয়ারে বসে উসখুস করতে লাগল। লিয়াঙ মান তার চওড়া পিঠটা সোজা করে বসে বললো, 'হ্যাঁ, ঠিক কথা।' সে বলল, 'শু চিন ঠিক জায়গাতেই ঘা মেরেছে। আমাদের ব্রিগেডের কথাই ধর না। লিয়াঙ মি আমাকে ধরে মোট নজন, প্রকৃতপক্ষে স্বল্প গোছা এবং নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করতে চায়। এমন কি সমবায়ও যদি পঞ্চাশ শতাংশ জমিতে এ পদ্ধতি চাষ করার কথা স্থির না করত তাহলে আমরা নিজেরাই তা করতাম। গত বছর পারস্পারিক সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আমরা স্বল্প গোছা ও নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করে ভাল ফল পেয়েছিলাম। যদি পান কুই চেন্-এর কথা ধর তা হলে বুঝতে পারবে যে তার মনে কি আছে। এই মধ্যবিত্ত কৃষকটি সব সময়ই বলে থাকে, সরকার যদি আমাদের কোন কাজ করতে বলে তাহলে সেটা কখনই খারাপ হতে পারে না। আমাদের একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত। নতুন পদ্ধতিতে অন্তত কিছু মৌ জমিতে চাষ করা উচিত, তবে বেশি জমিতে নয়। কিন্তু

তারপর আমাদের বুড়ি খুড়িমা লি সাই আমাকে বলল যে, পান কুই-চেন্ খুড়ো অন্তরের সঙ্গে এই নতুন পদ্ধতিতে চাষ করার বিপক্ষে।'

লিয়াঙ মি মাঝখানে বলে ওঠে, 'এ কথা তুমি বলেছ? এমন কি খুড়িমা লি সাই পর্যন্ত নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে। সে যেভাবে খুড়ো পানের মতামত প্রতিধ্বনিত করছে তাতে মোটেই ভেব না যে সে গরীব লোক। খুড়ো পানের সম্বন্ধে একবার বলবে এক রকম আবার অন্য সময় বলবে অন্য রকম। আর তা শুনতে শুনতে তোমার কানে ঝালাপালা লেগে যাবে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে লি চেন উপর দিকে তাকাল এবং তার গোলাকার মুখ থেকে বব্ করা চুলগুলো পিছন দিকে সরিয়ে দিল। চাওয়াঙ গ্রামে যারা খোঁপা বাঁধার মত বড় চুল কেটে ফেলেছিল তাদের মধ্যে সে একজন। অহেতুক খিল্‌খিল্ করে হেসে নিয়ে বাচ্চা মেয়েদের ঢংয়ে সে বলতে আরম্ভ করে, 'ও মশাইরা, কেমন করে এসব লোকে জানতে পারবে? যদি আমাকে মাঠে কাজ করতে বল সে কাজ করার শারীরিক শক্তি আমার আছে। কিন্তু এছাড়া আমাকে যদি অন্য কিছু করতে বল তাহলে আমি অপারগ। বর্তমানে আমি নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করার পক্ষে আর আমি তো শুনিনি যে কেউ এর বিপক্ষে। আমাদের ব্রিগেডের নেতা পান য়ু শোনেনি সেরকম। এ ছাড়া আর কিছু আমি জানি না।'

'প্রথমে আমি সব জিনিসটা পরিষ্কার বুঝতে পারেনি।' দ্বিতীয় ব্রিগেডের সৎ এবং স্পষ্টবাদী পান শি বলে, 'আমাদের প্রবীনেরা বলেছে যে স্বল্প পদ্ধতিতে ধান চাষ করলে আমরা মোটেই শস্য পাব না আর আমি কেবল তাদের কথাটাই বলেছি। আমি ভাবতাম আমরা যে যার খুশি মত চাষবাস করতে পারব না কেন? যার যাতে চাষ করতে সুবিধে হয়তাকে তা করতে দিতে আপত্তি কোথায়? তারপর এ বিষয়ে বার বার চিন্তা করার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে প্রত্যেককে প্রত্যেকের খুশি মত চাষ করতে দেওয়া উচিত নয়। যে পদ্ধতিটা সব চেয়ে ভাল আমরা সেটাকেই আঁকড়ে পড়ে থাকবো।

যদি নতুন পদ্ধতিতে চাষ করে এক মৌ জমিতে ফসল কম ফলে তাহলে সেটা সমবায়ের সকলের ভাগেই কম ফসল ফলবে। এবং সেটা সমবায় সমিতিরই লোকসান।'

তার কথাতে শু-চিন্ বেশ নাড়া খেল। 'হ্যাঁ, সেটা আমাদের সমবায়ের সকলের মিলিত ক্ষতি হবে।' সে পায়ের ওপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর সেটা হবে সমস্ত দেশেরই ক্ষতি। রাজ্যের সমস্ত কারখানা এবং সৈন্যদল আমাদের অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়ে আছে—কখন আমরা তাদের খাদ্য সরবরাহ করব। বলতে বলতে সে উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের মাঝখানে পায়চারি করতে থাকে। শু-চিনের উত্তেজিত ভাব দেখে য়ু পিযাও বিছানায় আর শুয়ে থাকতে পারল না। সে উঠে বসল। উত্তেজনায় তার চোখ দুটো জ্বলতে থাকে। ডান হাতটা ওপরের দিকে তুলে সে বলতে থাকে, 'পান শি অত্যন্ত সৎভাবে তার বক্তব্য রেখেছে এবং আমাদের সকলেরই তার মত কাজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর সেটা সম্ভব হবে যদি আমরা নিজেরা সৎ থাকি। যাই হোক, আমাদের দাদারা, শ্রমিকরা যখন নানা ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরী করে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে তখন আমরা অর্থাৎ কৃষকরা নিশ্চয় এখন হাত গুটিয়ে বসে থাকবো না। দেশ গঠনের কাজে আমরা, কৃষকরা যে কি ধাতুতে তৈরী তা কাজের মাধ্যমেই সবাইকে দেখিয়ে দেব। যারা বলে যে কৃষকরা তাদের নাক ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না তাদের দিয়েই তাদের কথা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করব।'

এই উদ্দীপনাময় ভাষণ উপস্থিত সমস্ত তরুণকে ভাবিয়ে তুলল। শু-চিনের বক্তব্যে লিয়াঙ মান বিমোহিত হয়ে গেল। সে কল্পনা করে যে শু-চিন একটা রাস্তা ধরে এগোচ্ছে আর সে তার পিছনে পিছনে চুম্বকের টানে চলেছে। তার মনে হল শু-চিন যেন ঘুরে ফিরে তাকে অনুপ্রাণিত করার মত এসব কথা বললো আর তৎক্ষণাৎ সে তার পায়ে নতুন করে বল পেয়ে স্প্রিংয়ের মত সে পা ফেলতে লাগল।

শু-চিন বসে পড়তেই লিয়াঙ মান টেবিল চাপড়ে বলতে শুধু করে, 'আমরা সকলে জানি এখানকার ধনী কৃষক লি মি এক সময়ে বলেছিল, যদি তোমরা সমবায়ের অধীনে বেশি উৎপাদন করতে চাও তাহলে তোমাদের আরও দশ বছর অপেক্ষা করতে হবে। দ্বিতীয় ব্রিগেডের বিধবা কর্মী পান সিয়াঙকে লি মির স্ত্রী আরও বলেছে যে তাকে যদি সমাজতান্ত্রিক পথে চলতে হয় তাহলে তাকে কম ভোজ্য তেল ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু তোমরা কি জান, গত কদিনে পান সিয়াঙ, লি য়ু এবং লিয়াঙ টুঙ প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর কৃষক এর পরও লি মি এবং তার সমর্থকদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ব্যাপারটা কিছু গোলমেলে মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের আর একটু ভেবে দেখতে হবে।'

বক্তব্য শোনার পর তার লি চেনের মুখটা ধীরে ধীরে রক্তিম হয়ে উঠল। লিয়াঙ মান যে তিনজনের নাম উল্লেখ করল তারা সকলেই তারই ব্রিগেডের। তবু সে এসব কথা কোন দিন জানতে পারেনি। এমন কি কল্পনাও করেনি যে তার ব্রিগেডে এত গোলমাল আছে। 'ব্যাপার কি?' সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'তাহলে কি করতে হবে? আমাদের কোন দিকে নজর দিতে বলছ? আমার কানে শুধু এসেছে যে এবার যে বীজ ধান দেওয়া হয়েছে তা পাঁচ মেশালি আর তার ফলে সব ধান গাছ সমান উচ্চতা সম্পন্ন হবে না। নিবিড় চাষের পদ্ধতি যে খারাপ তাতো কেউ কখনও বলেনি। এমন কি পান সিয়াঙ, লি য়ু, লিয়াঙ টুঙ এবং অন্য লোকেরা কখনও তো কিছু বলেনি। তারা কোন্ কোন্ জিনিসের কথা উল্লেখ করছে? সত্যি কথা, ভোজ্য তেলের সম্পর্কে বলতে গেলে, বলতে হয় যে আমার যতটা প্রয়োজন ততটা আমি পাই না। কিন্তু সেটাতো একেবারে অন্য ব্যাপার। আমাদের উন্নত প্রণালীতে চাষ করার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক আছে?'

'তুমি কি বলছ, আমাদের নতুন প্রথায় চাষ করার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই?' লিয়াঙ মি নম্রভাবে তার প্রতিবাদ করে, 'এই

ধরনের কথাবার্তাতে কৃষক এবং সরকারের মধ্যকার সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন আছে।'

দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লি চেন জোর দিয়ে বলতে থাকে, 'আমাদের পরিকল্পনার সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। আমি মনেই করি না যে এর সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার আদৌ কোন যোগ আছে।'

ঠিক এই বিষয়ে আলোচনার সময় সভায় অনুপস্থিত যুব লীগের সভ্য, পান পিঙ শহরের স্বায়ত্বশাসন সরকার থেকে ফিরে সভায় যোগ দিল। সে খালি পায়ে এত নিঃশব্দে ঢুকলো যে ঘোরানো সিঁড়ির মুখে তাকে দেখতে পেয়ে সকলে চমকে উঠলো। কোন কথা না বলে ভাল একটা বসবার জায়গার সন্ধানে ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। যে মাত্র খালি একটা চেয়ার তার নজরে পড়ল অমনি সে তাতে বসে পড়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল।

'তুমি কি সমবায়ের সর্বশেষ খবর পেয়েছ?' যদিও সে প্রশ্ন করে শু-চিনকে তবু সবাইকে উদ্দেশ্য করেই যেন বলে। 'তার মানে আমি বলতে চাইছি তোমার সমবায়ে কি ঘটেছে, তা কি শুনেছ?' নিজের ভুলটা শুধরে নিয়ে সে বসে পড়ল। চেয়ারে বসতে না বসতেই সে আবার দাঁড়িযে বলতে শুরু করে, 'সমস্ত গ্রাম এখন উত্তেজিত অবস্থায়। গ্রামের শস্যগোলার পাশে ঐ লিয়াঙ ওয়াই একদল লোকের কাছে বলেছে,' তোমরা আমাকে ধান চাষ করতে বারণ করতে পার কিন্তু তোমরা আমাকে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে নিবিড় চাষ করার জন্য অনুরোধ কোরো না! এত ঘন করে যদি তোমরা ধানের চারা লাগাও তা হলে ধান কাটার সময় তোমাদের কপালে কি জুটবে জান? আমাদের নেতারা অবশ্য সবদিক থেকেই ভাল কিন্তু ধান চাষ সম্পর্কে তাদের কোন ধ্যানধারণা নেই। 'আমি তাকে বলতে শুনেছি। আর আমি হলফ করে বলছি যে, আমি সত্যি কথাই বলছি। সমবায়ে এই রকম সভ্য থাকলে আমরা কাদের ওপর নির্ভর করে পারস্পরিক সাহায্য দলের সহায়তায় এগিয়ে যাব?'

এই সংবাদে সভায় একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। লিয়াঙ মিঁ এবং লি চেন তর্কাতর্কি শুরু করে দিল। য়ু পিয়াও পান পিঙের হাতটা চেপে ধরে জানতে চাইল যে যখন লিয়াঙ ওয়াই এরকম রক্ষণশীল মনোভাবের প্রচার করছিল তখন কারা উপস্থিত ছিল? আর তাদের প্রতিক্রিয়াই বা কি রকম হয়েছিল? লি তিন ও পান শি সেই বহু আলোচিত পুরাতন প্রশ্নটাকে সেখানে নতুন করে বলে ওঠে, 'লিয়াঙ ওয়াইয়ের মত লোককে সমবায়ে রাখা উচিত কি না।' লিয়াঙ মান মুখে পাইপ ধরে আপন মেজাজে বসে রইল। গোলমাল থামাতে পারে না শু-চিন। তার চোখে মুখে যন্ত্রণা ফুটে উঠতে থাকে কিন্তু সে কিছুই বলল না। 'এখন চুপচাপ থাকাই শ্রেয়,' সে মনে মনে বলে, 'শান্ত হও, ধৈর্য ধর।' সে যা আশা করেছিল তাই হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গোলমাল থেমে গেল।

'আমাদের খুব উত্তেজিত বা নিরুৎসাহিত হওয়ার কোন কারণ নেই' সে অন্যান্যদের আর একবার দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল, 'কি ঘটলো তা তোমরা সকলেই দেখলে; এর চেয়ে আর স্পষ্ট হতে পারে না। স্বল্প গোছা প্রথায় নিবিড় চাষ পদ্ধতির বিরুদ্ধে এখন যে কেউ নেই সে কথা আমরা বলতে পারি না। তবে আসলে কি জান, সে রকম লোকের সংখ্যা খুব কম। আমার কাকাই যে এরকম একমাত্র লোক তা আমি মনে করি না। নতুন পদ্ধতিতে সমবায়ে চাষ করে ফসলের ফলন বাড়বে কি না তা নির্ভর করবে আমাদের ওপর। আমাদের জনগণকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠিক পথে চালনা করতে হবে। আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। আসুন, আমরা সঠিক পথে এগিয়ে চলি।'

সঙ্গে সঙ্গে য়ু পিয়াও সমর্থন করে বলে, 'উত্তম প্রস্তাব। আমরা এক্ষুণি কাজ শুরু করে দেব। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম, এটা একটা তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম।'

'কেমন করে আমরা কাজে এগোবো?' মাথা চুলকে লিয়াঙ মান প্রশ্ন করে, 'কেমন করে আমাদের সংগ্রাম করতে হবে?'

খানিকক্ষণ ভেবে শু-চিন বলে, 'আমার মতে সমবায়ের সদস্যরা মতাদর্শের সমস্যায় এখনও জর্জরিত। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ সমবায়কে মনপ্রাণ দিয়ে সমর্থন করে না। তারা অন্যদের কথা ভাবে না এবং সমষ্টিগত স্বার্থে কাজও করে না।'

য়ু পিয়াও মাথা নাড়ল। শু-চিনের বক্তব্যে সে রাজি হতে পারল না। 'সমবায় প্রতিষ্ঠা করার সময়েই তো আমরা আমাদের মতাদর্শের সমস্যা মিটিয়ে ফেলেছি।' সে জোর দিয়ে বলে, 'আমি নিশ্চিত যে এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যা। নিঃসন্দেহে বলতে পারি কিছু বাজে লোক এখানে ঘোঁট পাকাচ্ছে। আমরা অতি অবশ্যই খুঁজে বের করবো কারা গুজব রটাচ্ছে আর সমবায়ের মধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাচ্ছে।'

কিন্তু শু-চিন তার বক্তব্যে অটল থাকে। 'আমাকে আগে শেষ করতে দাও। তারপর আলোচনা করে আমরা স্থির করবো। আমার মতে তিনটি শয়তান আমাদের সমবায়ে আছে। প্রথমটা হচ্ছে আমার কাকার পরিবার। সেই পরিবারের লোকেরা সমবায়ের লোকের মধ্যে স্বল্পগোছা প্রথায় নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করা সম্বন্ধে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে লি মির বাড়ি। আমাদের মত চাষী ও শ্রমিক ভাইদের মধ্যে মন কষাকষির বীজ বপন করছে। তৃতীয়টা হচ্ছে একটা বিশালকায় পুরাতন দৈত্য। সে ডজন ডজন দানব সৃষ্টি করতে পারে। আর এই সব দানব আমাদের সভ্যদের মনের মধ্যে বাসা বাঁধছে। এই শয়তানগুলো সারা দিন সারা রাত ধরে নানা রকম গান গেয়ে চলেছে। যেমন ঃ নিজের সম্বন্ধে চিন্তা কর ; অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামিও না। ইত্যাদি এখন বল, তোমরা কি আমার সঙ্গে একমত ?'

'ঠিক, ঠিক !' বলে অনেকগুলো কণ্ঠ শোনা গেল।

বেশির ভাগ যুবক শু-চিনের সঙ্গে একমত হল। ঠিক করল এই তিনটি শয়তানের হাত থেকে সমবায়কে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যাদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে তাদের সঙ্গে

আলোচনা করবে এবং তাদের বোঝাবে কেন স্বল্প গোছা প্রথায় নিবিড় চাষের পদ্ধতি ভাল। এই গণ্ডগোলের পিছনে অন্তর্ঘাত-মূলক এবং গুজব ছড়ানোর অপচেষ্টার যে প্রস্তাব য়ু পিয়াও এনেছিল তাকে কেউ সমর্থন জানাল না। য়ু পিয়াও বিড়বিড় করে কিছু বলার চেষ্টা করে কিন্তু বিশেষ কিছু বলার না থাকায় সে চুপ করে গেল। আর সেখানেই বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

যুব লীগের শাখা তাড়াতাড়ি স্থির করে নিল কে কাকে বোঝানোর ভার নেবে। অন্যান্য লোকেরা যে যার কাজে চলে গেল। শু-চিন সবাইকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা পুকুরের ধারে এসে দাঁড়াল। একটা লিচু গাছের তলায় বসে তাকিয়ে দেখতে লাগল জলের মাছেরা আনন্দে খেলা করে বেড়াচ্ছে। তাদের আনন্দে খেলা করে বেড়ানো দেখে তাকে কেমন যেন এক ঈর্ষাতে পেয়ে বসল। একটা ঢিল, টুপ করে, ফেলে দিল। 'ভাইসব! আমরা কবে সমাজ-বাদীর যোগ্যতা অর্জন করবো?' সে মনে মনে বলে।

লি চেন তার ব্রিগেড নেতা পান য়ু-এর কাছে গিয়ে বললো তাকে সাহায্য করতে। পরে লিয়াঙ ওয়াইয়ের সঙ্গে বসে সমস্যা সমাধান করার জন্য অনুরোধ জানালো। পান য়ু যখন জানতে পারল যে বেশ কিছু লোকের সামনে লিয়াঙ ওয়াই নানা রকম প্রতিক্রিয়াশীল কথা বলেছে তখন সে রাগে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। সে উত্তেজিত হয়ে বলল, 'যদি আমাদের সমবায়ের নেতৃত্বের কথা অনুযায়ী কাজ করতে না পারে তাহলে তাকে বলে দাও সমবায় ছেড়ে দিতে। দেখা যাক তাকে ছাড়া আমাদের সমবায় চলে কিনা।' তারপর লিয়াঙ ওয়াইয়ের উদ্দেশ্যে দু জনে বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ পান য়ু দাঁড়িয়ে পড়ল। লি চেনের দিকে ফিরে বলে, 'আমি বলি কি, লিয়াঙ ওয়াই যখন তার নিজের কাকা, সে কেন নিজে তার কাছে যাচ্ছে না? এরকম চমৎকার কাজের ভার আমাদের ওপর পড়ল কেন?'

লি চেন বুঝতে পারে কাকে উদ্দেশ্যে করে সে এই কথা গুলো বলছে। 'বেশ', সে বলল, 'প্রথমে সাধারণের মত হয়েছিল শু-চিন

নিজেই গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু শু-চিন আমাদের বলেছে যে সে যদি নিজে কাকাকে বোঝাতে যায় তাহলে শত্রুতা আরও বেড়ে যাবে এবং ঘটনা আরও ঘোরালো হয়ে দাঁড়াবে। এরপর আমরা স্থির করলাম যে যারা এখনও সন্দেহের দোলায় দুলছে ব্রিগেডের নেতারা গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলবে।'

'তা হলেই সব হয়ে গেল ?' মুখ বিকৃত করে পান য়ু বলে, 'সে নিজেকে খুব চালাক ভাবে! সব সময় নোংরা অপ্রিয় কাজগুলো অপরের ঘাড়ে চাপায়। তোমার মত কি, তুমি কি বললে ?'

'আমি মনে করি শু-চিনের কথাই ঠিক।' একটু রঙ্গ করে কথা বলে মৃদু হেসে লি চেন উত্তর দেয়।

হাসি দেখে পান য়ু আরও রেগে গেল। লি চেনের সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল এবং সে তাকে স্ত্রী করে ঘরে তুলবে ভেবেছিল। গ্রামের সকলেই তাদের ভালবাসার ব্যাপারটা জানত এবং লি চেন নিজেও এই ব্যাপারে অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু শেষের দিকে, শু-চিন ও লি চেনকে জড়িয়ে যখন চারিদিকে নানা রকম গুজব রটতে লাগল তখন পান য়ু নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে থাকে। যে মেয়েটিকে সে ভালবাসে তাকে নিয়ে গ্রামবাসীরা আলোচনা করলে তার কানে আসত এবং তার নানা রকম চিন্তা হত। ফলে শু-চিন একটা অত্যন্ত বাজে লোক বলে তার বদ্ধমূল ধারণা হল। সেই জন্য শু-চিনের কাজে সে সব সময় দোষ ধরতো! লি চেনের কথার পর সে কিছুক্ষণ ঠোঁট চেপে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর নদীর, যে দিকে নৌকা বাঁধা ছিল, সেদিকে এগিয়ে গেল। লি চেন ধীরে ধীরে তার পিছনে পিছনে চলল।

নদীর ধারে পৌঁছে সে তার দিকে ফিরে দোষারোপ করে জিজ্ঞেস করে, 'লি চেন, তুমি কেন এরকম বদলে গেলে ? শু-চিন তোমাকে পুব দিকে যেতে বললে তুমি পুব দিকে যাও, আবার পশ্চিম দিকে যেতে বললে তুমি পশ্চিম দিকে যাও। শু-চিন তোমাকে বড় বড় গোছা করে ফাঁক ফাঁক করে ধানের চারা রোপণ

করতে বললে তুমি সেটা সমর্থন করবে। এমন কি স্বল্প গুচ্ছ প্রথায় নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করতে বললেও তুমি সঙ্গে সঙ্গে তাতে সায় দেবে। সেই প্রথাতেই চাষ করা ভাল বলবে। তোমার সত্বা বলে কি কিছুই নেই?'

তার দিকে একবার তাকিয়ে লি চেন বুঝতে পারে কিসের জন্যে তার এত দুশ্চিন্তা। লোকে যখন শু-চিনকে জড়িয়ে তার সম্পর্কে রসাল আলোচনা করে তখন সে জানে যে তাদের আলোচনার কোন ভিত্তি নেই। তাতে তার খারাপ বা ভাল লাগত না। যখন পান য়ুকে নিয়ে তার সম্পর্কে কোন কথাবার্তা বলত তখন সে কিন্তু রেগে যেত। এবার সে ঠিক করল যে তাকে এই ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবে। সে নম্রভাবে বলল, 'যেহেতু আমার মাথাতে কিছুটা বুদ্ধি আছে সেই হেতু আমি বুঝতে পারি যে সে যেটা করে সেটা ঠিক। তোমার ঘাড়ে যদি মাথা থাকে তো তুমি আমাকে অনুসরণ কর।'

কথাগুলো পান য়ুকে প্রচণ্ড ভাবে আঘাত করল। 'তুমি যদি তাকে এভাবে অনুসরণ কর তাতে ফল খুব একটা ভাল হবে না। তুমি পরে বুঝতে পারবে।' ভাই যে ভাবে উপদেশ দেয় সেভাবে সে সহানুভূতির সঙ্গে কথাগুলো বলল।

লি চেন তার কোন উপদেশ চায় না। 'আমার ভালমন্দর ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই আমি খুশী হব।' সে উত্তর দেয়, 'আমি বেশ বুঝি যে তাকে অনুসরণ করার ফল ভালই হবে।'

পান য়ু রাগে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'তাহলে তুমি তাকে অনুসরণ করেই থাক।' রাগে তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপতে থাকে আর মুখটা মেঘের মত মিশ কালো হয়ে যায়। 'আমাকে তুমি অত বোকা ভেবো না যে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবো।' খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পরক্ষণেই গট্‌গট্ করে সে চলে গেল। লি চেন প্রথমে ভাবল যে সে নিজেই লিয়াঙ ওয়াইয়ের বাড়ি যাবে কিন্তু কয়েক পা এগোতেই সেকি রকম একটা দুর্বল বোধ করে। পরে সে বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

চার

বীজ বোনার ঠিক আগের দিন, লি চেন ছাড়া যুথ লীগের আর সকলেই, কি ভাবে কাজ শুরু করবে তা স্থির করে নিল। তারা যে সংখ্যায় খুব বেশি তা নয় তবু উদ্দেশ্য এক হওয়াতে খুব আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন শক্তিকে এক করে কাজে অগ্রসর হল। তারা জানত তাদের যৌবনোচিত শক্তিতে, যারা পেছিয়ে পড়ে আছে বা কায়েমী ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী, তাদের নিজেদের দিকে টেনে নিতে পারবে এবং সমাজতান্ত্রিক পথে এগিয়ে যাবে। সেজন্য তারা সাহসী এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। দেখলেই মনে হয় তারা যেন অতিমাত্রায় উৎসাহী এবং প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্বেলিত। চাওয়াঙ গ্রামের কিছু আত্মকেন্দ্রিক লোক যেমন যে সমস্ত কৃষক নিজেদের জমিতে চাষ করে কিংবা পারস্পরিক সাহায্যের দলভুক্ত, তাদের কাছে এই কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক মনে না হলেও ধনী কৃষক, জোতদার ও জমিদার শ্রেণী এই উঠতি সমাজতান্ত্রিক শক্তির চাপ অনুভব করতে লাগল।

গ্রামের ধনী কৃষক, লি মি গোপনে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এল। প্রথম ব্রিগেডের নেতা লিয়াঙ মানকে বিধবা পান শিয়াঙএর বাড়িতে বসে থাকতে দেখতে পেল। আরও দেখল প্রথম ব্রিগেডের লিয়াঙ মি তার কাকিমা লি সাইকে সঙ্গে করে পান কুই-চেঙের বাড়িতে খোশমেজাজে গল্প করতে, দ্বিতীয় ব্রিগেডের পান শিকে দেখল লি য়ুর রান্না ঘরে কিছু করতে, সহকারী কর্মীদলের নেতা লি তিনকে লি টুঙ এর দরজার সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে খোশগল্প করতে। লি মি স্থির করেছিল তার স্ত্রীকে জমিদার অষ্টম লিয়াঙয়ের বাড়িতে পাঠাবে। সেই জমিদার ছিল একজন খুনী, অত্যাচারী যাকে কৃষি বিপ্লবের সময় মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল। তার ছেলে অনেক আগেই হঙকঙএ পালিয়েছে।

কিন্তু তার স্ত্রী এখনও গ্রামে বাস করে। 'যাও, অষ্টম কাকিমার সঙ্গে গোপনে আলোচনা করে তাকে বল,' লি মি তার স্ত্রীকে বলে, 'তাকে আবার উদ্‌ব্যস্ত করে মারবে। য়ুথ লীগের সভ্যরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠছে। মনে হয় জারজ সন্তানরা আবার একটা কিছু ঘটাবে।'

সেদিন সূর্যাস্তের সময় লিয়াঙ মি, পান শি এবং লি তেন য়ু পিয়াওয়ের বাড়িতে জড় হয়ে কাজের হিসাব দিতে বসল। পারস্পারিক সাহায্য দলের নেতা পান পিঙও সেখানে উপস্থিত ছিল সে তার য়ুথ লীগের শাখার বীজ বোনার কাজের ফিরিস্তি দিল। কেবলমাত্র লিয়াঙ মান এবং লি চেন সেখানে অনুপস্থিত ছিল।

তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হল যাদের সম্বন্ধে য়ুথ লীগের সভ্যদের সন্দেহ ছিল তারা সমবায়ের অনুসৃত বীজ রোপণ প্রণালী সম্পর্কে কোন বিরোধিতা করেনি। কেউ কেউ বলেছিল, 'আমাদের বলবার মত কিছু নেই। সকলে আলোচনা করে যা মনস্থ করছে আমরা তাই করছি।' কিছু লোক বলল, 'স্বল্প গোছা প্রথায় নিবিড় পদ্ধতিতে কোনদিন চাষ করার চেষ্টা করে দেখিনি। সেজন্য আমাদের কাছে এটা খুব ভাল ঠেকছে না।' তবু অপর কিছু লোক বলল, 'ঠিক আছে, যেহেতু তোমরা দয়া করে এসেছ এবং আশ্বাস দিচ্ছ সেইহেতু আমরা কাল থেকে সমবায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী চাষ করা শুরু করবো।'

শু-চিন চৌকিতে শুয়ে, পা দুটোকে আড়াআড়ি রেখে, ব্যস্ত ভাবে যে যা বলছিল তা নোটবুকে সে টুকে রাখছিল। য়ুথ লীগের সভ্যরা বা অন্যান্যরা কোন কিছু বললে তা টুকে রাখা তার একটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

সকলের বলা শেষ হলে, লেখা বন্ধ রেখে সে বলতে শুরু করে, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, আমাদের যা করা উচিত ছিল তা করা হল কি না। আমরা সভ্যদের ঠিকভাবে বোঝাতে পারিনি আর তারই জন্যে তাদের কোথায় বাধা বা অসুবিধা সেটা তারা স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। যতই ভাবছি ততই আমার মনে হচ্ছে যে সমষ্টিগতভাবে

কাজ করাই সমবায়ের একান্ত কাম্য হওয়া উচিত। সমষ্টির কথা লোকে চিন্তা করতে না শিখলে কখনই তার কোথায় অসুবিধা, কোথায় ত্রুটি তা প্রকাশ করতে পারবে না। আমাদের আর একবার প্রচেষ্টা চালানো দরকার—আমাদের সমস্তশক্তি দিয়ে আজ রাত্রে বোঝানোর চেষ্টা করবো—তাহলেই আমরা কাল বীজ রোপণের কাজে সাফল্য অর্জন করতে পারবো। আমাদের কাজে এগোনোর পর যদি বাধা আসে, কাজটা যদি বানচালও হয়ে যায় তাহলেও আশ্চর্য হব না। সমস্তটা নির্ভর করছে আমরা কতখানি কাজ করেছি তারই ওপর।'

লিয়াঙ মানের অনুপস্থিতিতে সকলের মনে সন্দেহ দেখা দিল। পান পিঙ তার গতিবিধির সব খবরই রাখত এবং কিভাবে লিয়াঙ মান কাজ করছে তা বলতে শুরু করে, 'আমি জানি না লিয়াঙ মান তার বিধবা কাকিমার সঙ্গে নিবিড় পদ্ধতিতে ধান চাষ করার সম্বন্ধে কতদূর এগিয়েছে। কাকিমার দরজার সামনে দিয়ে আসার সময় তাকে সেখানে দেখতে পেলাম। তাহলে অনুমান কর, সে সেখানে কি করছে? সে সেখানে দাঁড়িয়ে বা বসে নিশ্চয় ছিল না। সে সেখানে হামাগুড়ি দিচ্ছিল। বিধবার ছোট ছেলে তার পিঠের ওপর বসে আছে খড়ের আঁটি হাতে নিয়ে। লিয়াঙ মান ষাঁড়ের মত আওয়াজ করছে এবং ঘরের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। আর তার ফাঁকেই বিধবার সঙ্গে কথা বলে চলেছে। পরিশ্রমের ফলে তার শরীর থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে।' ঘটনার বিবরণ শুনে সকলে হাসতে লাগল অনেক্ষণ ধরে। তারপর সেখানকার যুবকরা যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

অন্যান্য সকলে আলোচনায় ব্যস্ত। য়ু পিয়াও নিঃশব্দে তাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল। পরে শু-চিন তাকে লি চেনের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করতে বলল যাতে বীজ বোনার এই সঙ্কটের সময়ে ঐ কারণে যেন সে অভিমান করে বসে না থাকে। বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে য়ু পিয়াও রাজি হয়। সব দিকের ব্যবস্থা করে শু-চিন আগামী বসন্তকালে চাষীদের যে শস্যাভাব দেখা দেবে তার

মোকাবিলা করার জন্য বিভাগীয় কো-অপারেটিভের কাছে আর্থিক ঋণের কথা বলতে রওনা হয়ে গেল।

য়ু পিয়াও লি চেনের বাড়িতে গেল। সে কথা শুরু করতেই লি চেনের মা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলতে আরম্ভ করে, 'প্রিয় কমরেড, দয়া করে তুমি আর আমার মেয়েকে চারদিকে ঘুরে য়ুথ লীগের কাজ করার জন্য আর বোঝাবার চেষ্টা করো না। সে অবিবাহিত অল্প বয়সী মেয়ে। তোমরা কি চাও সে সারাদিন টৈ টৈ করে বাড়ির বাইরে ঘুরে বেড়াক? সে যে কেবল টিটকারি শুনছে তাই নয় উপরন্তু অপরের রাগের কারণও হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তোমাকে বলে দিচ্ছি কমরেড, আমি আর ওকে বাড়ির বাইরে ছাড়বো না। যাই হোক, সে দ্বিতীয় ব্রিগেডে ও আমি প্রথম ব্রিগেডে আছি। আমরা উভয়ে তোমাদের নির্দেশ মত স্বল্প গোছা প্রথায় নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করবো, আহা কি বলতে কি বলছি। আমি ক্ষমা চাইছি—স্বল্পগোছা ও নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করবো যদি তোমাদের পছন্দ হয়।'

য়ু পিয়াও কি বলবে তার ভাষা খুঁজে পেল না। বোকার মত হেসে বুড়ির কুটিল মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। সে লি চেনের নির্বিকার এবং ভাবনাবিহীন মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সমস্ত ঘটনাকে সে কিভাবে গ্রহণ করল তা সে বুঝতে পারল না।

নীরবতা ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যেই যেন সে বলে উঠল, 'এ মাসে চিনি কিনিনি। আমার বরাদ্দ চিনি তোমাদের দিয়ে দেব।'

এই কথাগুলো বলে ফেলে সে আর কোন কথা খুঁজে পেল না। কষ্ট করে মুখে হাসি ফুটিয়ে সে লি চেনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাইরে এসে, বাড়ির পথে চলতে চলতে রাগতভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, 'শ্রমিকদের মধ্যে কত সোজাসুজি এবং সহজভাবে কাজ করা যায় কিন্তু এসব চাষী ভাইদের খুশী করা কত কষ্ট।'

পরের দিন সকাল থেকেই ধান রোপণের কাজ শুরু হয়ে গেল। সূর্য ওঠার বহু আগে অগ্রবর্তীদল হিসাবে পুরুষরা ঝুড়ি ভর্তি সার

কাঁধে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল। মেয়েরাও হাতে কাঠের তক্তা এবং পিঠে শুকনো ধানের আঁটি ঝুলিয়ে নিয়ে চারাগাছ আনার জন্য গুদাম ঘরের দিকে রওনা দিল। ছোট নদীতে কাঠের ছোট ছোট নৌকাগুলি এদিক ওদিক চলাচল করছে। গ্রামের সকলেই চাষের কাজে মাঠে নেমে পড়েছে। সমবায়ের সভ্যরা বা সাহায্যকারী দল এবং কোন কোন চাষী তখনও নিজেদের কিছু কিছু কাজ সারছে। ধীরে ধীরে সূর্যের সোনালী রোদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। ভোরের শীতল বাতাস বইতে লাগল। কৃষকদের মাথার টোকা বাতাসে পড়ে যেতে লাগল। বলবান নারী পুরুষেরা সূর্যের কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে খালের জল সেচনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। নানা রকম রসাল হাস্য-পরিহাসের সঙ্গে স্থানীয় গানের সুর মিশিয়ে এক অচিন্ত্যনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করল। লোকেরা যখন গুদাম ঘর থেকে ধানের চারা আনছিল তখন তাদের আনন্দোচ্ছল অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল কিন্তু যখন তারা আবার চারা রোপণের কাজ শুরু করল তখন তারা রসাল হাস্য-পরিহাস পরিহার করে গুরুগম্ভীর ভাবে ও সাগ্রহে কাজ করে যেতে লাগল।

নদীর একধারে তিরিশ মৌ জমিতে চাষ করছিল প্রথম ব্রিগেড। প্রথম ব্রিগেড থেকে, খুব দূরে নয়, পঁচিশ মৌ এর একখণ্ড জমিতে দ্বিতীয় ব্রিগেড চাষ করছিল। লিয়াঙ মান জমিতে এক বাণ্ডিল ধানের চারা বয়ে নিয়ে এসে সেগুলো কর্মীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে গিয়ে চারদিকে লক্ষ্য করে এক বিষাদের ছায়া। সে লক্ষ্য করে লি সাই এবং পান কুই চেঙ-এর স্ত্রী সমবায়ের নিয়ম অনুসারে সাত ইঞ্চি অন্তর চারা রোপণ করে যাচ্ছে। সে স্বস্তি বোধ করে নিঃশ্বাস ফেলে। মেয়েরা কোমর নিচু করে কাজ করে চলেছে। তালে তালে তাদের হাতগুলো দুলছে। লিয়াঙ মি তার স্বভাবজাত লজ্জা কাটিয়ে উঠেছে। সে খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করে চলেছে। সংকল্পের দৃঢ়তা তার গোলাপী মুখে প্রতিফলিত হচ্ছে। সুনিপুণ আঙুলগুলোকে জড়ো করা ধানের চারাগুলো জুত করে নিয়ে হাতের

মুঠোয় ধরে সঠিক ভাবে এবং তাড়াতাড়ি জলের তলায় রোপণ করে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে পা গুলো তালে তালে পড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। চারা রোপণ করার সঙ্গে সঙ্গেই চারাগুলো বাতাসে দুলতে থাকে। জলে থৈ থৈ বিস্তীর্ণ জমিতে যেন প্রাণের সঞ্চার হল। 'আমাদের যাত্রা প্রতিরোধ করবে কে যখন তার মত মেয়েরাও সমাজবাদী পথে এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প নিয়েছে!' যুবতীটির দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে ভাবে।

সেখানে দ্বিতীয় ব্রিগেড কাজ করছিল। পান য়ু, দলীয় নেতা, তারা ব্রিগেডের জন্য চারা গাছের গোছা কাঁধে করে এনে রোপণ করার জন্য সকলের মধ্যে বিলি করে দিচ্ছিল। সে আলের ওপর ওঠানামা করছিল এবং কখনও কখনও জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও কাজ করছিল। প্রথমে দুই ব্রিগেডের কাজের ধারা একই রকম ভাবে এগোতে লাগল। দ্বিতীয় ব্রিগেডের ন জন নারী কর্মীদের মধ্যে পাঁচজন যদিও নিয়মানুসারে কাজ করে যাচ্ছিল তথাপি মাঝে মাঝে তারা নানা কথা কানাকানি করছিল। কিন্তু অপর চারজন শুধু লোক দেখানোর জন্য উপস্থিত ছিল এবং পুরানো প্রথায় চারা লাগাচ্ছিল। সাত ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে বীজ বোনা শুরু করে পরে তারা ক্রমশ আট, নয়, দশ এমন কি এক ফুট ফাঁকে ফাঁকে চারা লাগাতে থাকে। শেষে তারা চোদ্দ ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে বসাতে থাকে। গুচ্ছ গুলোরও রকম ফের হতে থাকে। কোন গোছাতে আধ ডজন, কোনটাতে এক ডজন আবার কোনটাতে তার থেকেও বেশি চারা গাছ থাকাতে আঁটিগুলো বেশ মোটা দেখাতে থাকে। শু-চিনের কাকিমা, হুও শুন্ সকলের চেয়ে খারাপ ভাবে কাজ করছিল এবং পান শিয়াও ও অন্য মেয়েরা তারই কাজের অনুসরণ করছিল।

পান য়ু কাদার মধ্যে পা দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, তাদের উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে বলল, 'ও আমার কাকিমা, সমবায়ের চারা রোপণের পদ্ধতির কথা মনে রেখে কাজ করুন। প্রত্যেকে সমবায়ের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করুন।'

তার কথায় কিছুটা কাজ হল এবং নারী কর্মীরা ঘন করে চারা বুনতে লাগল। যেই মাত্র সে আবার তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সেইমাত্র তারাও আবার ফাঁক ফাঁক করে চারা বুনে যেতে লাগল। যে পাঁচজন সমবায়ের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে ধান চারা বুনছিল তারা দেখে যে, যারা ফাঁক ফাঁক করে দ্রুত চারা লাগাচ্ছিল তারা অতিঅল্প সময়ের মধ্যে এক মৌ জমিতে ধান বোনা সেরে ফেলল। তারা যাতে তাদের থেকে পিছিয়ে না পড়ে এবং তাদের কাজের মাত্রা যাতে কম হয় এজন্য তারা তাড়াতাড়ি করে এলোমেলোভাবে চারা লাগাতে লাগল।

লি চেন্ মেয়েদের মধ্যে কাজ করছিল। দেখল তাদের চারা বোনা অত্যন্ত বেহিসেবী ভাবে করা হয়েছে। কোথাও বা খুব ঘন আবার কোথাও খুব পাতলা। কোথাও গুচ্ছগুলো মোটা আবার কোথাও সরু করে লাগানো হয়েছে। তার এত খারাপ লাগল যে সে প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ল। নিজে যদিও সে বাকি অন্যান্যদের মত কাজ করেনি কিন্তু এটাতো সত্য যে, সে অন্যান্যদের দিয়ে ঠিক ভাবে কাজ করিয়ে নিতে পারেনি। সে যখন ভেবে পাচ্ছে না কি করবে ঠিক সেই সময় পান য়ু অন্য একটা ব্রিগেডের কাজ দেখে শুনে ফিরে এল। ফিরে নতুন ভাবে পোঁতা ধান গাছগুলো দেখে তার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। ধানের চারাগুলো একসারিতে রোপণ করা হয়নি। সারিগুলো কোথাও কোথাও অসমান এবং গোছাগুলোর উচ্চতা এবং আকারও ভিন্ন ভিন্ন। চারাগুলো দেখে মনে হচ্ছিল জটপাকানো দড়ি যেন মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সে এত রেগে গেল যে ব্রিগেডের কাছে পৌঁছানোর আগেই সে চিৎকার করে হাত নেড়ে আলের ওপর দাঁড়িয়েই বলতে লাগল, 'বলি, তোমরা করছ কি? নিজেরাই একবার দেখ, কি করেছ তোমরা! সমস্ত ধানের চারাগুলো একেবারে নষ্ট করেছে!' আরও কাছে এসে আবার সে শুরু করে, 'নিয়ম শৃঙ্খলা তোমরা ইচ্ছে করেই ভঙ্গ করেছ। সমবায়ের সমস্ত চাষের কাজের বিরুদ্ধে তোমরা

এক ভয়ঙ্কর এবং মারাত্মক খেলায় মেতে উঠেছ।'

মেয়েরা কাজ করতে করতে থেমে গেল। ব্রিগেডের নেতা কাছে এলে হুও শুন্ কোমর সোজা করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলল, 'যাও যাও, চুপ করে বসে থাকগে! আমাদের কাজের মাঝে চিৎকার করতে এসো না। আমরা যখন ধান রুইতে এসেছি তখন ভালভাবেই জানি কেমন করে চারা লাগাতে হয়। আমরা যেভাবে বুনে থাকি সেভাবেই বুনবো, ঘন করে বুনতে পারবো না। আর যদি তুমি ঘন করে বসাতে চাও তাহলে তুমি ধান কাটার সময়, একটা গোছাও কাটতে পারবে না।'

'এই উপহাস একেবারে অসহ্য।' রাগে বলে পান য়ু। তারমুখ লাল হয়ে যায়। রাগে গজরাতে গজরাতে হাত দুটো একবার উপরে ওঠায় আর একবার নীচে নামাতে থাকে। 'সমবায়ের নির্দেশ দুটো গুচ্ছের মধ্যে ব্যবধান থাকবে সাত ইঞ্চি আর তোমরা সেটা রেখেছ চোদ্দ ইঞ্চি। ইচ্ছাকৃতভাবে তোমরা গোলমাল পাকাচ্ছ। উৎপাদনের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ ছাড়া এটা আর কিছু নয়।'

ব্রিগেডের নেতার কথা শুনে শ্রোতাদের মধ্যে এক প্রচণ্ড গোলমাল শুরু হয়ে গেল। খুব গণ্ডগোল হতে লাগল। আর তার মাঝে হুও শুন্ মৃদু স্বরে বলতে থাকে, 'বেশ, আমি যখন উৎপাদনের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করেছি তখন আর আমি এখানে থাকবো না। আমি চললাম।'

তারই কথা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল বিভিন্ন দিক থেকে: তাহলে আমিও থাকছি না, আমি চললাম, আমিও চললাম তাহলে।

হুও শুন্ হাতদুটো জলে ডুবিয়ে খড় দিয়ে বেশ করে রগড়ে নিয়ে আলের ওপর উঠে পড়ল। তারপর সে বাড়ির দিকে রওনা দিল। তার পিছনে পিছনে চলল পান শিয়াঙ, মিসেস লি য়ু এবং মিসেস লিয়াঙ টুঙ।

পান য়ু যখন দেখল যে তারা সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে সে রাগে লাফাতে লাফাতে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'যতসব অনিচ্ছুক

কর্মীর দল। সে এই বলে শাসাল, 'সাধারণ সভাতে তোমাদের আমি একবার দেখে নেব। তোমাদের উচিত শিক্ষাই দেবো।'

ব্রিগেডের বাকি কর্মীরা জিজ্ঞাসা করল যে তারা আর সেদিন কাজ করবে কি না। কিন্তু পান এত রেগে গিয়েছিল যে, সে ভদ্রভাবে কোন উত্তর দিতে পারল না। 'মনস্থির কর। যদি তোমরা করতে চাও, তাহলে কর। আর যদি করতে না চাও তাহলে হঠাৎ অন্যরা যেমন চলে গেছে তেমনি তোমরাও চলে যেতে পার।' সে আলের ধারে গজানো ঘাসের ওপর মাথায় হাত দিয়ে, চুপ করে বসে রইল। অন্যরাও ছোট ছোট দলে বসে পড়ল। সেচ হওয়া বিস্তীর্ণ জমির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তারা যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

চেন চাঙ-হাও গুড়ি মেরে লি চেনের কাছে গেল। সে কানে কানে বলল, 'দেখ, লি চেন, তুমি কি মনে কর যে আমরা আর কোন দিন চারা বোনার কাজে এগোতে পারব ?'

'কে জানে ?' লি চেন তার কানে কানে বলে। 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে এ কাজ আবার চালু করা বেশ অসুবিধাজনক হবে।'

'তাহলে আমি কি একটু আগে চলে যাব ?' চাঙ-হাও জিজ্ঞাসা করে। 'আমাদের কাছে টাকা পয়সা নেই। আমাকে এখন যেতেই হবে। টাকা ধার করলে তবে চাল কিনতে পারবো।' মোটামুটি একটা কারণ দেখিয়ে সেও চলে গেল।

যখন সে একদিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো তখন তার স্বামী অন্য একজনের কাছ থেকে দ্বিতীয় ব্রিগেডে উপস্থিত হল। এখানকার গণ্ডগোলের সংবাদ ইতিমধ্যে তার কানে পৌঁছেছে। পরিত্যক্ত জমির দিকে অলস দৃষ্টিতে লোকগুলোর তাকানো দেখে তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

অবস্থাটা এত অন্ধকার দেখাল যে তার মাথায় রক্ত উঠে গেল এবং চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল। সে যদি নিজেকে সামলাতে না পারত তাহলে বোধ হয় কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ পড়ে যেত। সমস্ত ইচ্ছা-শক্তিকে সংহত করে সে উন্মত্ত হৃদয়ের আলোড়নের রাশ টেনে

ধরে। আর কেবলমাত্র তারপরই সে লক্ষ্য করে তার চারপাশের লোকের চোখে অসহায় আবেদন। হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরে এল। 'তোমরা কিসের জন্যে অপেক্ষা করছ?' সে শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করে। 'ধান বুনতে যাও। তারা ফিরে আসবে। আমি এক্ষুণি গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলব।'

সে যা বলল তা খুব সরল কথা। তার মধ্যে অসাধারণ কিছু ছিল না। কিন্তু কথাগুলো তাদের মনে বেশ ভালভাবে গেঁথে গেল। চারা রোপণ, অবশ্য করণীয় কাজের মধ্যে পড়লেও, মনে হল যেভাবেই হোক তাদের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি এসেছিল। শু-চিনের শান্ত ভাবে ব্যক্ত সরল কথাগুলোতে তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠলো এবং নতুন করে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মাল। প্রথম ব্রিগেডে গিয়ে লিয়াঙ মানকে সমস্ত ঘটনা বলার আগে যতক্ষণ না তারা আবার কাজ শুরু করল ততক্ষণ সে সেখানে অপেক্ষা করে রইল। 'আমার ধারণা আমাদের প্রতিপক্ষরা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে।' বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেওয়ার পর সে বলল। প্রথম চোটে আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছি।.. সংগ্রাম যত এগোতে থাকবে আমরা তত জিততে থাকব।

'এখানে চারা রোপণের কাজ শেষ হলে নতুন করে খামার বাড়ি থেকে চারা এনে চারা বোনার আর দরকার নেই। বরঞ্চ কিছু লোককে দ্বিতীয় ব্রিগেডে পাঠিয়ে দাও। তারা তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে।' শু-চিন বলল।

ইতিমধ্যে চাঙ-হাও বাড়িতে ফিরে এসে তার কম দামের নোংরা কাদা লাগা জামাকাপড় ছেড়ে ফেলে এবং এক প্রস্থ সিল্কের জামা পরে নিয়ে। কিছু টাকা ধার পাওয়ার আশায় সে তার খুড়তুতো ভাই চেন্ তিঙ-য়িনের বাড়ি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রতিবেশী শু-চিনের কাকিমা হুঙ শুন্ তার অভিসন্ধি বুঝতে পেরে তার সঙ্গে যাবে ঠিক করল।

নৌকো করে তারা একটা ছোট নদী পার হল। পাঁচ লি (১লি

=০'৩১ মাইল) হাঁটার পর বড় রাস্তায় মিশেছে এমন একটা রাস্তায় গিয়ে পড়ল। বাঁ দিকে কম সময়ে যাওয়া একটা রাস্তা ছিল বটে, কিন্তু সেটা মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ডান দিকের প্রধান রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক বেশি সময় লাগে। কিছু কথার পর তারা ডান দিকে বাঁক নিল। প্রায় চার লি যাওয়ার পর তারা দ্বিতীয় পারঘাটায় পৌঁছাল।

চেন তিঙ-য়িন্ নদীর অপর পারে বাস করে। তার কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকরি-বাকরি ছিল না। দেখতে সুন্দর যুবক হলে হবে আসলে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেও তাকে দুরভিসন্ধিমূলক ও নীচ মনে হয়। তার চারপাশের লোক নৈতিক বোধের আবদ্ধতা এবং ছাতা ধরা রোগের একটা গন্ধ পেত। গত কয়েকমাস সে একজন বাক্‌চতুর চিকিৎসক ব্যবসায়ী। সে নিজেকে ঈশ্বরপ্রেরিত চিকিৎসক বলে প্রচার করত তার কাছে দালালের কাজ যে করত সে বাড়ি ছেড়ে খুব কমই যেতে বলে স্ত্রীলোক দুটি তাকে বাড়িতে পাবে বলে নিঃসন্দেহ ছিল।

চেন তিঙ-য়িন্ তাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে চাঙ হাওয়ের টাকা ধার করার আবেদন শান্ত ভাবে শোনে। তারপর তাকে পাঁচ ইয়েন দেয়। 'নির্বোধ নারী, দেশে কি ঘটছে, কিছুই জানে না।' এই ভেবে সে শুরু করে, 'তোমাদের শু-চিন তো কৃষি সংস্কারের এক আদর্শ কৃষক, ঠিক নয় কি? আর আমাকে তো ধরে নেওয়া হয়েছে জমিদারের খিদমদগার বলে। কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে আদর্শ কৃষকেরই ঘরে অভাব আর সেই জমিদারের খিদমদগারের কাছেই সে টাকা ধার করতে এসেছে! বেশ তোমাদের মত লোক এগিয়ে যেতে পারে এবং কমিউনিষ্ট পার্টিকে অনুসরন করতে পারে কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি কেউ কি চিরকালের জন্য দারিদ্র্য দূর করতে পারে না। আমি আর দ্বিতীয়বার ধার দেব না। এবারের মতো পাঁচ ইয়েন নাও। কিন্তু তাকে বলো সজাগ হতে। আর এই ব্যাপারগুলো যেন তলিয়ে ভাবে। সমবায়ের কাজ ছেড়ে দিলে তার পক্ষে ভাল হবে। নিজের জমির দিকে সে যদি দৃষ্টি দেয়

তাহলে আরো ভাল হবে। আর তোমরা যদি ভাল ফসল ফলাও তাহলে কেউতো তোমাদের ফসলে ভাগ বসাতে যাচ্ছে না।' অল্প থেমে, আবার সে শুরু করে নাক মুখ সিটকিয়ে, 'তথাকথিত ধানের অল্প গোছা আর ঘন রোয়া কখনই কার্যকরী হবে না। তোমরা কেবল আগাছার জন্ম দেবে, শস্য ফলাতে পারবে না। গত বছর যারা লাগিয়েছিল তারাই জানে কেমন ফলেছিল। তোমার খুড়িমা এখানে যা বললেন তা সম্পূর্ণ সত্য, তিনি ঠিকই করেছেন। আমার ধারণা তোমাদের সমবায় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তোমরা গণতন্ত্রের কথা বলতে পার না। আর জনসাধারণকে কোন কিছু করার জন্য বাধ্য করতেও পার না। খাওয়ার শস্যকণা যখন থাকবে না তখন কে দায়ী হবে?'

যদিও সে নিজে নিশ্চিত ছিল না যে সে সত্যি কথা বলছে তার কথায় চাও-হাও এত ভয় পেল যে তার বুক ধড়ফড় করতে লাগল। সে অবাক হয়ে ভাবে তার টাকা ধার নেওয়াটা আশীর্বাদ না অভিশাপ। অজান্তে প্রসারিত হাত সে গুটিয়ে ফেলল। শেষে সে কম্পিত হাতে পাঁচ ইয়েন নিল।

হুঙ শুন্ বলল, 'ভাই য়িন্, আমি শুনেছি যে তোমার সেই ঈশ্বর প্রেরিত চিকিৎসক সব রোগই সারাতে পারে আর তার কাছে প্রতিটি রোগী পাঠানোর জন্য যে কোন লোক দালালী স্বরূপ আধ ইয়েন রোজগার করতে পারে। এটা কি সত্য?'

উত্তরে চেন তিঙ-য়িন বলে, 'হু'। আমাদের ঈশ্বর প্রেরিত চিকিৎসক বিস্ময়কর চিকিৎসা করে থাকেন। যদি তোমার জ্বর কিম্বা মাথাধরা, বুকে সর্দি বসা বা দেহের ভিতরে কোন আঘাত লেগে থাকে তাহলে এক মোড়ক 'স্বর্গীয় চা সেবনে সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু তিনি তিন প্রকারের লোকের চিকিৎসা করেন না: সরকারী কর্মী, সমবায়ের সদস্য এবং যারা পাশ্চাত্য চিকিৎসকদের কথায় পঞ্চমুখ।'

হুঙ শুন্ বুঝে উঠতে পারে না, 'সেই ঈশ্বর প্রেরিত চিকিৎসকের এ কি রকম অদ্ভুত নিয়ম। 'তাঁর এটা অদ্ভুত নিয়ম, কি বল তাই না?' বলে সে তার গভীর বলি রেখার মুখটি হাতের পিছনটা দিয়ে

ঘষতে থাকে। 'আমি কি তার আর একটা দালাল হয়ে পারি?'

গভীর পর্যবেক্ষণ করে চেন তিঙ-য়িন্ মাথা নেড়ে সায় দিল। 'হ্যাঁ, তুমি পারবে। তুমি প্রকৃতপক্ষে সমবায় ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী কিনা তারই ওপর এটা নির্ভর করছে। খুড়িমা এখন যখন আমাদের চারপাশে কেউ নেই আমি খোলাখুলি বলতে পারি যে, ধান চাষের নতুন পদ্ধতি অর্থাৎ অল্প গোছা আর ঘন করে বোনাকে শুধুমাত্র বাধা দিলে কিছুই হবে না। তারা সংখ্যায় অনেক। তারা গণতান্ত্রিক পথে চলার ধার ধারে না। আজই হোক আর কালই হোক আপনার ওপর অত্যাচার শুরু করবে এবং নির্যাতন চালাবে। সমবায় থেকে বেরিয়ে এলে শান্তিতে দিন কাটাতে পারবেন। তাছাড়া আপনার স্বামী একজন প্রাক্তন সৈনিক আর তিনি নিশ্চয় কিছু লাল ফৌজ খতম করেছেন। আজকের দিনে যদি এটা তারা খুঁজে বার করতে চায় তাহলে আপনি যদি সমবায়ের সদস্য না হন তাতে খুব একটা দোষের কিছু হবে না কিন্তু আপনি যদি সমবায়ে জড়িত থাকেন তাহলে আপনাকে মাথায় রক্তের ঋণের বোঝা চাপিয়ে সংগ্রাম করতে হবে। তখন খুব দেরি হয়ে যাবে। ফেরার কোন পথ আর তখন থাকবে না।'

চেন তিঙ-য়িন্ লক্ষ্য করে তার বক্তব্যে কাজ হয়েছে। সেজন্যে সে হুঙ শুনকে দশ ইয়েন বের করে দেয়। 'এই নিন্ টাকা। আমি তো দালাল, সমবায় ছেড়ে তবেই আমার কাছে আসবেন।'

হুঙ শুন্ টাকা নিলেও মন সরছিল না যে সব টাকাটাই সে গ্রহণ করে। এক হাতে পাঁচ ইয়েন, আর এক হাতে পাঁচ ইয়েন রেখে সে বলে, 'সমবায় ছেড়ে দেওয়াতো সহজ কাজ। কিন্তু তোমার কাছ থেকে সব টাকা আমি নিতে চাইনা। এর অর্দ্ধেক হলেই চলেবে। পরে এটা আমার দালালীর কমিশন থেকে বাদ দিয়ে দিও।'

যখন টাকা দেওয়া নেওয়া নিয়ে টানা হেঁচড়া চলছে তখন চেন তিঙ-য়িনের চোখের পাতা ঈর্ষায় ওঠা-নামা করতে থাকে। সে বলে, 'দেখুন খুড়িমা। আমি যখন খোলাখুলি বলতে শুরু করেছি আমাকে

তখন আরো কিছু বলতে হয়। আপনি সমবায় ছেড়ে দেবেন বলছেন বটে কিন্তু ব্যাপারটা অত সরল এবং সহজ নয়। বাড়িতে আপনারা মোটে দুজন। আপনাদের শক্তি খুবই সামান্য। আপনাদের শক্তিকে ওরা কোন আমলই দেয় না। তার ওপর তারা আপনাদের তর্জন গর্জন করে ভয় দেখিয়ে অপমান করবে। আপনি এবং আপনার স্বামীযদি কিছু বন্ধু সংগ্রহ করতে পারেন, যারা আপনাদের মত সমবায় ছেড়ে দিতে চায় তাহলেই কিন্তু তারা ভয় পাবে আর আপনাদের কিছু করার সাহস পাবে না। সে যে তার সঙ্গে একমত বারবার মাথা নেড়ে হুও শুন তা জানায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যখন অর্দ্ধেক টাকাই নেবে, তখন চেন তিঙ-য়িন শেষে তাকে থামিয়ে দিয়ে সব টাকাটাই নেওয়ার জন্যে জোর করে। স্ত্রীলোক দুটি কিছুক্ষণ থেকে, গল্পগুজব করে বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

দুপুরে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে শু-চিন খালি পায়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে আসে। অদূরে সে দেখে আ-য়ু দরজার পাশে একা বসে খোলামকুচি নিয়ে খেলা করছে। সে খোলামকুচিগুলোকে নিয়ে একবার ওপরে একবার নীচে করছে, একবার এদিকে একবার ওদিকে করাতেই বিভোর হয়ে আছে। 'চাঙ-হাও নিশ্চয় খাবার নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।' সে ভাবে। খাবারের কথা মনে আসতে জিভে জল আসে। কিন্তু বাড়িতে পৌঁছে দেখে সে যা ভেবেছিল তা নয়। দেখে স্টোভ ঠাণ্ডা আর বিন্দুমাত্র ধোঁয়া সেখানে নেই। সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না। দেখবার জন্য পাত্রের ঢাকনাটা খোলে। পাত্রটি খালি, কয়েক বিন্দু ঠাণ্ডা জল ছাড়া আর কিছু নেই।

আ-য়ুকে সে জিজ্ঞাসা করে, 'মা কোথায়?' অজান্তে বাচ্চাটির স্বর বেরিয়ে আসে, 'কে জানে?' শু-চিন নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। ঘটনাটা এমন ঘটল যে, তার খুড়ো লিয়াঙ ওয়াই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখতে পেয়ে ডেকে বলে, 'আয়, আ-য়ুকেও নিয়ে আয়। তোরা দুজনেই আমার সঙ্গে খেতে পারিস। মেয়েরা

কোথায় গেছে তা আমি জানিনা। কিন্তু তারা এখনও ফেরেনি। আয় তাদের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। আজকে আমাদের মাংস এবং বাঁধাকপির ঝোল হয়েছে। চলে আয়।'

শু-চিন্ স্বেচ্ছায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। লি চেন এবং পান য়ু লিয়াঙ ওয়াইকে প্রভাবিত করতে অকৃতকার্য হওয়ার পর থেকে সে নিজে গিয়েই কাজটা করবে ঠিক করল। অসুবিধা আর কিছুই নয়। সে একটা ভাল সুযোগ পাচ্ছিল না। সে জানত যে, সে যদি খুড়োর কাছে নির্বোধের মত যায় তাহলে সে বকুনি খাবে। আর যদি সে তার খুড়োর কাছে কি নীতি অনুসরণ করবে তা প্রচার করতে যায় তাহলে ব্যাপারটা আরো খারাপ হয়ে যাবে। সে তার খুড়োকে ভাল ভাবেই জানে। প্রকৃত সময়ের জন্য অপেক্ষা করাই উত্তম কাজ হবে। যখন খুড়ো ধীর স্থির হবে তখন সে তার সঙ্গে কথা বলবে এবং ধীরে ধীরে তাকে রাজী করাবে।

সে মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকে, খুড়োকে টেবিল সরাতে সাহায্য করে। বাটিতে ভাত বাড়ে, ঝোল নেয়। তারপর খোশ মেজাজে তারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। খেতে খেতে লিয়াঙ ওয়াই ভাইপোর দিকে তাকায় এবং ধীরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কিছু বলতে চাইল বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে কোন রা বেরুল না। এখন আর সে যুবক নয়। নিঃসন্তান। ভাইপো তার খুব আদরের। যুবকের উজ্জ্বল চোখ এবং সুপুরুষ গঠন, সহজ সরল আচরণ এবং চাউনি তাঁর অন্তর গর্বে ও আনন্দে ভরে যায়, যদিও তিনি কখনও তা ভাষায় প্রকাশ করে নি। কিন্তু যখন তার মনে পড়ে যে, ছেলেটা নিজের কাজে মন না দিয়ে পাঁচ জনের কাজে সময় নষ্ট করে তখন তার জন্যে তার কষ্ট হয়। কত দুঃখের ব্যাপার যে ছেলেটা নিজের একটা কুঁড়ে ঘর করবার জন্যেও মনস্থির করে না। সে বুঝেছিল যে, তথাকথিত ছোট কিছু অথবা অন্য কোন ভাবে ভাল শস্য উৎপাদন করা সম্ভব নয় এবং শরৎকালে সবাইকে খালি পেটে থাকতে হবে। এই ভাবনা তাকে বিরক্ত করে। এ ব্যাপারে ভাইপোর সঙ্গে গুরুত্ব

সহকারে আলোচনা করতে চাইল, কিন্তু কেমন করে শুরু করবে তা ভেবে উঠতে পারল না।

শু-চিন্ এই ব্যাপারটা ভালভাবেই জানত। কিন্তু কিছু বলল না। গভীর ধৈর্যের সঙ্গে সে অপেক্ষা করে। সে মুহূর্তে আনুগত্য ও সন্তানোচিত পিতামাতার প্রতি ভক্তির প্রতিমূর্তি রূপে দেখাচ্ছিল। এমন আনুগত্য যে দশ বছর আগে বয়স্ক খুড়োর সামনে বসে থাকা এক বলে তাকে মনে হচ্ছিল। তার আনুগত্যের মধ্যে বশানুগত্যও ছিল বলে মনে হচ্ছিল। এমন ভাবান্তর যা গ্লোরি এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যানের মুখে সচরাচর দেখা যায় না।

'এই,' লিয়াঙ ওয়াই শুরু করে। 'বসন্তকালের খাদ্যাভাব একটা খুব সহজ ব্যাপার হবে না এ বছরের খাদ্যের যোগান দেওয়া........'

শু-চিন ধৈর্য ধরলেও তার খুড়ো কিন্তু কথাটি শেষ করতে পারল না।

লিয়াঙ ওয়াই দ্বিতীয়বার শুরু করে, 'অপারেটিভের কিছু সংখ্যক লোকের সম্বন্ধে শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। যদিও সকলে একভাবে চিন্তা করে না আর সেটা কোথাও পাওয়াও সহজ নয়....'

আবার শু-চিন অপেক্ষা করে এবং আবার লিয়াঙ ওয়াই থেমে যায় মূল বিষয়ে না এসে। তৃতীয় বারে আলোচ্য বিষয়টি শেষ করতে উদ্যত হয় সে। 'নেতৃত্ব যা চায়,' বলে সে আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, 'জনসাধারণের মধ্যে ঠিক সেইমত কাজ করা যায় না। জনসাধারণ যা চায় নেতারা তা করতে অক্ষম। আর আমার মনে হয় তাদের মধ্যে তোমারই সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ; উভয়ের মধ্যে পড়ে তোমার ত্রিশঙ্কু অবস্থা···' এবারও কথাটা শেষ হল না।

শু-চিন আনুগত্য সহকারে মৃদু মৃদু হাসতে থাকে। অপেক্ষা করে, আরো ভাত নেয়। তারপর চুপ করে থাকে।

যখন লিয়াঙ ওয়াই, ভাইপো ও নাতনী খেতে বসেছিল, তখন হুঙ শুন্ ও চাঙ-হাও গ্রামের পথে ফিরছিল। চেয়ারম্যানকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিপর্যস্ত সংবাদ দেওয়ার জন্য মাঠ থেকে দ্রুত ছুটে আসার সময়

পথে স্ত্রীলোক দুটির সঙ্গে পান য়ুয়ের দেখা হয়ে গেল। বিরক্তিভরে তাদের দিকে সে তাকাল এবং অদ্ভুত নীরবতায় ডুবে গেল। মনস্থির করতে পারল না সে যে, তাদের কোন সম্ভাষণ জানাবে না সম্পূর্ণভাবে তখনকার মত এড়িয়ে যাবে। তারা তিনজন নিজের নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকে। লিয়াঙ ওয়াইয়ের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছান পর্যন্ত পথে তাঁদের মধ্যে কোন কথার বিনিময় হয় নি। তিনজনের গোগ্রাসে খাওয়া দেখে তারা এত বিস্মিত হয় যে, স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। দোরগোড়ায় তিনজনের বিস্মিত দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়া মাত্র তারা তাদের খাওয়ার বাটিগুলো নামিয়ে ফেলে। আ-য়ু খাওয়া বন্ধ রেখে বড়দের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ছ জোড়া চোখের দৃষ্টি বিনিময় বাস্তবিক এক মজার ঘটনা।

পাঁচ

পান য়ু, লিয়াঙ শু-চিনকে বাড়ি থেকে টেনে বের করে। হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলে, 'সবই ভুল হয়েছে, এক্ষুণি তুমি একটা কিছু কর। বিশ্বস্ত সূত্রে আমি জানতে পারলাম যে আমাদের বিগ্রেডের অর্দ্ধেক লোক বিকেলে কাজে আসছে না। এ বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে। তারা বলে যে আমাদের কিছু লোক সমবায় ছেড়ে যেতে চাইছে। কাদের কথা তারা বলছে, তা আমরা জানি না। আর এটাও জানিনা যে এই কথার মধ্যে কতটা সত্যতা আছে।'

শু-চিন শান্তভাবে শোনে। 'তুমি এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন?' বিগ্রেড নেতা বলা শেষ করলে সে জিজ্ঞাসা করে। 'তুমি ভাইস্ চেয়ারম্যান, তুমি মেজাজ নষ্ট না করে এবং তোমার চারপাশের লোককে অভিশাপ না দিয়ে তুমি কি কিছু করতে পার না? লোক-গুলো সমষ্টিগত শক্তিতে বিশ্বাসী না হওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের কাছে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা কর।'

'অনুগ্রহ করে ভাইস্ চেয়ারম্যান্, ভাইস্ চেয়ারম্যান্ করো না। তুমি আমাকে এই পদ থেকে মুক্তি দাও।' পান য়ু বলে। প্রতিবাদ করে সে পা ঠুকে বলে 'আমি বিগ্রেড লীডারের কাজই সম্পূর্ণ করতে পারি না। আমি আর কোন পদেই থাকতে চাই না।'

শেষটা সে ভয় দেখিয়েই বলে যদিও শ্রোতাকে এটা অতি সামান্যই প্রভাবিত করে। বিষয়টা নিয়ে তারা আরো আলোচনা করে। প্রশ্নটি বিবেচনা করার জন্য ম্যানেজমেণ্ট কমিটির জরুরী বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত নেয় এবং কমিটির সদস্যদের খোঁজে তারা দুজনে বেরিয়ে যায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে কমিটির সব সভ্য য়ু পিয়াওয়ের চিলে কোঠায় সমবেত হয়। তারা ছিল সাত জন। চেয়ারম্যান, বিগ্রেড লিডাররা এবং অর্থসাহায্যকারী দলের প্রধান সকলেই ছিল যুবক। কিন্তু অপর তিনজন ছিল প্রবীন। আর উপস্থিত ছিল শহরের মহিলা প্রতিনিধি বিধবা, লি চিন-তাও, এক অভিজ্ঞ কৃষক. লি চোন্-চিউ এবং সকলের শ্রদ্ধাভাজন, এক মধ্যবিত্ত প্রবীন কৃষক পান চি-চেঙ। সভা তিন ঘণ্টা ধরে চলল। কিন্তু কেউ তাদের আশু সমস্যা সমাধানের সুচিন্তিত পথ বাতলাতে পারল না।

যুব লীগের সভায় গতকাল যে প্রস্তাবটা তুলেছিল সেই প্রস্তাবটি য়ু পিয়াও আবার তুলল। সে বলল, 'একটা জনসভা ডেকে ধনী কৃষক লি মিকে পাকড়াও করে আন্দোলন করা হোক এবং যারা গুজব রটাচ্ছে এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া হোক।'

. প্রত্যেকেই তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করল। পান য়ু মৌলিক সমাধানের প্রস্তাব দিল। কমিটি পঞ্চাশ শতাংশ মতে অল্প গোছা ধান রোয়ার পদ্ধতির ওপর জোর দিয়ে আর একটা প্রস্তাব নিল। যদি কেউ এই পরিকল্পনা গ্রহণে অনিচ্ছুক হয় তাহলে সে চলে যেতে পারে এবং সে আর কাজে আসবে না যতক্ষণ না বাকি পঞ্চাশ শতাংশে রোয়ার কাজ শুরু হয়।

লিয়াঙ মান ও লি তিন এই প্রস্তাব সমর্থন করল।

তারপর এক মধ্যবিত্ত কৃষক পান চি-চেঙ একটা আপোষমূলক প্রস্তাব দিল : ধানবোনা সম্বন্ধে কমিটির প্রথম সিদ্ধান্তটিকে সংশোধন করতে হবে ; পঞ্চাশ শতাংশ নতুন পদ্ধতিতে বিগ্রেডদের চাষ করতে দেওয়া হোক, চাষ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা চলবে না, যেভাবে সদস্যরা চাষ করতে চায় সেই ভাবেই করতে পারবে। নিবিড় চাষকে জনপ্রিয় করে তোলা যাবে দ্বিতীয় ফসল বোনার সময়। বিধবাটি এবং লি চোন-চিউ এই প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে।

য়ু পিয়াও যখন বুঝতে পারল যে, কেউ তার প্রস্তাব সমর্থন করছে না তখন সে আবার বক্তব্য রাখে। এবারে কিন্তু আবার দুটো প্রস্তাবকে একত্রিত করে বক্তব্য রাখে। সে বলে, 'বলাবাহুল্য এটা খুব সুন্দর হবে যদি তারা নতুন পদ্ধতিতে পঞ্চাশ শতাংশ ধান বুনতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে, দুটো প্রস্তাবই ভাল এবং দুটোকে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।' পান য়ুকে সে বোঝায় যে তার আমূল পরিবর্তনকারী প্রস্তাবকে সমর্থন করে আবার পান চি-চেঙকেও বোঝায় যে সে তার মধ্যপন্থী প্রস্তাবকে সমর্থন করে। ফলে সভায় উত্তপ্ত বিতর্ক চলে।

কাঠের বিছানার এক ধারে শু-চিন শান্ত হয়ে বসেছিল। মুখটা সামান্য হাঁ করে তন্ময় হয়ে আছে সে। একে একে যে বক্তা আসছে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সভায় সাধারণ আলোচনা চলা কালীন কোন কিছু না বলার অভ্যাস সে ভালভাবে রপ্ত করে নিয়েছে। প্রথমে সে যখন পান য়ুয়ের প্রস্তাব শোনে, সে ভাবে এটা একটা পথ, আবার যখন পান চি-চেঙ কিছু বলে, সে ভাবে তার বক্তব্যের মধ্যে ও কিছু সারবস্তু আছে। এমন কি য়ু পিয়াওয়ের সম্মিলিত করা প্রস্তাবকেও সে খুব একটা খারাপ বিবেচনা করে না। কিন্তু গভীরভাবে বিবেচনা করে এবং বিতর্ক শুনে সে অনুভব করে যে কোন প্রস্তাবকেই সে সমর্থন করতে পারবে না।

'আমি শঙ্কিত,' সে বলে, 'য়ু পিয়াওয়ের প্রথম প্রস্তাব আমাদের দুশ্চিন্তায় ফেলবে। এই প্রস্তাব মানতে পারি না। পান য়ুয়ের

প্রস্তাবের অর্থ হচ্ছে আদেশ বলে লোক দিয়ে জোর করে কাজ করানো। এটাও ভাল নয়। পান চি-চেঙের ধারণা হচ্ছে শুধু কোন রকমে কাজটা চালিয়ে নেওয়া। এর কোনটাই চলবে না। আমি মনে করি যে আমরা লোককে রাজী করাবার চেষ্টা করব অর্থাৎ তাদের বোঝাবার চেষ্টা করব। এই গত কদিন যুব লীগের সদস্যরা এই সব করছে আর তাতে লাভও হয়েছে। অন্যথায়, এমনকি আরো অনেক লোক কাজে আসতে চাইবে না। আর একবার ভেবে দেখ। যারা নিবিড় চাষ করবে না তাদের কিভাবে বাইরে চলে যেতে বলা যাবে। কোন সদস্য যদি কাজে না আসে তাহলে সে কাজের পয়েণ্ট কম পাবে। একটা ভাল কাজের লোক চাষের সময় একদিনে দুদিনের কাজের পয়েণ্ট পায় আর সেটা এত ভাল যে কখনই হারান যায় না। এমনকি সে যদি কাজের পয়েণ্ট হারাতেও চায়, তাহলেও তার চলবে না। কারণ, যদি আমাদের সদস্যরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটার বিরুদ্ধে যায় তাহলে আমরা আমাদের সমবায়তেই নিবিড় চাষ চালু করতে পারব না। প্রত্যেককে তাদের ইচ্ছানুযায়ী চাষ করতে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা আরও খারাপ হবে। আমরা যেহেতু সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত সেইহেতু আমরা একত্রেই কাজ করব। প্রত্যেকেই যদি স্ব স্ব পথে চলি তাহলে সমাজতন্ত্রের বোধ কি আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে? দুটো পদ্ধতিই ঠিক এটা আমি মনে করি না! কেমন করে দুটো আলাদা পদ্ধতিকে একই সঙ্গে মেনে চলা সম্ভব? এর কোন মানে হয় না।'

তার কথায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। পান য়ু বুঝল যে সে শুধু একগুঁয়ে। পান চি-চেঙ ভাবল যে তার জীবনধারা সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। য়ু পিয়াও এটাকে পরিচ্ছন্ন মনে করল। তার কাছে মনে হল যে তার চিন্তাধারাই শু-চিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে। আর অন্য চারজন ভাবল যে, সে মূল বস্তুটিকে তুলে ধরেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আলোচনাটি ঠেলে দিয়েছে। 'কিছুই যায় আসবে না দুএকদিন দেরিতে চারা বুনলে।' একজন অভিজ্ঞ কৃষকের মত লি

চোন্‌-চিউ বলে, 'কিন্তু আমরা যদি এক মৌয়ের কম জমিতে অল্প গোছা পদ্ধতিতে ধান বুনি তাহলে সমবায় ১০০ থেকে ১৫০ কট্টি (এক কট্টি হল ১·১০২ পাউণ্ডের সমান) ধান কম পাবে। নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সমবায় এবং প্রত্যেক সভ্যের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

'আমার প্রস্তাব এই যে, দু তিনদিন আমরা আমাদের ধান রোয়া স্থগিত রাখি।' অর্দ্ধেক দাঁড়িয়ে লিয়াঙ মান বলে। এই কদিনেই বক্তব্য রাখার সময় ঠিকমত দাঁড়াতে না পারার অভ্যাস সে করে ফেলেছে। টলতে টলতে সে আবেশে দাঁড়ায়। 'ব্রিগেড মিটিংএ আমরা আবার সমবায় পদ্ধতিতে ধান রোয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করব। আমার ধারণা, আমাদের প্রায় আশি শতাংশ সভ্য এই পরিকল্পনা মেনে চলার পক্ষপাতী আর বাকি সভ্যদের রাজী করান খুব একটা শক্ত কাজ হবে না। শতকরা আশিজন কি শতকরা কুড়িজন একগুঁয়ে লোককে টলাতে পারবে না? আমার মনে হয় যে ধৈর্য ধরলে আমরা নিশ্চয় পারব! আমরা যখন পরিকল্পনা করেছি তখন আমরা ধান রোয়ার কাজে যথাযথভাবে এগিয়ে যাব আর তখন প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দে এতে যোগ দেবে। সেটা কি ভাল হবে না?'

এই প্রস্তাবটিতে কমিটির সকলেই সম্মত হল। শু-চিনের অন্তরে আনন্দের ধারা বইল। সম্মতি জানিয়ে লিয়াঙ মানের প্রশস্ত পিঠের দিকে চেয়ে রইল। পান য়ুয়ের সঙ্গে শু-চিনের চলে যাওয়ার পর লিয়াঙ ওয়াইয়ের পেছনে চাঙ-হাও আ-য়ুকে নিয়ে বাড়ি গেল। হুঙ শুন সব সময় মনে ভাবছিল, তার স্বামী যেন সমবায় ছেড়ে দেয়। সে জন্য সে ইচ্ছা করে সমবায় সম্বন্ধে কথা চালিয়ে যায়। 'লিয়াঙ ওয়াই,' সে বলে, 'কেন শু-চিনকে বাড়িতে খেতে বল? সে কি আমাদের টেবিলে বসে একসঙ্গে খাওয়ার কথা কখনও ভাবে?'

লিয়াঙ ওয়াই কাঁচুমাচু করে থুতনিটা ঘষে। মৃদু হেসে সে বলে, 'আমার ধারণা, সে তা ভাবে। তাকে সহজে বাগে আনা যায় বলে মনে হয় না। অল্প গোছা ও নিবিড় ধান রোয়াতে অনড় হয়ে না

থাকার জন্য তাকে উপদেশ দিতে উদগ্রীব হয়ে সুযোগের অপেক্ষায় আছি। এটা আমাদের কাছে মৃত্যুর সামিল হবে। অসুবিধাটা হচ্ছে এই যে আমি গুছিয়ে করে কিছু বলতে পারি না।'

হুঙ-শুনের ঠোঁট ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়। 'বাজে চিন্তা ত্যাগ করলেই তোমার পক্ষে মঙ্গল। লোকে ভাবে যে, আমরা ইচ্ছে করে অসুবিধা সৃষ্টি করছি এবং উৎপাদনের কাজে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাচ্ছি। তারা আমাদের সমবায় থেকে বের করে দিতে চায়। সামনের দিন গুলিতে জনসভায় তারা আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবে। আর তুমি শু-চিনকে উপদেশ দেওয়ার কথা ভাবছ। এতে তুমি কেবল মাত্র ফাঁসির দড়িটা আর একটু এগিয়ে দেবে। তোমার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার জন্যে সে আরও কিছু রসদ পেয়ে যাবে। আর অপেক্ষা করে তাদের তাড়া খাওয়ার আগেই সরে পড়া মঙ্গল। সমবায় ছেড়ে দেওয়াটাই সহজতর কাজ হবে।'

লিয়াঙ ওয়াই তার কথাতে অসম্মতি জানাবার উদ্দেশ্যে তার দিকে এক নিস্প্রভ দৃষ্টি হানে। 'তুমি কি নিয়ে হৈ চৈ করছ? সারা জীবন তো আমরা গরীবই রইলাম তবে কেন সংগ্রামী কর্মসূচীর সভাতে আমরা লক্ষ্য বস্তু হব?'

'তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তাহলে করতে হবে না।' অবজ্ঞাভরে হুঙ শুন্ বলে। 'অপেক্ষা কর দেখতে পাবে।'

সে চলে গেল। নিজের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এল। লিয়াঙ ওয়াই তার খাওয়া লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণ পরে সে বলে, 'সমবায় ছেড়ে দেওয়া সম্বন্ধে কথাবার্তা হল, আমি আশঙ্কা করি আগেই হোক আর পরেই হোক সমবায় ছাড়তেই হবে। আমার মাথায় অনেক ভাল ভাল বুদ্ধি আছে কিন্তু তারা তো আমার কথা শুনবে না। সুতরাং আমি আর কি করতে পারি? আমার মনে হচ্ছে যে আমাকে একাই এগিয়ে যেতে হবে। বাস্তবিক পক্ষে মনে হচ্ছে যেন আমি তাদের সঙ্গে এবং তাদের রোয়া পদ্ধতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলেছি। আমি দেখতে চাই, কোন্ পদ্ধতিতে ফসল ভাল হয়।'

হঙ শুন্ বাটিটা নামিয়ে রাখল। খাওয়ার কাঠি দিয়ে বাটিতে ঠুকে সে তার বক্তব্যকে জোর করে জাহির করতে চায়, 'ছেড়ে আসাই মঙ্গল, ছেড়ে আসাই মঙ্গল। আমাদের একটা পরিবারের শক্তি অত্যন্ত নগণ্য। আমরা তাদের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না।'

'তুমি সামান্য ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছ।' লিয়াঙ ওয়াই অসম্মতি জানিয়ে বলে। 'আমি যদি একবার মুখ খুলি তাহলে পাঁচ-ছটা পরিবার আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। আমাদের নিজেদের ছেড়ে আসাটা মোটেই ভাল হবে না। মোটের ওপর সকলে একত্রে কাজ করছি, সমবায় ভেঙে দেওয়া একটা অপ্রীতিকর জিনিস হবে।'

তাকে আর কোন কথা বলতে না দিয়ে হঙ শুন্ প্রশ্ন করে, 'তুমি কি বলছ পাঁচ ছ ঘর? আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। অন্যেরা তোমার সঙ্গে যাবে? আমি অবাক হচ্ছি। সত্যিই অবাক হচ্ছি। ঠিক করে বলতো আমাকে, কারা তারা? বল, বল, আমাকে। চুপ করে আছ কেন?'

লিয়াঙ ওয়াই তার দিকে ম্লান দৃষ্টি হেনে গর্জন করে ওঠে, 'মিথ্যে কথা বলার এত সময় কার আছে? তুমি যদি আমায় বিশ্বাস না কর, করবে না। তোমাকে বোকা বানিয়ে মজা করার বয়স আছে?'

শোনা মাত্রই হঙ শুনের চোখ জ্বলে উঠল। আনন্দ গোপন করাতে তার কোন অসুবিধা হয় না। স্বামীর কাছে গিয়ে সে বলে, 'বকবকানি ছেড়ে বলতো কবে আমরা সমবায় ছেড়ে দিচ্ছি?'

লিয়াঙ ওয়াই তার জেদ দেখে রেগে গেল এবং ভর্ৎসনার স্বরে বলে, 'আমাদের গনতন্ত্র আছে, আমরা স্বাধীন, তুমি এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? আর এটা কুমারী মেয়ের বিয়ের দুশ্চিন্তায় বিয়ের পিঁড়িতে বসে থাকার মত ব্যাপার নয়তো। এত তাড়া কেন?'

হঙ শুন্ আড়ে আড়ে স্বামীর দিকে তাকায়। নাক সিঁটকিয়ে বলে, 'আমি জানতাম না যে তুমি কেবল কথার ভটচার্যি। তুমি প্রত্যেকটা কাজই না ভেবেচিন্তে কর। তুমি না এক সময় সৈনিক ছিলে? তুমিতো মানুষের মত কাজই করতে পার না।'

এবার সে তাকে চটিয়ে দিল। চিৎকার করে সে বলে, 'ভদ্রে, তোমার মধ্যে কি দুরাত্মা রয়েছে? তোমার মুখে আজ কথার ফুলঝুরি ঝরছে কেন? তোমার মুখটা বন্ধ করে রাখলেও কেউ কি বিশ্বাস করবে যে তুমি কথা বলতে জাননা? কোন্ কালে আমি সৈনিক ছিলাম? যদি থেকেই থাকি, সমবায় ছেড়ে আসার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক?'

হও শুন্‌ও চুপ করে থাকার পাত্রী নয়। 'তুমিএখনও বেশ স্বপ্ন দেখছ। ভেবে দেখ, কুড়ি বছর আগে যখন আমার বড় ভাই বেঁচে ছিল তখন তোমাদের কি ছিল?'

'আমার আবার কি হয়েছিল?' লিয়াঙ ওয়াই জিজ্ঞেস করে। কেবল মাত্র বাধ্য হয়ে ছমাস কুয়েমিঙটাঙ সৈন্যদলে আমি কাজ করেছি। তাতে কি হয়েছে? আমাদের গ্রামের দশজনের মধ্যে আট জনই কি কোন না কোন সময়ে সৈন্যদলে বাধ্য হয়ে যোগ দেয়নি?'

হও শুন্ ওসবে ভুলবে না। 'হ্যাঁ, ঠিকই। তুমি তাদের বিরুদ্ধে লড়েছ এবং তাদের লোককে খতম করেছ। তুমি তাদের শত্রু।'

তার কথায় লিয়াঙ ওয়াইএর ভাবনা শুরু হল। গ্রামের গরীব চাষীরা সব সময় বলে, 'আমাদের' পার্টি, 'আমাদের' মুক্তি বাহিনী; কেন তার স্ত্রী বলতে শুরু করেছে, 'তারা' এবং 'তাদের'? কিছুটা সন্দেহ জনক ব্যাপার বটে। সে হতভম্ব হয়ে স্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল।

সন্ধ্যা হল। ঠিক সন্ধ্যাবেলার খাওয়ার আগে লি মি নামে এক ধনী কৃষক ধীরে ধীরে হেলতে দুলতে লিয়াঙ ওয়াইয়ের দরজায় এল। এই লি মি ছিল মোটা, মাঝ বয়সী একটা লোক, কিন্তু মি বলে তার একটি মেয়েলি নাম ছিল—বোন। কারণ তার বাপ-মার একটি অন্ধ সংস্কার ছিল। তার জন্মের সময় তারা আশঙ্কা করে যে ভগবান তাদের সন্তানের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে তাদের কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। ছেলেরা, বলাবাহুল্য, মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান এবং ঐ মেয়েলি নাম

রেখে তাকে ক্ষতি এবং দুর্ভাগ্যের হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। লি মি চুপি চুপি ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলে, কিন্তু আজ জোর গলায় চিৎকার করে বলল, 'খুড়িমা হঙ শুন্‌ আপনি কি এখন বাড়িতে আছেন ?'

হঙ শুন্‌ ছায়ার মত বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল হাত নাড়তে নাড়তে। বুড়ো আঙুল দিয়ে সে তার নিজের বাড়ির দরজাটা দেখায়। যেন সে তাকে বলতে চায় যে ভিতরে যারা আছে তাদের যেন বিরক্ত না করে। তার ইঙ্গিত ভুলে গিয়ে লি মি এক নাগাড়ে উচ্চ স্বরে চিৎকার করে বলে, 'আমার ছোট ছেলেটি সুস্থ বোধ করছে না। তুমি কি কোন ডাক্তারের নাম করতে পার ?'

সে এমন জোরে চিৎকার করেছিল যে তাতে প্রত্যেক প্রতিবেশী নিশ্চয় বিরক্তি বোধ করেছিল। এমন কি নদীর জলেও প্রতিধ্বনিত হয়ে তরঙ্গে ধাক্কা জাগে !

শু-চিন ঠিক তখন সভা শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তায় নামতেই সে লি মির গলার স্বর শুনতে পেল ; কিন্তু ধরতে পারল না কি সে বলছে। ইতিমধ্যে সে কাছে এসে পড়ে। লি মি ও হঙ শুন দ্রুত দৃষ্টি বিনিময় করে, অলক্ষ্যে সরে পড়ে। শু-চিন সন্দিগ্ধ হল।

সেই রাত্রে লিয়াঙের বাড়িতে খাবার বেশ ভাল হয়েছিল। ভাপানো মাছ, শালগমের চাটনি ও চওড়া বীনের ঝোল হয়েছিল। আ-য়ু এত খোশ মেজাজে খাচ্ছিল যে তার ছোট মুখটা সম্পূর্ণ রূপে ভাতের বাটিতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। খেতে খেতে শু-চিন আচমকা স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে বসল, 'খুড়িমা হঙ শুনের দোরগোড়ার সামনে লি মিটা চিৎকার করে কি বলছে ?'

চাঙ-হাও, তার খুড়িমা এবং লি মির মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা শুনেছিল, কিন্তু সে উত্তরে বলল, 'আমি তাদের কথা কিছুই ধরতে পারিনি। মিথ্যে কথা বলার জন্য সে পরমুহূর্তেই দুঃখ পায়। 'শু-চিন', স্ত্রী জনোচিত কমনীয়তায় সে বলে, 'বাস্তবিক এখন দুচারদিন তোমার বিশ্রাম নেওয়া উচিত। প্রতিদিন অতি ভোরে

তুমি মাঠে চলে যাও আর মাঝ রাত্রের আগে কখনও তুমি ঘুমোতে যাও না। দেখ, চিন্তায় চিন্তায় তোমার চোখ দুটো ঢুকে গেছে।'

তার উৎকণ্ঠা স্বাভাবিক এবং ন্যায় সঙ্গতও বটে। প্রতিবাদ করার মত তার কিছুই ছিল না। তার কাছে দিনটা খুবই ছোট আর রাতটা ছিল খুব বড়ো। তার কাজ অনুযায়ী সময় এত অল্প যে, কাজের সঙ্গে সে তাল রাখতে পারে না।

পরিবারের লোক যখন খেতে থাকে তখন হঠাৎ একটা কথা শু-চিনের মনে পড়ে যায়। 'কিছুদিন আগে বলনি যে আমাদের হাতে টাকা নেই? কোথায় খাবার কেনার টাকা পেলে?'

চাঙ-হাও এ রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হবে বলে প্রস্তুত ছিল না। এবার সে দৃঢ়ভাবে মনে মনে বলে যে সে আর তাকে মিথ্যে কথা বলবে না। সেজন্য সে বলে, 'আমি কিছু ধার করেছি।'

শু-চিনের তৎক্ষণাৎ ধনীকৃষকের কথা মনে পড়ল। 'কার কাছ থেকে ধার নিলে? লি মি? আমাদের কত সুদ গুনতে হবে?'

চাঙ-হাও মৃদু হাসে। 'তোমার অনুমান ঠিক হয়নি। না, লি মির কাছ থেকে নয়। আমি আমার খুড়তুতো ভাই য়িনের কাছ থেকে ধার নিয়েছি।'

চকিতে শু-চিনের মুখমণ্ডল জুন মাসের বৃষ্টির আগে, মেঘে-ঢাকা আকাশের মত হয়ে গেল। অর্দ্ধসমাপ্ত ভাতের বাটিটা নামিয়ে দিয়ে সে বলে ওঠে, 'তুমি কি জান না যে, তোমার খুড়তুতো ভাই চেন তিঙ-য়িন কার লোক? ভূমি সংস্কারের সময় তাকে জমিদারের চর হিসেবে কাজ করতে দেখা গেছে। যে ভাবে সে অর্থ সংগ্রহ করেছে তা সন্দেহজনক। ব্যাটা আদ্যোপান্ত শয়তান! তার মত জঘন্য লোকের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয়।'

যদিও সে গলা চড়ায়নি তবু তার কর্কশ স্বরে স্ত্রী বুঝতে পারে যে সে খুব রেগে গেছে। সে আরো ব্যাখ্যা করতে গেল। তখন হঠাৎ শু-চিন্ উঠে দাঁড়াল এবং চুপি চুপি দরজার কাছে গেল। বেচারী ছোট আ-য়ু কি ঘটছে তা বুঝতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠে

বলে, 'বাপি, বাপি!' কোন উত্তর না দিয়ে শু-চিন চলে গেল। তার হৃদয় যেন পাষাণ হয়ে গেছে।

শু-চিন্ তার বাড়ির পাশে, খুড়োর বাড়িতে গেল। মাঝের ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। একের দৃষ্টি অপরের উপর পড়ায় তৎক্ষণাৎ দুজনে জানতে পারে যে, অপরজন প্রস্তুত হয়ে আছে। শু-চিন বেরিয়ে ছিল তার খুড়োকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে তার মতিগতি ফেরাতে ও সমবায়ের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করাতে এবং সমাজবাদের পথে যাতে সে অবিচল থাকে তার জন্য অনুরোধ করতে! অপর পক্ষে তার খুড়ো ভাইপোর সঙ্গে কথা বলবে ঠিক করেছিল— নিবিড় চাষ পদ্ধতি পরিত্যাগের কথা তাকে বলবে—আর সে যদি না শোনে, তাহলে সে নিজেই সমবায় ছেড়ে দেবে। অনাবশ্যক কথাবার্তার ওপর কেউ কোন আমল দিল না।

'খুড়ো, পূর্ণ আন্তরিকতা নিয়েই কথা বল্‌তে এসেছি।' শু-চিন বলে।

'শু-চিন, বল তোমার কথা।' তার খুড়ো মুখ খোলে।

বিনয় সহকারে শু-চিন বলে, 'কাকা. আপনিই শুরু করুন।'

লিয়াঙ ওয়াই আর বেশি কথা না বলে তার মনে যা ছিল তা বলে। 'শু-চিন, তুমি অল্প গোছা এবং নিবিড় করে ধান বোনার জন্য বাস্তবিক পক্ষে লোককে নিশ্চয় বাধ্য করবে না। প্রচলিত প্রাচীন প্রবাদ হচ্ছে ঃ পাতলা করে ধান বোনায় সুপুষ্ট, সুফসল হয়! কেন তুমি দেওয়ালে মাথা ঠুকতে চাইছ?'

প্রত্যয়ের সঙ্গে শু-চিন বলে, 'কাকা, আপনি ভুল করছেন। সত্যিই আপনি ভুল করছেন। কাকা, আপনিই আমাকে মানুষ করেছেন। আপনি আমাকে ভালভাবেই জানেন। যদিও কখনও আমি অন্যায় করে থাকি তাহলেও ইচ্ছে করে আপনাকে অমান্য করিনি। আপনাকে পিতার প্রতি যে ধরনের শ্রদ্ধা দেখানো হয় সেই ধরনের শ্রদ্ধা দেখিয়ে এসেছি। আর অপরের সঙ্গে আমি যে ব্যবহার করি তা যে কেবল লোককে সাহায্য করতে ভালবাসি বলেই—তা তো আপনি জানেন।

আর এটাও সত্যি যে, মাঝে মাঝে অবশ্যই আমি রেগে কথা বলে থাকি আর সেটা করে থাকি তার কারণ আমি যে তাদের কথা চিন্তা করে থাকি। কোন কিছু করার জন্য আমি কারোর উপর জোর জুলুম করি না। বাস্তবিক পক্ষে সমবায়েতে লোকের ওপর জোর জুলুম করা হয় না। কিন্তু এই অল্প গোছা করে নিবিড়ভাবে ধান বোনা পদ্ধতি সত্যি খুব ভাল জিনিস। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞরা আমাদের সাহায্যের জন্য সুপ্রস্তাবই দিয়েছেন। আপনি এইমাত্র যে প্রাচীন প্রবাদের কথা উল্লেখ করলেন সেটা আর এই পদ্ধতি—দুটোরই লক্ষ্য এক। গোছাগুলোর কথাই ধরুন! আগে আমরা এগুলো খুব বড় করে এক এক ডজন চারা নিয়ে একটা গোছা বানিয়েছি, সুতরাং সেটা মোটেই ফাঁক ফাঁক করে ধান চাষ করা হত না। আর এগারো থেকে চোদ্দ ইঞ্চি তফাতে তফাতে ধান রোয়াতে জমি এবং সার উভয়কেই পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করা যেত না। আর নতুন পদ্ধতিতে দুটো সারির মধ্যে দূরত্ব মাত্র ছয় থেকে সাত ইঞ্চি। এটাই ঠিক।'

লিয়াঙ ওয়াই হাতের পিছন দিকটা দিয়ে ঠোঁটটা মুছে নিয়ে বলে, 'চমৎকার, চমৎকার! তুমি যা বলছ তা এমন কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমার কথাতে লোকের বিশ্বাসের ওপর সবটাই নির্ভর করছে। অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি আমাদের পরিচালিত করে আর তার জন্যই জনসাধারণ কৃতজ্ঞ। কিন্তু খেত-খামার অর্থাৎ আমাদের নিজেদের বিষয়ে নাক কেন যে গলায় বুঝি না। সমবায়ে কি গণতন্ত্রের স্থান থাকা স্বাভাবিক নয়? যেটা যে বিশ্বাস করে না সেটা যদি তাকে দিয়ে করান হয়, তাহলে সমবায়ে গণতন্ত্র আর কোথায় রইল?'

শু-চিনের দৃঢ় বিশ্বাস টললো না। 'সংশয় এবং সন্দেহ অজ্ঞতা থেকেই আসে, কাকা। লোকে যদি একবার বুঝতে পারে, তাহলেই বিশ্বাস করবে। কম্যুনিষ্টপার্টি মুক্তিলাভের জন্য যখন আমাদের চালনা করেছিল তখন প্রত্যেকেই তো পুরোপুরি সেটাকে বিশ্বাস করে নি। যে যার নিজের ইচ্ছামতকাজ করাটা অর্দ্ধেক গনতন্ত্র বোঝায়, বাকি

অর্দ্ধেকটা হচ্ছে সংখ্যা গরিষ্ঠের গৃহীত পথকে বিশ্বাস করা। উল্টোভাবে যদি সংখ্যা গরিষ্ঠের মতকে না অনুসরণ করা হয় তাহলে গণতন্ত্র আসবে কোথা থেকে?'

দৃশ্যত কোন কারণ না থাকলেও কাকা হঠাৎ হো হো করে হেসে বলল, 'সংখ্যা গরিষ্ঠের মত? খুব চমৎকার জিনিস! এখন আমাদের আরো তেলও চিনি পাওয়া দরকার। শূয়োরকে খাওয়াবার জন্য আমাদের আরও বেশি করে দানা পেতে হবে।'

ভাইপোর মুখে কোন হাসি নেই। গম্ভীরভাবে সে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাকা, বছরের পর বছর আমি এই বাড়িতে বাস করেছি। আগে কখনওতো দেখিনি যে এখনকার থেকে তেল ও চিনি আমাদের বেশি লাগত। অবশ্য এটা ভাল যে আমরা এখন একটু বেশি এবং ভাল জিনিস খেতে চাইছি। কিন্তু একবার চিন্তা করে দেখুন সেকালে কি লোকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী তেল, চিনি ইত্যাদি কিনতে পারত? কজনেরই বা অত দাম দিয়ে কেনার ক্ষমতা ছিল? কেন আজ যদি সকলেই সুগন্ধি সাবান এবং সাদা সিল্ক প্রতিদিন ব্যবহার করতে শুরু করে তাহলে সে সমস্ত জিনিসের যোগানেও টান পড়বে। তাছাড়া, বেশি তেল, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করা কি সংখ্যা গরিষ্ঠের মত? আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। বরঞ্চ আমার ধারণা যে, বেশিরভাগ লোকই বেশি মাত্রায় তেল চিনি খাওয়ার চেয়ে নিজেদের চীন দেশটা কল-কারখানায় ভরে উঠুক এটাই তারা কামনা করে। আমি এই ভাবেই চিন্তা করি।'

লিয়াঙ ওয়াই ছোট বাতিটা উঁচু জায়গায় রেখে মাথাটা নাড়ল। 'আমি জীবনকে একভাবে দেখি আর তোমার দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। তোমার দৃষ্টিভঙ্গী তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পার। তাকে অবমাননা করার জন্য আমি কখনও বাদ প্রতিবাদ করব না। তোমাদের, কম্যুনিষ্টদের বোধ হয় সেটাই এক অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা। তথাপি এ ছাড়া আমি অন্য কিছু করব না। এই বিশ্বাস নিয়ে থাকব যে আমার পথই শ্রেয়। এই ধারাই চলে আসছে সন্তান সন্ততিদের রক্তে বংশ

পরম্পরায় আর সেটা কখনই তোমার এই নতুন পদ্ধতির কাছে এসে হারিয়ে যাবে না। ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই আমরা কৃষকের দল বেঁচে আছি। কেউ যখন ভাববে না তখন আমার কথা আমাকেই ভাবতে হবে। আমি অপরের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কই রাখি এবং কখনও অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাই না! কারণ স্বভাবতই, প্রত্যেকেই যে যার নিজের বিষয়ে চিন্তা করে থাকে। আমি কখনও সরকারী অফিসার এবং জেলাশাসকদের কথা বিশেষ বিশ্বাস করিনি। অবশ্য, কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জনগণের সরকার পুরাতন সরকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন তা আমি নিজেই বুঝতে পারি। তার জন্য তোমার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। যাহোক, মোট কথা হচ্ছে যে, তোমার জনগণের হাতে আমি আমার ভাগ্য ছেড়ে দিতে পারি না।'

শু-চিন ধীরে পা বাড়ায়। বাতির আলোতে তার চোয়াল উজ্জ্বল হরিদ্রাভ দেখাচ্ছিল। সে বোঝাতে থাকে, 'না, কাকা, আপনি হেরে যাবেন। আপনার নিশ্চয় হার হবে। কারণ আপনার চিন্তাধারা ভুল পথে চালিত। সেই জন্য আপনার ভাল মানুষীও ভুল জায়গাতে রয়ে গেছে। ধরুন স্যুটের কাপড় কাটার ব্যাপার। আপনি যদি কাটার সময় মোড়ক করে কাপড়টা ওপরের দিকে ধরেন তাহলে স্যুটের নমুনা ঠিকমত হবে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে কিছু বিশ্বাস করি না। আমরা সংঘবদ্ধ শক্তিতে বিশ্বাসী এবং জনগণের ব্যাপারটা জনগণ নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করবে—সে বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই। অবশ্য যেটা জনগণের বিষয় না হয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত ব্যাপার হয় তাহলে সেটা স্বতন্ত্র। যারা ঠিক পথে চলে তাদের সঙ্গে আমাদের প্রীতির সম্পর্ক থাকে আর ভুল পথে যারা চলে তাদের সঙ্গে নয়। আমাদের লোকদের ভাল মন্দ কাজ আমরা আমাদের নিজেদের ব্যাপার ভেবে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকি। তাদের জন্য আমাদের কিছু করতেই হয়'। অন্য লোকদের নয়। আমাদের জনগনের স্বষ্ট যে দল এবং সরকার তার নেতৃত্বে আমরা আস্থাশীল। আমার মতে এই ভাবেই সমাজবাদের

পথে এগিয়ে যাওয়া যাবে। আপনি জানেন যে কিছু লোক বলে যে, আমরা কৃষকের দল, এতদিন আমরা হাত দিয়েই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছি ; এবার আমরা প্রতিটি জিনিস দেখে শুনে নিজেদের পায়ে ভর করে হাঁটা শুরু করব।'

. কোন রকম রেহাই না দিয়ে তার ভাইপো যে এমন খোলাখুলি ; এত তীক্ষ্ণভাবে বিতর্ক করবে লিয়াঙ ওয়াই তা কখনই আশা করতে পারে নি। মুখটা তার হঠাৎ কালো হয়ে গেল। 'সেটাতো খুবই ভাল। এখন দেখছি, তুমি খুব সরলভাবেই ব্যাখ্যা করেছ। প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত কোন ভাইপো তার খুড়োকে এভাবে বলেছে বলেতো আমার মনে হয় না। তুমি তোমার সমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাও, আমার ভাবনা ভেব না। আমি আমার স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে চলেছি। আমি সমবায় থেকে সরে আসব। যদি আমার স্বাধীনতার এখনও কোন মূল্য বর্তমান থাকে তাহলে আমি পাশে সরে দাঁড়াব এবং কিছু দিন লক্ষ্য করব।'

সমস্ত ক্ষণ হুঙ শুন্ এক কোণে বসে, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সব কিছু শুনে গেল। কিন্তু কোন কথা বলল না। এখন হঠাৎ দাঁড়িয়ে আলোচনা ভেঙে দিয়ে বলে, 'সন্ধ্যে থেকে তো অনেক বক্ বক্ করা হল, আরও কিছু বলার আছে? কালকের জন্যে কিছু রেখে দাও। মিছিমিছি কেন তেল পোড়াচ্ছ?'

শু-চিন ষাঁড়ের জাবর কাটার মত চোয়াল দুটি ধীরে নাড়ল। উল্লেখযোগ্যভাবে আত্মসম্বরণ করে সে বলে, 'ঠিক আছে কাকা, আপনি যদি আপনার সিধে রাস্তা এই সময়ে দেখতে না পান, তাহলে কেউ আপনাকে কিছু করবে না। এ বিষয়ে একটা স্বাধীন মত থাকা উচিত। কিন্তু সকলেই আপনাকে ধৈর্য সহকারে বোঝাবার চেষ্টা করবে যাতে আপনি সমবায়ে ফিরে আসেন। সমস্ত চাওয়াঙ গ্রামটা সহযোগিতায় মূর্ত হয়ে উঠুক সেইটাই আমরা দেখতে চাই। আমরা আপনাকে একা ফেলে রেখে যেতে চাই না।'

আর একবার শু-চিন তার সমস্ত বাধা ভেঙে ফেলে এবং সে তার

যুক্তি ও বিশ্বাস আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার কাছে ব্যাখ্যা করে। যতক্ষণ না মোরগ :ডাকে এবং বাতির তেল ফুরিয়ে শেষ হয়ে যায় ততক্ষণ তারা তাদের আলোচনা চালিয়ে যায়। অনেকক্ষণের বকবকানিতে তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। লিয়াঙ শু-চিন একটা নারকেলের মালা নেয়। কয়েক ঢোঁক ঠাণ্ডা জল তাতে ঢালে। খুব ভোরবেলার ঠাণ্ডা তাকে বাধ্য করে লিয়াঙ ওয়াইয়ের কাঁধে ফেলা বস্তাও কাপড়ের সংমিশ্রণে তৈরী জ্যাকেটটি গায়ে চড়াতে। 'কাকা', সে যাওয়ার আগে বলে, 'অনেক কথার কচকচানি হয়েছে বটে তবে বাস্তবিক পক্ষে আমরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছি। আমাদের দলের অর্থাৎ সমষ্টির ওপর আস্থাশীল হতে হবে। এভাবে বলার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনার সাংসারিক জ্ঞান আছে এবং সারাজীবন আপনি নম্রভাবে জীবন যাপন করলেন, কিন্তু জীবনথেকে আপনি কি সারসংকলন করেছেন? আপনি দাসের মত জীবন যাপন করেছেন। কখন বলতে পারেন নি যে আত্মা আপনার নিজের। এগুলি না থাকলেই তো জীবন মধুর হয়। সমষ্টিগত শক্তির পরিচালনায় ভূমি সংস্কার পরিচালিত হয়। আর আমরা যদি উন্নত, সুখী জীবন লাভ করতে চাই তাহলে সমষ্টিগত শক্তির ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে।'

লিয়াঙ ওয়াই হতভম্ব হয়ে পড়ে। কি করবে কি বলবে তা বুঝে উঠতে পারে না।

বাড়িতে সারারাত চাঙ-হাও অত্যন্ত কষ্টে কাটিয়েছে। আ-য়ুকে বিছানায় তুলে দিয়ে সে বাতির নীচে বসে ভাবতে শুরু করে। বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে সে কখনো তার স্বামীকে মিথ্যে কথা বলেনি। কিন্তু আজ সে তাকে বলে যে সে সবই শুনেছে কিন্তু ধনী কৃষক যা বলে গেল তা সে ধরতে পারেনি। কেন সে এরকম করল! এতে তাকে অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাতে লাগল। তার মনে হল যে সে তার স্বামীর প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছে। বসে থেকে তার জন্য যখন অপেক্ষা করছে সে তার স্বামী ও লিয়াঙ ওয়াইএর গলার স্বর

শুনতে পেল বটে, কিন্তু বুঝতে পারল না তারা কি বলছে। সে অপেক্ষা করে বসেই রইল। তার গলা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। ঘুম পাওয়ায় সে দরজায় খিল না দিয়ে ভেজিয়ে দিল। আলোটা নিভিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনের মধ্যে ভাবনা চিন্তার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। ঘুম এল না। অনেকক্ষণ ধরে বিছানাতে ছট্‌ফট্ আর এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। সে যতই ভাবে ততই তার মনে হয় সমবায়ই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। 'সমবায় আমাদের জনগণের কাছে শত্রু করে তুলেছে। কাজ করার ভাল সময় একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে আর সবচেয়ে খারাপ কাজ করেছে—আমার চিন্‌কে বদমেজাজী করে তুলেছে। আমাদের সঙ্গতি নেই। আমাদের ধারদেনা করতেই হবে। ভিখারী আবার ঋণদাতার বাছবিচার কেমন করে স্বাধীনভাবে করবে? হঠাৎ সে এত রেগে গেল যে, খাওয়ার কাঠিগুলি টেবিলে ঝনাৎ করে রেখে দিল। খাওয়া আর শেষ করতে চাইল না। আমাদের শিশুটিকে খাওয়ানোর মত খাবার যখন থাকে না তখনও তাকে আমি কিছু করতে দেখি না। নিজের মেয়ের জন্য সে কি করে?'

সমবায়ের বিরুদ্ধে হাজার গণ্ডা অভিযোগের কথা ভাবতে ভাবতে চাঙ-হাওএর চিন্তা গিয়ে পড়ে লি চেন নামে এক যুবতীর ওপর, তাকে সে ঈর্ষা করে। ঈশ্বরই জানেন ঐ মেয়েটার এমন কি গুণ আছে যার জন্য সে ব্রিগেডের ডেপুটি লীডার হয়েছে; আর চাঙ-হাওকে তার নেতৃত্ব মেনে চলতে হবে! সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে শু-চিন্ যখন থাকে তখন সে বেশ হাসিখুশী থাকে। চাঙ-হাও কখনও শোনেনি যে শু-চিন ঐ স্ত্রীলোকটির প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেছে। অনেকক্ষণ এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরতে থাকে।

ছয়

পরের দিন সাতসকালে শু-চিন্ বাঁধে গেল জল বের করে দেওয়ার জন্য। রক্তিম সূর্যালোক অলসভাবে সেচ এলাকাধীন জমির ওপর পড়ল। পারস্পরিক সাহায্য সমিতির সভ্যরা রোপণের জন্য এর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে। কিছু কৃষক, যারা তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে চাষ করছে, তারাও মাঠে এসে গেছে। জীবনের নকশাটা দেখে শু-চিন্ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। লি চেন নিজের ছোট্ট সব্জীক্ষেতটা কোপাচ্ছিল। সে কাঁধে কোদালটা রেখে তাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। পরে সে নম্রভাবে বলে, 'ওহে, শু-চিন।'

শু-চিন মৃদু হেসে বিড়বিড় করে বলে, 'সুপ্রভাত।'

'জল বের করতে এত ভোরে এসেছ?' লি চেন জিজ্ঞাসা করে।

'ভাল কথা।' শু-চিন্ বলে, 'তুমি বলতে পার, জল বের করে দেওয়ার জন্য আমি এসেছি কিন্তু আসল ঘটনা হল আমি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করছিলাম তাই একটু নির্মল বাতাসের জন্য এসেছি।'

লি চেন ঠাট্টা করে বলে, 'তাহলে কম্যুনিষ্টও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়? তুমি কি চাঙ-হাওয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ?'

শু-চিন মাথা নাড়ে, 'ঝগড়া করিনি। সে তার ভাই য়িনের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিল সেটা আমার ভাল লাগেনি।'

'আমাদের কিন্তু এখনও কিছু পিকুল (এক পিকুল ১৩৩.৩ পাউণ্ড) শস্য আছে।' লি চেন বন্ধুর মত বলে। 'আমি মাকে জিজ্ঞাসা করব। আমরা একশো ক্যাটির মত বিক্রি করতে পারব, এতে তোমার যথেষ্ঠ সাহায্য হবে।'

শু-চিন বলে, 'ওটা করো না। আমি শুধু ওর জন্যেই বিরক্ত বোধ করছি না। আমার বিরক্তি এই জন্যে যে, আমাদের সমবায়ে কাজ অনেক কিন্তু কাজ করার লোক অত্যন্ত কম। সূর্য অস্ত যায় আর চাঁদের উদয় হয়, তারপর চাঁদ আবার অস্ত যায় এবং সূর্যের উদয় হয়। কিন্তু আমার মনে কাজের পাহাড় এমন জমে আছে যে তার

উদয় অস্ত বলে কিছু নেই। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও তাহলে তুমি সমবায়ে আমার কাজের ভার কিছুটা নাও।'

মাথাটা একদিকে হেলিয়ে লি চেন উত্তর দেয়, 'তোমার সমবায়ের কাজে আমার সাহায্য চাও? প্রথমত, আমি জানিই না কেমন করে কাজ করতে হয়। আর তা যদি করতেই হয় তাহলেও এ কাজে আমার অন্তরের কোন সাড়া নেই। আমার নিজের কাজ গুলোই আমি ঠিক করে উঠতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে যে কথা বলতে বলতে সব জিনিসটাই আমি গুলিয়ে ফেলেছি। ব্যাপারটা আমার নিজের কাছেই এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না। পান য়ুর কাছ থেকে পালিয়ে আসার জন্য সারাদিন চেষ্টা করি কিন্তু মনে হয় না যে আমি কখনও তা পারব।'

শু-চিনের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল। 'তুমি পান য়ুকে কেন এড়িয়ে যেতে চাও? সে কি খারাপ লোক? না। সে তো খুব ভাল লোক। জঙ্গী, সংগ্রামী এবং কঠোর পরিশ্রমী।'

লি চেন তাকাল বটে কিন্তু তার চোখ ছলছল করতে লাগল। 'আমি বুঝতে পারি না কেন সে আমাকে লতা দিয়ে বাঁধতে চায়। আর এও বুঝে উঠতে পারি না যে, সে আমার সম্বন্ধে কি ধারণা করে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে আমার চলাফেরায় বাধা সৃষ্টি করে। যে কোন লোকের ক্রুদ্ধ হওয়ার পক্ষে এই দুব্যবহার যথেষ্ট। তুমিও তো আছ—ঐ যে, সে আসছে!' শু-চিন লি-চেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকায়—নিশ্চিত, পান য়ুই হবে। পান য়ু লি চেনকে অনুসরণ করছিল। সে তার পিছনে পিছনে শব্জী ক্ষেত পর্যন্ত এল, কিন্তু লি চেন অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তাকে অনুসরণ করে সে বাঁধ পর্যন্ত গেল। ওদের কাছে গিয়ে সে ঠাট্টার স্বরে হাঁকপাঁক করে বলে, 'যেখানে শু-চিন সেখানেই লি চেনের দেখা মিলবে।'

শু-চিনের এই কথাটা ভাল লাগল না সে হাসি মুখে বলে ওঠে, 'তোমার এখনও ঠাট্টা করার মন আছে দেখে আমি তোমার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন বোধ করছি।'

'তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে? তুমি কি আশঙ্কা করছ যে, তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ছে?' পান য়ু প্রফুল্ল মনে জিজ্ঞেস করে।

শু-চিন কিছুটা অধৈর্যের সঙ্গে বলে, 'আমি ঠিক জানি না আকাশ ভেঙে পড়ছে না পড়বে। এই মাত্র লি চোন-চিউয়ের সঙ্গে আমার দেখা হল। সে বলল, মনে হচ্ছে বেশ কিছু লোক সমবায় ছেড়ে দিচ্ছে। কে, কে আমি বলছি। শোন! পান কুই চেঙ—মাঝে একটি পরিবার; লি য়ু হলো দুই; লিয়াঙ টুঙ তিন, পান শিয়াঙ, চার; আর তারপর লি সাই এবং আমার খুড়ো—সবশুদ্ধ ছটি পরিবার। তারা সকলেই ছেড়ে দিতে চায়—আগেকার চারজন মধ্যবিত্ত চাষী এবং দুজন নতুন মধ্যবিত্ত চাষী। এতে তুমি কি কোন অসুবিধা বোধ করছ না?'

'কেন অসুবিধা বোধ করব?' পান য়ু প্রশ্ন করে। 'যদি তারা ছেড়ে যেতে চায়, যাক না! আমাদের কাজটা তাতে সহজতর হবে। কোন প্রকারেই তারা সমাজবাদের প্রতি আগ্রহী ছিল না। তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কারণ সেটাই ছিল তখনকার হাওয়া। এটাই স্বাভাবিক। যখন ঘটনাগুলো ঘটতে আরম্ভ হল তখন তারা ভীষণ হৈ চৈ শুরু করেছিল। যদি এরকম লোক বেরিয়ে না যায় তাহলে আমরা কখনও শান্তি পাব না। তারা চলে গেলে আমাদের কিছু মনে করা উচিত নয়। ফসল তোলার সময়, আমরা যখন হিসাব করব, তখন তারা দুঃখ পাবে।'

'তা হতে পারে। আমার মনে হয়. এতে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যাবে। তাদের সম্বন্ধে আমাদের আর কোন চিন্তা থাকবে না…' শু-চিন বলে। কিন্তু তার কথাতে বাধা দিয়ে লি চেন বলে, 'ভাল কথা, ওরা চলে গেলে বেশ ভালই হয়। তাতে সব জিনিস আরো সহজ হয়ে যাবে। তারা নিজেদের একবার প্রত্যাহার করে নিলেই হয় আমরা তখন ঠিকভাবে বীজবোনার কাজে লেগে যেতে পারি। এ না হলে এই মরসুমটা ঝামেলার ভেতর দিয়েই

আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

বক্তব্যের ওপর জোর দেওয়ার জন্য পা ঠুকে শু-চিন বলে, 'আমরা তাদের ছেড়ে দিতে পারি না। বেশি সংখ্যক লোককে আমরা পিছনে ফেলে রেখে এগোতে পারি না। তাদের অবহেলাও করতে পারি না। একটা লোকও দুঃখ পাক আমাদের এরকম চিন্তা করা উচিত নয়। আর আমাদের কোন সহজতর পথ বাছাই করাও উচিত নয়। এভাবে চিন্তা করার অর্থ সমাজবাদেরই বিরুদ্ধাচারণ।'

চোখের পাতা না ফেলেই লি চেন তৎক্ষণাৎ বলে উঠল, 'হুঁ। এটাই হচ্ছে সমস্যাকে দেখার ঠিক পথ। তুমি ঠিক বলছ।'

পান য়ু কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'লি চেন, তুমি এক বিস্ময়।' হাততালি দিয়ে ব্যঙ্গ করে সে বলে, 'যখন শু-চিন বলল, যাক তারা চলে। তুমি বললে, ভাল কথা; যখন সে বলে, তাদের ছেড়ে দিতে পারি না, তুমি সঙ্গে সঙ্গে বললে, `হুঁ তুমি ঠিক বলেছ। অন্যভাবে বলতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, শু-চিন যা বলে সে তো তোমারই কথা। আমি ওরকম হতে পারব না। আমি মনে করি, তাদের বের করে দিয়ে এ ব্যাপারে নিষ্পত্তি করা উচিত।'

'চল আমরা যাই।' শান্তভাবে শু-চিন বলে, 'আমরা আমাদের বাদানুবাদ এখানে থামাব না। আমরা এই প্রশ্নটা নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করব। আমি বাজী ফেলে বলতে পারি যে য়ু পিয়াওয়ের চিলে কোঠায় এর মধ্যেই ভীড় জমে গেছে।'

তার কথাই ঠিক। চিলে কোঠায় সত্যি ভীড় ছিল। যদিও সভার জন্য কোন নোটিশ ছিল না, কিন্তু আসলে ম্যানেজমেণ্ট কমিটির প্রত্যেক সদস্য, যুব লীগের সমস্ত সদস্য, ব্রিগেডের নেতৃবর্গ এবং তাদের উপপ্রধানরা সেখানে উপস্থিত ছিল। পুরুষ এবং নারী, প্রবীন এবং নবীন বেঞ্চিতে বা বিছানায় বসে জোর গুঞ্জন করছিল। লি চেন তার স্বভাব অনুযায়ী মেয়েদের দলে ঢুকে পড়ে লিয়াঙ মি এবং লি চিন-তাওয়ের সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করে দিল। য়ু পিয়াও, লিয়াঙ মান, লি তিন এবং পান চি-চেঙ এর সমন্বয়ে যে কেন্দ্রীয়

আলোচনা করছিল, সেই দলে পান য়ু যোগ দিল। শু-চিন একা বসে তার চারদিকে কে কি বলছে তা গভীরভাবে মন দিয়ে শুনতে লাগল। বাইরে থেকে শান্ত এবং নিরুদ্বেগ দেখাচ্ছিল বটেকিন্তু ভিতরে সে উত্তেজিত এবং উৎকণ্ঠিত হচ্ছিল। তার ছোট মুখমণ্ডলের হাঁ বড় দেখালেও মুখটা দেখাচ্ছিল লালচে এবং চোখের কোণে যে ছায়া পড়েছিল তা খুব কাছ থেকে ভাল ভাবে পরীক্ষা না করলে লক্ষ্যেই পড়বে না। কারণ তার মনের ভিতরে আগুন জ্বলছিল। ঠোঁঠ দুটি ফাঁক করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। সমস্যা যত কঠিন হয় তার বোঝাও তত বাড়তে থাকে। এমন কি তার কালো চোখও তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলে ছিল।

'নরক! নরক!' বলে পান য়ু চিৎকার করে ওঠে। 'আমার ব্রিগেডটা একেবারে ভাগ্যহীন। এমন একটা দিন যায় না যে যেদিন ওরা গণ্ডগোল না পাকিয়েছে। যদি বদমাইশ লোক হয় তাহলে তোমাদের উচিত তাদের এর বাইরে রাখা। আমরা কি দেখি? যখন কোন লোকের পেটে ঘা হয় তখন শরীর থেকে সেটা অস্ত্রপচার করে বাদ দেওয়া হয়। এ ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।'

কড়িকাঠের দিকে চোখটাকে রেখে য়ু পিয়াও দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে। 'হায় আমার কপাল! সমবায়ের এক তৃতীয়াংশ সভ্যই বের হয়ে আসার জন্য সোরগোল তুলছে। যাহোক, আমাকেতো যুব লীগে বিবৃতি দিতেই হবে। বসন্ত শেষ হলেই আমরাও শেষ হব। এখানে আসার আগে আমি নেতৃত্বকে অকপটে বলেছিলাম, আমি চাষবাস সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। তাই আমাকে এখানে না রেখে ভারী শিল্পে পাঠিয়ে দিন। তারা শুনল না। এইমাত্র বলতে পারি, আমাকে বাধ্য করলে আমি যাব। কিন্তু আমি ভাবতে পারিনা যে আমি প্রকৃতই তার উপযুক্ত হব। তোমরা এর পরিণাম দেখছ। হায়, আমার ভাগ্য! যদি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলে কোন কাজে আসে তাহলে আমি গণ্ডগোল পাকানো লোকদের প্রত্যেককে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করব। কিন্তু অনুতাপ করে কোন লাভ নেই। থাপ্পড় খাওয়ার জন্য

প্রস্তুত থাকাই ভাল এবং শেষে তাই ঘটবে।'

এরকম বক্তব্য শু-চিনের একঘেয়ে লাগল। অপরে কি বলছে তা শুনবার জন্য ঘুরতে লাগল। মেয়েরা এত গোলমাল করছিল যে, লোকে কি বলছে তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল না। পান শির কথা শুনবার জন্য সে তার দিকে ফিরল। পান শি বুঝতে পেরেছিল যে তাদের কথা কেউ শুনছে না তাই লি চোন-চিউর সঙ্গে খুব নীচু স্বরে কথা বলছিল।

পান শি বলছিল, 'খুড়ো চোন্-চিউ, আপনার তো ধান চাষের অনেক অভিজ্ঞতা আছে, বলুন তো আপনি কি ভাবছেন। আপনি কি মনে করেন নিবিড় পদ্ধতির চাষ ঠিক ? ভাল হবে ?'

বৃদ্ধ লোকটি তার রূপোলী মাথাটা চুল্কে চোখগুলো ছোট করে পান শির দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে জানবার জন্য ব্যগ্র ছিল যে, নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে পান শির নিজের কোন সন্দেহ আছে কি না। সে বুঝতে পারে যে পান শির মনে কোন সন্দেহ নেই। সে কেবল চাইছে যাতে করে সে নতুন পদ্ধতিকে সমর্থন করে যুক্তি দেখায়। সে তখন বলল, 'কেন এটা কাজের হবে না ? আমার অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করে বলছি যে এই পদ্ধতিতে চাষ ভালই হবে। যারা এই নিবিড় পদ্ধতির চাষের বিরোধিতা করছে তাদের কোন উপযুক্ত যুক্তি নেই। নতুন পদ্ধতির সুযোগ সুবিধাগুলি না দেখেই তারা সব জোর করে চোখ বুজে শুধু এক নাগাড়ে মাথা নাড়াচ্ছে। কোন এক দৈত্য তাদের চোখে যেন যাদুর ঠুলি লাগিয়ে দিয়েছে। কোন কমরেড্ যদি কৃষিকেন্দ্র থেকে এসে আমাদের কাছে বক্তব্য রাখে তাহলে বোধহয় কিছুটা পরিষ্কার করে বোঝা যাবে।'

পান শি প্রস্তাবটির প্রশংসা করে। 'এটা একটা ভাল প্রস্তাব। এক অভিজ্ঞ লোকের সন্ধান করা যাক। এখুনি আমার চেনয়ু-তির সঙ্গে বাজারে দেখা হয়েছে। তুমি কি বুঝতে পেরেছ কার কথা বলছি ? লি চেনের মায়ের কথা। তিনি কিছুটা ছলনাময়ী মহিলা। লি চেনের জন্যে চাইলেন আধ ক্যাটি শূকরের মাংস,

কিন্তু কিছুই পেলেন না। যাইহোক একটা সুন্দর প্রস্তাব দিলেন তিনি। বললেন, যদি আমরা প্রত্যেককে জেলা গবেষণা কৃষিকেন্দ্রে পাঠাই, নিবিড় পদ্ধতিতে চাষবাস কেমন করে চলছে তা দেখেশুনে আসতে বলি তাহলে বেশ ভালই হয়। কিন্তু খুড়ো চোন্-চিউ, আপনি কি মনে করেন যে, লি চেনের মায়ের কথা অত গুরুত্ব দিয়ে কেউ শুনবে?'

'তুমি ভুল করছ, পান শি।' শু-চিন তার কথা থামিয়ে দিয়ে বলে, 'আমি কি এখানে বসে মনযোগ দিয়ে ঐ প্রস্তাব শুনছি না?' তিনজনেই হেসে উঠল।

প্রতিরোধ করা থেকে তাদের সরে দাঁড়ান উচিত কি না এই নিয়ে পান য়ু ও লিয়াঙ মানের মধ্যে ঘরের মাঝখানে ঘোরতর বাকবিতণ্ডা চলছিল। আর এক কোণে ছিল য়ু পিয়াও। কণ্ঠস্বরে বিপদের আশঙ্কা নিয়ে সে লি তিন ও পান চি-চেঙকে বলে, 'এটা সমবায়ের ওপর একটা আক্রমণ। আমাদের সমবায়ের ওপর আক্রমণ করে তারা সমগ্র সমবায় আন্দোলনের ওপরেই আক্রমণ হানছে। এর অর্থ দাঁড়ায় সমাজ বাদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ। ভেব না যে তারা জানে না যে, সারা জেলাতে এই একটাই সমবায় আছে। এই চিন্তা অত্যন্ত মারাত্মক। আমার মনে হয় জেলা পরিষদের সম্পাদকের উচিত সকলের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে দেখা করা। এইটাই ভাল হবে। আমাদের ম্যানেজমেণ্ট কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সারা বছর সমবায় পদ্ধতিতে চাষ করা নিয়ে পুনরায় আলোচনা করে পিছিয়ে পড়া লোক এ সম্বন্ধে কিছু অবহিত হয়েছে কি না দেখার। এখন ওরা ঠিক করেছে নিজেরাই উদ্যোগ নেবে। বিরোধীরা জানে তারা সংখ্যা লঘু এবং সাধারণ আলোচনায় তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠের মতে সায় দিতে হবে। সেইজন্যেই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই প্রথম তারা আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।'

তিনজন মহিলা য়ু পিয়াও-এর দিকে ঠায় তাকিয়ে রইল।

আক্রমণকারীদের ছেড়ে দেওয়া উচিত কিনা সে ব্যাপারে য়ু পিয়াও-এর বক্তব্য তারা বুঝতে পারেনি।

শু-চিন উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়ে বলল, 'ঠিক এই রকমটাই আমরা করতে চাই।'.... য়ু পিয়াওএর বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করে আরও কিছু তিক্ত উক্তি করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার খুড়োর উপদেশ মনে পড়ে গেল—লোকের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উচিত। লীগের কমরেডদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করতে মন সায় দিল না। কারণ তাতে ভবিষ্যতে এক সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেজন্য সে মোলায়েম করে বলে, যেন সে পান য়ুর কথার উত্তর দিচ্ছে: 'আমাদের আরও ধৈর্য ধরে কাজ করা প্রয়োজন। অবশ্য, আমরা নিশ্চয় আমাদের পথে এগিয়ে যাব, পিছনের দিকে ফিরে তাকাব না। সংখ্যা গরিষ্ঠরা সংখ্যা লঘিষ্ঠ-দের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে না এটা একটা অযৌক্তিক চিন্তাধারা। কিছু পরিবারকে ছেড়ে কাজ করলে আপাত দৃষ্টিতে সেটা সহজতম কাজ মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা নিশ্চয় তা করব না। আমরা তা করতে পারি না। সমাজবাদের ভিত্তিতে আমাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজকে আমরা সদ্য খোলা চায়ের দোকানের মত হতে দিতে পারি না। যে প্রথমে চাইবে তাকেই প্রথমে সরবরাহ করা হবে। সুতরাং যারা আগে আসবে তারাই দর কষাকষি করে নিজেদের খাবার জিনিস ধরতে পারবে আর পরে যে সব খদ্দের আসবে তারা কেবল তাদের নিজেদের উপর দোষ চাপাতে পারবে। আমরা কিন্তু অন্য রকম চাই না। আমরা জোর দেব যাতে করে সকলে একত্রে এগিয়ে আসে। যখন আমরা তা করতে পারব তখনই আমাদের কাজে সফলতা আসবে। কিছুক্ষণ আগে খুড়ো লি চোন্-চিউ প্রস্তাব দিয়েছেন যে, কৃষি কেন্দ্রের কেউ এসে আমাদের সামনে বক্তব্য রাখুক। এটা ভাল প্রস্তাব। পান শি লি চেনের মাকে বলতে শুনেছেন যে, খুব ভাল হয় যদি আমরা জেলা গবেষণা কৃষি খামারগুলি ঘুরে দেখি। এটা খুব সুন্দর প্রস্তাব। এখানে বসে বসে আর দীর্ঘ শ্বাস ফেলব না, আর দুঃখ প্রকাশও করতে হবে না। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ে, ঘুরে

ঘুরে লোকের বক্তব্য শুনব আর তারপরে আমরা এখানে ফিরে এসে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করব।'

কয়েক মিনিটের মধ্যে সকলেই নীচে নেমে এল। শু-চিনের মুখে তার মায়ের প্রশংসা শুনে লি চেনের কান লাল হয়ে গেল। আত্ম-সচেতন হয়ে যাওয়ায় কি বলবে তা সে ভেবে পেল না। সে এত লজ্জিত হয়ে পড়েছিল যে সে ঠিকমত পা ফেলতে পারছিল না। হোঁচট খেতে খেতে, প্রায় পড়তে পড়তে সে সারা রাস্তাটা গেল।

পরিস্থিতি জানানোর জন্য য়ু পিয়াওকে জেলা আপিসে যেতে হবে। যাওয়ার আগে শু-চিন্ হাত ধরে বলে, 'তুমি গিয়ে তাদের সব বলবে। সব কিছু যে ভালভাবে চলছে তা নয় তবে সবই ঠিক হয়ে যাবে। অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার পক্ষে আমাদের যথেষ্ঠ শক্তি আছে। সে সম্বন্ধে জেলা আপিস আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারে। তাদের যদি নতুন ভাল কোন উপদেশ থাকে তাহলে তা আমাদের জানাতে পারে।'

য়ু পিয়াও জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি যে-রকম বলছ ঠিক সে রকম আস্থা কি তোমার আছে?'

শু-চিন বলল, আর তো দৃঢ় প্রত্যয় ছিল কিন্তু কিছু কিছু লোক ভিন্ন পথে চলে গেল যে।'

শু-চিন টাউনশিপ গভর্নমেণ্ট দপ্তরে গেল। সে ভাবল, যখন সে দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বলে তখন সে নিশ্চয় মিথ্যে কথা বলছে না। সমাজবাদের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আর সমবায়ের বেশি সংখ্যক সভ্যেরই তাই ইচ্ছে। এইটাই ঘটনা। এটাকে মুছে ফেলে সরিয়ে দেওয়া যায় না। সমবায়ের সাফল্য ছাড়া আর সবই সে ভুলে গেছে। প্রত্যেকে সেটা বিশ্বাস করে আর তার জন্যেই সকলে তাকে সব বিষয়ে সাহায্য করে। কিন্তু এ ছাড়া আর কি ধরনের অসুবিধা তার থাকতে পারে? কি পদ্ধতি সে অবলম্বন করবে? সে সুনিশ্চিত হতে পারে না। তার মনে একটা দুর্ভাবনা আছে সেটি হল এই যে যখন সে-দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বলে তখন সে

আবেগী এবং বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে। সে ভাবে, আমি কি কোন দর্পোক্তি করছি!

এই দুর্ভাবনা নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে টাউনশিপ গভর্নমেণ্ট আপিসে গিয়ে পৌঁছায়। দলের সম্পাদক ছিল উ নামে এক মাঝ বয়সী, সুস্থ সবল ব্যক্তি। সে আবার কৃষক সমিতিরও সভাপতি ছিল। শান্তভাবে সে শু-চিনের বক্তব্য শোনে এবং এমন নম্রভাবে মৃদু হাসে যে মনে হয় যেন সে সমস্যার গভীর মর্ম বুঝতে পেরেছে।

ঠিক সেদিন বিকেলেই সে পার্টির শাখার সভা ডাকার কথা দিয়েদিল। কিন্তু সে ভালভাবে স্মরণ করিয়ে বলল, 'সভাতেও মতান্তর হবে এবং গোটা ব্যাপারটা খুব সহজ সরল হবে না। এ ছাড়া অন্য কিছু হলে আমার মনে দুশ্চিন্তা হবে। কিন্তু শু-চিন, তোমার উপর আমি ভরসা রাখি। তুমি সাহসী। কোন বাধা অতিক্রম করা যায় না এ কথা তুমি কখনই মনে কর না।' শু-চিনের কাঁধ চাপড়াতে চাপড়াতে অর্দ্ধেক গুরুত্ব, অর্দ্ধেক ঠাট্টা মিশিয়ে সে বলল।

শু চিন কিছুটা অস্বস্তি নিয়েই টাউনশিপ গভর্ণমেণ্ট দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসে। উদ্দেশ্যহীন ভাবে পায়চারি করতে করতে সে জেলা পার্টি কমিটির আপিসে ঢোকে। তার মনে হল ভেতরে কেউ আছে। ঘটনাক্রমে জেলা পার্টি সম্পাদক ভিতরে ছিল। সে উত্তর অঞ্চলের অধিবাসী। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সে দক্ষিণাঞ্চলে আসে এবং পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ করে দক্ষিণাঞ্চলেই থেকে যায়। সে অধৈর্যের সঙ্গে দ্রুত কথা বলে। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। সুবিশ্লেষণ করার মত মন তার আছে। তার বয়স মাত্র তিরিশ কিন্তু শু-চিনের চেয়ে তাকে দশ বছর বড়ো দেখাচ্ছিল। সে অতিথিকে সিগারেট এবং কড়া চা খেতে দেয়। গত হপ্তায় গ্লোরি এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভে কি ঘটেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ শু-চিন তাকে দেয়। 'আমি আশঙ্কিত!' বিবরণের শেষে শু-চিন আরও বলে, 'কমরেড য়ু পিয়াওয়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা না করাই আমার প্রধান অপরাধ হয়েছে। পান য়ুর সঙ্গে ঠিকভাবে সহযোগিতা না করাও আমার

অপরাধ হয়েছে মনে হচ্ছে। আমি আমার নিজের মতের ওপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। আমি……' ইশারায় জেলা পার্টি সেক্রেটারি তাকে বাধা দিয়ে বলে, 'আত্মসমালোচনা করার সময় এখনও আসে নি। সমস্যাটি কি এবং তুমি তার জন্যে কোন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছ তা বিস্তারিতভাবে আমাকে বল। মানে, আমি বলতে চাই তুমি কি এখনও কৃষকদের শিক্ষিত করার এবং বোঝানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছ?'

কিছুটা দ্বিধাগ্রস্থভাবে শু-চিন উত্তর দেয়, 'আমরাতো এখনও তাই করে চলেছি। কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য ফল এখনও আমাদের চোখে পড়ছে না।'

সেক্রেটারি মৃদু হাসে। চাওয়াঙ গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে তার সম্যক ধারণা আছে। গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের, এমন কি সাধারণ কৃষক পরিবারের হাঁড়ির খবরও সে রাখে। শু-চিনের কাপে আর একটু চা ঢেলে সে বলে, 'তুমি যা করেছ তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কৃষকদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। ঢিলা দিলে চলবে না। মনে রেখ, এসব কাজের উল্লেখযোগ্য ফল দু একদিনে দেখতে পাবে না। ভালভাবে জিনিসগুলো অনুধাবনের জন্য কৃষকদের সময় দিতে হবে। লিয়াঙ ওয়াই এর ব্যাপারটাই ধর। আমার মনে পড়ে, ভূমি সংস্কারের সময় সে ছিল একজন অসুবিধা সৃষ্টিকারী দরিদ্র কৃষক কিন্তু শেষে আমরা কি তাকে আন্দোলনে পাইনি?' এরপর বেশ কিছুক্ষণ কথা না বলে সেক্রেটারি ধীর স্থির ভাবে প্রতিপক্ষের কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করে।

শু-চিন অনুভব করে যে সে এমন একজনকে পেয়েছে যে গোটা ব্যাপারটা বোঝে এবং সহানুভূতিশীল। জেলার পার্টি সেক্রেটারি জিজ্ঞেস করে, 'য়ু পিয়াও ও পান য়ুএর চিন্তাধারা সম্বন্ধে তোমার মতামত কি?' শু-চিন নীরব থাকে।

শেষে সেক্রেটারি বলে, 'তুমি তাদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিতে পার। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলব। অবশ্য, এটা ঠিক

যে শত্রুদের অন্তর্ঘাতমূলক কাজের প্রতি সব সময় সতর্ক থাকা উচিত। যুব লীগের সকলে যাতে সজাগ থাকে এবং সব কিছুর উপর লক্ষ্য রাখে তার চেষ্টা করবে। আর সেই সঙ্গে সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সাহায্য নেবে। গুজব ছড়াচ্ছে বা উৎপাদনে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাচ্ছে বলে কুৎসা রটিয়ে কিছু লোকের পিছনে লাগা অত্যন্ত ভুল। পান য়ুএর প্রস্তাব এমন কি খারাপ প্রস্তাব? তুমি যদি কৃষকদের সঙ্গে কোন রকম রূঢ় এবং কর্কশ ব্যবহার কর তাহলে কোন ফল পাবে না। পারস্পরিক সাহায্যের এবং কো-অপারেটিভ আন্দোলনের ক্ষেত্রে সেটা অন্তর্ঘাত-মূলক কাজেরই সমতুল্য হবে।'

নিজের পিছনে পার্টির সেক্রেটারিকে পেয়ে শু-চিনের উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে গেল। খুব সহজভাবে সে কথা শুরু করে, 'আর একটা সমস্যা আছে। আমরা এখনও তার সমাধান করতে পারি নি। অল্প গোছা করে চারা বোনা এবং নিবিড় পদ্ধতিতে চাষের ব্যাপারে আমরা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ লোককে এখনও দেখাতে পারছি না। এই পদ্ধতির উৎকর্ষতা প্রমাণের অভাবে লোকে এই পদ্ধতিতে সন্দেহ প্রকাশ করছে।'

'হুঁ', তুমি মূল কারণটা ধরতে পেরেছ। গ্রীষ্মকাল হলে খুব সহজ হত। কিন্তু এখন তো মোটে বসন্তকাল শুরু হয়েছে। শস্যতো দেখান যাবে না! যাই হোক, টেকনিক্যাল ষ্টেশনের লোককে জিজ্ঞাসা করা, তাদের আনিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা এবং জেলা কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে এখানকার লোককে নিয়ে যাওয়ার সম্বন্ধে তোমার যে প্রস্তাব ছিল তার কতদূর কি করলে? প্রস্তাবগুলো কিন্তু ভাল ছিল। ফিরে গিয়েই তুমি কাউকে পাঠিয়ে ব্যবস্থা করবে। মনে রেখ যে লোকের মতিগতি পরিবর্তন করতে হলে এই একটা কাজই যথেষ্ট নয়, আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আছে।'

শু-চিন্ সাগ্রহে প্রশ্ন করে, 'আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি আছে?' আলোচনার ফলে সে অনেক সাহস ও শক্তি পেয়ে প্রশ্ন করল।

'সমষ্টিগত ও দলগত চিন্তাধারাই হচ্ছে সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে লোকে এখনও বিশ্বাস করে যে, ব্যক্তিগতভাবে কোন লোক তার নিজের জন্য সুখীজীবন সৃষ্টি করতে পারে। তারা এখনও বোঝে না যে কেবলমাত্র সমষ্টিগতভাবেই সুখীজীবন লাভ করা যায়। আর সেইজন্যেই তুমি নিবিড় চাষ সম্বন্ধে যত রোমাঞ্চকর কথাই বল না কেন তা কার্যকরী হবে না। তোমার প্রধান কাজ হবে লোকের মনে এই বিশ্বাস জাগানো যে সমষ্টিগত শক্তিই হল আসল শক্তি; তা থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না। এখন, লি চোন-চিউ কেন নিবিড় চাষ পদ্ধতি বিশ্বাস করে? কারণ এটা নয় যে, বহু বছর চাষ করার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, কারণ হচ্ছে এই যে সমষ্টিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্যেরা যে চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠিত করেছে তাতে তার বিশ্বাস আছে। আরও কারণ হচ্ছে এই যে তোমাদের কো-অপারেটিভে সমষ্টিগতভাবে আরো বেশি শস্য ফলাতে পার কি না তা সে দেখতে চায়। আমার মনে হয়, পিছিয়ে পড়া সেই স্ত্রীলোক গুলি, অল্প গোছা ধান বোনা পদ্ধতিতে সারা বছর চাষ করে, বেশি ফসল যদি ঘরে তোলেও তবুও তারা এর বিরুদ্ধে বলবে। কারণ তুমি জান যে অল্প গোছা ধান বুনতে সময় বেশি লাগে এবং আগাছা উপড়ানো ও ধানা কাটা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে একটু বেশি কাজ করলে সমষ্টির পক্ষে মঙ্গলজনক হয় বলেই তারা বেশি কাজ করতে অনিচ্ছুক।'

দুশ্চিন্তায় গভীর দুঃখে শু-চিন মাথা নুইয়ে আধবোজা চোখে জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে এখন কি করা যায়?'

'ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি তোমাকে করতে যাচ্ছিলাম?' সেক্রেটারি মৃদু হেসে বলে, 'তুমি কি করবে ঠিক করেছ? তোমাকে বুর্জোয়া চিন্তাধারা এবং সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ ব্যাপারে তোমার প্রস্তুতি আছে তো? কোন্ পদ্ধতিতে তুমি এগোবে?'

'কোন্ কোন্ পদ্ধতি আমাদের আছে?' শু-চিন বলে উঠল, 'আমাদের কো অপারেটিভে বহু সভ্য আছে যারা সমষ্টিগত ভাবে

কাজ করার পদ্ধতি বিশ্বাস করে। গভীরভাবে বিশ্বাস যারা করে আমরা যদি তাদের দিয়ে পিছিয়ে পড়া লোককে প্রভাবিত করতে পারি তাহলেই আমরা সফল হবো। আর আমাদের কি পদ্ধতি আছে? আমাদের জনগণই আমাদের সম্পদ।'

'চমৎকার! তুমি যেভাবে বলছ সেভাবে এগিয়ে যাও। আমরা নিশ্চয় চাওয়াঙ গ্রামকে শস্য ভাণ্ডারে পরিণত করতে পারব। কিন্তু তোমার নিজের মধ্যে আরও বেশি আস্থা থাকা দরকার। তুমি যুক্তি দিয়ে কাজের বিচার করবে। লোককে শিক্ষিত করাই তোমার প্রধান কাজ। নতুন নতুন পথের সন্ধান করবে। তোমার অনেক জনবল আছে। তোমার গ্রামের যুব লীগের সভ্যরা হচ্ছে সমাজ-বাদের অঙ্কুর বিশেষ। তুমি তাদের সযত্নে বিকশিত করে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলবে যাতে তারা আরও পাঁচজনকে বোঝাতে পারে। প্রথমেই অতীতের সারসংকলন করে তার বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করতে শেখাবে। তোমার ক্যান্টনের গীতিনাট্যে এরকম কথা কি নেই যে, বর্তমানের বিষয় চিন্তা কর আর অতীতের কথা মনে রেখ? তোমার সভ্যদের স্মরণ করান উচিত যাতে তারা ভেবে দেখে কেমন করে তারা মুক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করেছে এবং এখন তারা কেমন করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে।'

অবশেষে শু-চিন চলে আসবার জন্য দাঁড়াল। সেক্রেটারি আবার তাকে ডাকে, 'দয়া করে শুনে যাও, এক মিনিট। তোমার বিরুদ্ধে আমার একটা কথা আছে। আমি জানি তুমি তোমার ঘরবাড়ি সম্বন্ধে আদৌ মাথা ঘামাও না। এটা কিন্তু মোটেই ভাল নয়। স্ত্রীকে তোমার ঠিকমত সাহায্য করা উচিত। সংসারের সমস্ত ভার তার একার উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয় তার ওপর অত্যন্ত বেশি ভার চেপে গেছে।'

জেলা কমিটির আপিস থেকে বেরিয়ে এসে তার মনে হল যে তার আস্থা অনেক বেড়ে গেছে। মুখটা হাসিতে ভরে যায়। চওড়া বুকে হাত বুলিয়ে তার মনে হয় যেন সে এখন সর্বেসর্বা।

য়ু পিয়াওয়ের চিলে কোঠায় আবার লোক ভরে যায়। বসন্ত-কালের খাদ্যের ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে কৃষকদের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে অনুদান এসেছে এবং ম্যানেজমেণ্ট কমিটির সদস্যরা কিভাবে তা বিলি করবে সেই আলোচনায় ব্যস্ত। তারা যেভাবে এবং যতই আলোচনা করুক না কেন, মনে হল, বিলি করার অর্থের অঙ্ক খুব বেশি নয়। শু-চিনকে সমস্ত বলার পর সে প্রশ্ন করে, 'কত কম পড়ছে?'

পান চি-চেঙ নামে একজন কর্মকর্তা উত্তর দেয়, 'খুব একটা বেশি নয়। ষাট-সত্তর ইয়েন হবে। ওটুকু অর্থ যদি আমাদের হাতে থাকত তাহলে প্রত্যেকের মনেরমত অর্থ ভাগ করে দেওয়া যেত।'

'যাদের প্রয়োজন কম তাদের বাদ দিতে পারি না?' শু-চিন জিজ্ঞাসা করে।

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে পান বলে, 'ওভাবে চিন্তা করলে আমরা অন্য কোথাও কিছু কি পাব।'

শু-চিন তৎক্ষণাৎ তাকে বলে, 'তাই করে ফেল।' তারপর বলে, 'আচ্ছা তুমি আমার জন্য কত অর্থ বরাদ্দের কথা ভাবছ?'

কথার মাঝখানে লি চিন-তাও মৃদু হেসে বলে, 'আমি যদিও নারী প্রতিনিধি তাহলেও পুরুষদের বিষয়টাও ভালভাবে বুঝি। অর্থ বরাদ্দ আলোচনা প্রসঙ্গে বলছি। তোমার জন্যে আমি কুড়ি ইয়েন ভেবে রেখেছি। খুব একটা কম নয়, কি বল?'

শু-চিন বিস্ময়ে মুখ কুঁচকে চোখ মেলে বলে, 'না, এখন মোটেই না। আমার এখন অর্থের টান পড়েনি। তুমি আমার ভাগটা কেটে বাদ দিতে পার।'

পান চি-চেঙ এবং অন্য কর্মকর্তারা বিষয়টা ভালভাবে বিবেচনা করে শু-চিনের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে মনস্থ করল। তার ভাগটাতো কেটেই দিল উপরন্তু আরও দুতিন জনের ভাগ কাটল। আর এইভাবে সমস্ত ব্যাপারটার সমাধান হল।

লি চেন সব শুনে রাগে ভ্রু কুঁচকালো। যেহেতু চাঙ-হাও তার ব্রিগেডে ছিল, সেইহেতু সে শু-চিনের হাঁড়ির খবর জানত। সে

কিছু বলতে চাইল কিন্তু পাছে লোকে অন্য কিছু বলাবলি করে সেই জন্য সে মুখ খুলতে পারল না।

সেদিন বিকেলে শু-চিন ব্র্যাঞ্চের মিটিংয়ে যোগ দেওয়ার জন্য টাউনশিপ গভর্নমেণ্ট আপিসে গেল। সূর্যাস্তের সময় লিয়াঙ মান, শি এবং লি তিন তিনজনে গ্রামের প্রান্তে, ছোট একটা গুদামে, তার ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তারা অপেক্ষা করতে থাকলেও তার দেখা মিলল না। কৌতুক প্রিয় লি তিন বলে, 'মজার ব্যাপার ঘটেছে। বোধহয় মিটিংয়ের শেষে তারা তাকে ভোজ-সভাতে নিয়ে গেছে?'

লিয়াঙ মান বলে ওঠে, 'বাজে বোকো না। আমার মনে হয় মিটিং ভালভাবে চলে নি।' সূর্য অস্ত না যাওয়ার আগেই তারা শু-চিনকে ফিরে আসতে দেখতে পেল। মুখটা তার লাল হয়ে গেছে। রাগে চোখটা বেরিয়ে আসছে। মন মরা হয়ে সে ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিল। তাদের কাউকে শু-চিনের দেখার আগেই তারা তিনজনে তাকে লক্ষ্য করে। সভাতে কি হয়েছে এই নিয়ে সে যেন তখনও মাথা ঘামাচ্ছে।

বাস্তবিকপক্ষে পার্টির ব্র্যাঞ্চের মিটিংয়ে তার প্রস্তাব সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করেছে। আলোচনার সময় মতপার্থক্য হয়। কেউ বলল, কো-অপারেটিভ তার নীতিতে অটল থাকবে; কেউ বলল কো-অপারেটিভকে আরো একটু ছোট করে ফেলতে হবে; কেউ বলল, কো-অপারেটিভ ছেড়ে দেওয়ার কথা যারা ভাবছে তাদের সমস্যাটা হচ্ছে আদর্শগত সমস্যা; অন্যান্যরা বলে, এটা ধনী কৃষকদের উস্কানিতেই হচ্ছে। আবেগে এবং ধৈর্যের সঙ্গে অপরে যা বলে সে সব কিছু শোনে আর ভাবে, একজন টাউনপিশ গভর্নমেণ্টের অফিসারের কথা। এক ইতর লোকের একটি ঘটনা। লোকটা নাকি নিজেকে ধন্বন্তরী ডাক্তার বলে জাহির করে, কিন্তু আসলে সে গুজব রটনাকারী। যে সব গুজব এখন রটছে সেগুলো তারই সৃষ্টি। প্রতি-বিপ্লব মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং কো-অপারেটিভ থেকে ছেড়ে

যাওয়ার সমস্যা সম্বন্ধে কো-অপারেটিভ সভ্যদের কিছু করতে হবে। সময়োচিত ঘটনা স্মরণ করানোর জন্য শু-চিন কৃতজ্ঞ। চেন চি নামে আর একজন অফিসার, যে আগে চাওয়াঙ গ্রামে কো-অপারেটিভ স্থাপন করার বিরোধিতা করেছিল সে এখন উপদেশ দিয়ে ঘোষণা করে যেগ্লোরি এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ ভেঙে দেওয়া উচিত। দাবী করে যে সে সব সময়ই ঠিকই করে থাকে। তার মত যে চাওয়াঙ গ্রামের লোক কো-অপারেটিভ চালানোর মত রাজনৈতিক স্তরে পৌঁছায় নি আর তারই জন্য এত চেষ্টার পরেও লোকে কো-অপারেটিভের সভ্য থাকতে চাইছে না। সে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যে শীঘ্রই সকলে কো-অপারেটিভ ছেড়ে দেবে এবং তখন সমস্যা আরও ঘনীভূত হবে। শু-চিন আর সহ্য করতে না পারে চেন চির সঙ্গে তর্ক শুরু করে দেয়। সভার অন্যান্যরা অনুরোধ করল যে, চেন চির মতামত ঠিক নয়। কিন্তু সে ঠাণ্ডা মস্তিস্কের এবং শান্ত প্রকৃতির লোক। যদিও তারা জানে যে শু-চিনের মেজাজ খারাপের যথেষ্ট কারণ আছে তাহলেও ঝগড়া করা ঠিক হবে না। শু-চিনকে অল্প আলোকে দেখা গেল। চেন চির সমালোচনা করার সময় তাদের ছিল না। গ্লোরি কো-অপারেটিভের সমস্যার ব্যাপারে তার ভুল দৃষ্টিভঙ্গীর অসম্মতি প্রকাশ করারও তাদের সময় ছিল না। রেগে গিয়ে মাথা গরম করার জন্য তারা তখন শু-চিনের সমালোচনায় ব্যস্ত। অবশ্য অবশেষে সভার সকলে শু-চিনকেই সমর্থন করল এবং যেভাবে সে বিষয়গুলি নিয়ে এগিয়েছে তাও সমর্থন করল। কিন্তু চেন চির হঠাৎ আক্রমণ তার মনে এরকম দাহ সৃষ্টি করে যে সে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করে দেয়।

গ্রামের কাছাকাছি আসার পর ব্র্যাঞ্চের মিটিংয়ে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে তা জানবার জন্য ঐ তিনজন উৎসুক হয়ে তার কাছে গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত সে বলে ওঠে, 'তোমরা তিনজনে ভেবে দেখ। তোমরা কি মনে কর যে তোমাদের রাজনৈতিক চেতনা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তোমরা কো-অপারেটিভের সভ্য হতে পার ?'

তার ঐ তিন বন্ধুর কারও মুখে কথা সরলো না। নিজের উত্তেজনার কথা ভেবে সে না হেসে পারল না। গ্রামে ঢুকে পরে তাদের পার্টি ব্র্যাঞ্চের মিটিংয়ের বিস্তারিত আলোচনা সম্বন্ধে কিছু না বলে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা সংক্ষেপ করে বলল। প্রধান সমস্যা হচ্ছে যে তারা খুঁজে বের করতে চায় কো-অপারেটিভের ভেতরে অসন্তোষের মূল কারণটি কি এবং তা সমাধান করার জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করতে চায়।

বলার শেষে শু-চিন তিনবন্ধুকে প্রশ্ন করে, 'আমাদের অসুবিধার মূল কারণটা কি তা কি তোমরা বলতে পার?' চলার সাথে সাথে তাদের মনে এই প্রশ্নটা অনুরণিত হতে থাকে। লিয়াঙ মান শু-চিনের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটল। হঠাৎ মুখটা তার কানের কাছে নিয়ে বলে, 'আমি একটা সূত্র পেয়েছি বটে তবে বুঝতে পারছি না আমার সেটা ঠিক কিনা।' অপর দুজন তার ফিসফিসানি শুনে তাকে বলবার জন্য পীড়াপীড়ি করে।

'আমার মনে হয়,' সে বলে, 'এর মূলে আছে খুড়ো ওয়াই। তার দৃষ্টিভঙ্গীর ওপরই নির্ভর করছে: তিনি কি সমষ্টিগত কাজে বিশ্বাস করেন না ব্যক্তি-গতের প্রচেষ্টার ওপর তার বিশ্বাস আছে? লি য়ু এবং লিয়াঙ টুঙ এবং আরো অনেককে প্রশ্ন করেছি কিন্তু সবাই কম বেশি এই উত্তর দেয়: তুমি যা বলছ তা সবই সত্য কিন্তু যখন চেয়ারম্যান নিজেই লিয়াঙ ওয়াইয়ের কো-অপারেটিভ ছেড়ে চলে যাওয়াতে রাজী হয়েছে তখন আমরাই বা নিজেদের বাদ করে নিতে পারব না কেন? যদি খুড়ো ওয়াইকে নিয়ে সমস্যা না থাকে তাহলে অন্যান্য সমস্যার মোকাবিলা করা শক্ত হবে না।'

শু-চিন অপর দুজনের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করল। তারা নিরুত্তর ছিল। যদিও তাতে তারমন সায় দিচ্ছিল না তবুও সে মনে মনে অনুভব করে যে, লিয়াঙ মানকে বাদ দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে বলে, 'আই, আমি কখনই এরকম জিনিসের সঙ্গে আপোষ রফা করিনি।'

সাত

পরের দিন ভোর বেলায় লিয়াঙ-এর বাড়িতে জলযোগের জন্য পর্যাপ্ত ভাত ছিল না। ঋণ পরিশোধের পর ধার করা অর্থের খুব সামান্যই বাকি পড়েছিল। চাঙ-হাও ঠিক করল যে নিয়মিত রান্না ভাতের বদলে জোলো মাড় খেতে দেবে। শু-চিন ও তার স্ত্রী দুজনের দুবাটি নিয়ে খেতে বসল; তাদের ইচ্ছে করল আ-য়ুর ভাগটা যেন বেশি হয়। বাস্তবিক পক্ষে, একবার শু-চিন ভুল করে সংসারের সব জলযোগ খেয়ে নেওয়ার ফলে শিশুটিকে যে অভুক্ত থাকতে হয়েছিল সেটা সে ভুলে যায়নি। খাওয়ার সময় সজাগ থাকার শিক্ষা সে অভিজ্ঞতা থেকে লাভ করেছে। আজ সে তার নিজের ক্ষুধা জোর করে চেপে রেখে গোগ্রাসে আ-য়ুর নরম ফেনে-ভাতে খাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে ছিল।

আগ্রহ সহকারে সে বলে, 'আ-য়ু আমার, কেমন খোশ মেজাজে আজ ভাত খাচ্ছ!' ভাত ভালভাবে খাওয়ার জন্যই সে তাকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে। 'আমি বাজী ফেলতে এর আগে কখনও তুমি এত উপাদেয় ভাতের ফেন খাওনি। এবার একটু শালগমের চাটনি চেখে দেখ—মনে হবে যেন মচ্‌মচে সিম ভাজা। আচ্ছা, তুমি তোমার বাটিটা ভরে নাও। এগিয়ে এস, লক্ষ্মীটি, আরও একটা নাও।' পাছে কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটে, এই ভয়ে, সে স্ত্রীর দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

সে মনের এত জোর কোথা থেকে যে পেল তা চাঙ-হাওয়ের পক্ষে বোঝা কষ্টকর হল। গত কয়েকদিন সে উৎকণ্ঠায় কাটিয়েছিল। উপেক্ষা করেছে ওদের এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে সে নতুন আলোকে স্বামীর দিকে তাকায়। আগে ভূমি সংস্কারের সময় সে বুঝতে পেরে-ছিল যে শু-চিন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সকলে তাকে ভালবাসে এবং শ্রদ্ধা করে। সে সময় সে নিজেও বাকি সকলের সঙ্গে কাজ করেছিল এবং মেনে নিয়ে ছিল যে তার সঙ্গে কাজ করা শুধু সম্মানের নয়, আনন্দেরও বটে। তারপর তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর সে

কম্যুনিটির বিষয়ে কাজ করা ছেড়ে দিল। তার প্রতি আগে যে ধারণা ছিল সেটা ক্রমশ ম্লান হয়ে যেতে লাগল। বর্তমানে সে আর, আগের মত, তার স্বামীর কাছের মানুষ নয়। আর তারই জন্যে তার কাছে প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ভোরের আলোর মত তার কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হল যে তার স্বামী গোটা গ্রামের মধ্যমনি, তাকে সকলেই ভালবাসে। আর সেও গ্রামের সবাইকে ভালবাসে। আসলে তার থেকে গ্রামবাসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক-বোধ আরও গভীর। এতে সে উৎফুল্ল বোধ করে কিন্তু এটা বুঝতে পেরে সে আবার বিস্মিতও হয়। 'যদি এই হয়, তাহলে আমি কি করব ?' মনে মনে সে বলে, কিন্তু কোন উত্তর খুঁজে পায় না। লক্ষ্য করে তার ছোট মেয়েটিকে তৃপ্তি ভরে খেতে। যখন সে চতুর্থ বাটিটা টানতে যায়। সে ভাবে, তাকে বাধা দেবে। 'অনেক খেয়েছ, ঐ বাটিতে বাবার জন্য কিছুটা রাখ।'

অবশেষে শু-চিনও তার স্ত্রীর মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল। 'ওকে খেতে দাও, আমার খিদে নেই।' সে বলল।

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেও চাঙ-হাও জানে স্বামীর দৃষ্টি কিন্তু তার ওপরেই আছে। 'তুমি ক্ষুধার্ত নও ? তুমি কি ভাব যে, তোমাকে রোজ রোজ লোকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবে ? আমি শুনেছি যে ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের ঋণ দিয়েছে। বসন্তকালটা কাটিয়ে ওঠার জন্য কিন্তু আমরাতো আমাদের ঋণের অংশ বিলিয়ে দিয়েছি। অবশ্য অপরের যত যায় ততই ভাল কিন্তু আমাদের খাবার কি জুটবে ? আর বাচ্চাটাই বা কি খাবে ?'

সে যা বলল তা যথার্থ এবং যুক্তিসঙ্গত। কোন গালাগালি না করে শান্ত এবং অসহায়ভাবে সে কথাগুলি বলে। কিন্তু এতে শু-চিনের পক্ষে কোন কথা বলা আরও কষ্টকর হয়ে উঠল।

এরকম অস্বস্তিকর মুহূর্তে লিয়াঙ মি দরজায় এসে দাঁড়াল। সে এসে শু-চিনকে একটা খবর দিল : প্রথমে সে জেলা শহরে যাচ্ছে কো-অপারেটিভের লোকেদের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শনের

ব্যবস্থা করতে; দ্বিতীয়ত, সে যাবে কাউন্টি মহিলা ফেডারেশনের সভাতে; এবং শেষে শস্যের জন্য মার্কেটিং কো-অপারেটিভের যে অনুদান এসে গেছে তা কো-অপারেটিভ সভ্যদের কাছে বিক্রি করতে হবে এবং অতি অবশ্যই অন্যান্যদের সঙ্গে অনুদানের বিতরণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাবে।

পাশ থেকে চাঙ-হাওকে তাদের লক্ষ্য করে। লিয়াঙ মি এমনভাবে কথা বলছে এবং তার শু-চিন এমন ভাবে তার কথা শুনছে যেন সে তার বাবা, ভাই বা স্বামীর চেয়ে কাছের মানুষ। অবশ্য চাঙ-হাও জানে যে লিয়াঙ মি এখনও অবিবাহিত। শেষে যুবতীটি মেয়েলি কণ্ঠে বলে, 'যাওয়ার আগে আমার কাজটা কাকে দিয়ে যাব?'

শু-চিন চুপ করে থেকে প্রশ্নটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আর দৃষ্টিটা একবার চাঙ-হাওয়ের ওপর বুলিয়ে নেয়। কাজটা অন্য কারো দায়িত্বে ছেড়ে দাও। কোন অভিজ্ঞ স্ত্রীলোকের পক্ষেই কাজটা উপযুক্ত হবে।'

যদিও লিয়াঙ মি তৎক্ষণাৎ চলে গেল, তবু এই আলোচনা চাঙ-হাওকে উদ্বুদ্ধ করল। সে বলতে যাচ্ছিল, চিন্তার কিছু নেই, কি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু কোন কথাই উচ্চারিত হল না। তারা কি বিষয়ে আলোচনা করছিল সে সম্বন্ধে তার মোটেই কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু মেয়েটি চলে যাওয়ার বহুক্ষণ পরেও তার কানে কথাগুলি ঘণ্টার মত ধ্বনিত হতে থাকে।

শু-চিন বলে, 'স্ত্রীলোকের পক্ষে কাজটা উপযুক্ত।' লিয়াঙ মি জানে যে শু-চিন অন্য য়ুথ লীগের সভ্য লি চেনের কথা বলেছে কিন্তু চাঙ-হাও ভেবেছে সে তার সম্বন্ধেই বলেছে। সে যাতে আরও কিছু বলে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে এবং কোন কাজ করার জন্য যদি তাকে কিছু বলে তার জবাবটাও সে ঠিক করে রেখেছিল। দুর্ভাগ্যবশত শু-চিন কোন কথা বলল না আর কয়েক মিনিট বাদে য়ু পিয়াওয়ের লোক এসে তাকে নিয়ে চলে গেল।

য়ু পিয়াওয়ের চিলে কোঠায় আসার পথে শস্য বিক্রি করার জন্য

সে যে নিশ্চিত অনুদান পাচ্ছে সে বিষয়ে ভাবতে লাগল। সংসার চালাবে এবং প্রতিদিন ছুবেলা আহারের যোগাড় করবে অথচ চাঙ-হাওকে কোন টাকাকড়ি দেবে না, এটা যে মোটেই ভাল নয় তা সে বোঝে। সে তাকে একটা যুক্তিসম্মত টাকা দেবে যাতে করে সে কয়েক ক্যাটি চাল, কিছু নোনতা শাক শব্জী এবং মাছ কিনতে পারে। তাছাড়া যা কিছু থাকবে তা দিয়ে সে বাচ্চাটির অসুখের সময় গত বছর যে ধার হয়েছিল তাও কিছু শোধ করে দিতে পারবে। তাহলে তখন আ-য়ু রোজ বেশ ভাল করে খেতে পারবে এবং সংসারও চমৎকার ভাবে চলবে। চাঙ-হাও তখন অনুভব করতে পারবে জীবনটা কত সুন্দর। তখন আর সে সব সময় ভ্রু কুঁচকে থাকবে না। মুখের ওপর আর কোন বলি রেখা পড়বে না। চুলের ঔজ্জ্বল্য আবার সে ফিরে পাবে। যে ভাবেই হোক সে সুখী হবে। তার মুখ আনন্দে ভরে উঠবে, কোন খাঁজ রেখা দেখা দেবে না, আর চুলগুলি তার চক্‌চক্ করবে। সে তো এখনও রীতিমত যুবতী। যতই ভাবে ততই সে বেশি করে নিজেকে সুখী মনে করে। পুরোপুরি বোঝবার আগেই সে য়ু পিয়াওয়ের চিলে কোঠায় পৌঁছে যায়।

স্থানটা অন্য সময় যেমন পূর্ণ থাকে সেইরকমই ছিল। ঘরে ঢোকা মাত্রই তার চোখে জ্বলে উঠল লি সাইকে দেখে। তাকে সে মোটেই আশা করেনি সেখানে। কারণ যে ছ জন কো-অপারেটিভ ছেড়ে দেওয়ার জন্য হৈ চৈ করছে তার মধ্যে সে একজন। প্রথমে সে ছিল এক দরিদ্র কৃষক। তারপর এক ধনী কৃষক লি মির সঙ্গে গভীরভাবে রাতদিন থাকাতে কো-অপারেটিভের লোক তার সঙ্গে থাকতে চায় না। য়ু পিয়াওয়ের চিলে কোঠায়, যেখানে রোজ লোকের ভিড় লেগে থাকে, সেখানে সে নিজে খুব কমই আসে। লোকের সঙ্গে তুমুল তর্ক করায় সেই সময় তার মুখ লাল হয়ে গেল। শু-চিনের সামনে পড়ে যাওয়ায় সে কথা বন্ধ করে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্যরাও চুপ করে। কোন ভূমিকা না করেই শু-চিন পান চি-চেঙকে প্রশ্ন

করে জানতে চায় যে, অর্থ এবং শস্য বিতরনের দায়িত্ব কার ওপরে আছে। ‘খুড়ো চি-চেঙ আমাকে বিক্রি করার জন্য কত আগাম শস্য রেখে দিয়েছেন?’ শু-চিন জানতে চায়।

‘আমি আর খাতা দেখতে পারছি না ; আমার মনে হয় পাঁচশো ক্যাটি হবে।’ পান চি-চেঙ উত্তরে বলল।

‘খুবই ভাল করেছেন। কখন আমরা টাকাটা পাব?’

‘আমাদের হিসাব নিকাশ শেষ হওয়ার ওপরই দেওয়া থোয়া নির্ভর করছে। আর বেশি সময় লাগবে না। দুপুরের আগে যদি শেষ করতে পারি তাহলে টাকাটা আমরা বিকেলে পাব আর তোমরা তোমাদের বরাদ্দ অর্থ নেওয়ার জন্য তখন আসতে পার।’

শু-চিনের বুকের ওপর থেকে যেন বোঝা নেমে গেল। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ‘চমৎকার! আমার তো ভাঁড়ে মা ভবানী।’ পুরোনো এই প্রবাদ শুনিয়ে সে সংসারের বাস্তব অবস্থাটা বোঝাতে চেষ্টা করে।

এ সমস্যাটার সমাধান করার পর সে লি সাইয়ের দিকে তাকায়। ‘খুড়িমা, আমার জন্য কি এনেছেন? আগাম শস্যদানা কতটা বেচলেন? আপনি তো আমার বাড়ি চেনেন তবু বহুদিন আপনি আমাদের বাড়িতে আসেন নি।’ তার কথা শেষ হওয়ার আগেই তুমুল গোলযোগ আবার শুরু হল। লি সাই সুযোগ করে নিয়ে বলে, ‘তুমি তো একটা কর্তা ব্যক্তি, সর্বদা ব্যস্ত আর আমি......’ লি চেন শেষ করতে বাধা দেয়। ‘খুড়িমা, আসল বিষয় থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবেন না। আমাদের কাজ করতে দিন আর সেই সময়ের মধ্যে ভেবে বলুন, আপনি ভুল করছেন না ঠিক করছেন। আপনি রাজী হয়েছিলেন পাঁচশত ক্যাটি শস্য আগাম বিক্রি করতে কিন্তু এখন আপনি এক হাজার ক্যাটির জন্য আগাম অর্থ চাইছেন। সেটা কি করে হয়? আপনি কি চান যে, লি পরিবারের প্রত্যেকেই অবিবেচক? এই কথাটি লোকে বলুক।’

তার মন্তব্য সত্ত্বেও বৃদ্ধা অবিচল রইল। ‘এক হাজার ক্যাটি

শস্য আগাম বিক্রি করলে আমার কিছু যায় আসবে না। আমাকে বিক্রির জন্য এক হাজার ক্যাটি শস্য বরাদ্দ কর।'

লি চেন অসহায়ভাবে হাত নাড়ে। 'আপনি কেন দশ হাজার ক্যাটি বিক্রি করবেন না? আপনার তো অনেক আছে তাই না?'

লি চেনকে উপেক্ষা করে শু-চিনের দিকে কাতর ভাবে সে তাকায়, 'হে আমার চেয়ারম্যান, দয়া করুন। আমার যদি এত দারিদ্র্য না থাকত তাহলে ঋণ করতাম না। অতীতে নতুন ফসল ওঠার আগে মাঝের কয়েকটা মাস সামাল দেওয়ার জন্য কিছু দানা বিক্রি করতো। আর প্রত্যেক বছরে আমরা তো এরকম করেই থাকি। কিন্তু এই বসন্তে নতুন এক ভয়ের চিন্তাধারা গজিয়ে উঠেছে। শুনছি কো-অপারেটিভের সদস্যদের খুচরা বিক্রি করতে দেওয়া হবে না। ভাইপো, একবার ভেবে দেখ। আমি শস্যের জন্য ঋণ চাইছি। আর তোমরা সকলে একবাক্যে বাতিল করছ। আমি কো-অপারেটিভে আর থাকতে চাইনা। এ থেকে আমায় ছাড়তে চাও না। কি আর এমন খাওয়া জুটছে? তুমি কি মনে করছ যে আমি ঠাট্টা করে বলছি কো-অপারেটিভ ছেড়ে দেব। আমি ছাড়তে চাই কারণ এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।'

খেদ প্রকাশ করে তার গলার স্বর চড়তে চড়তে একেবারে চিৎকারের মত শোনায়। সকলে কথা বলা থামিয়ে ফেলল কারও কথা কেউ শুনতে পেল না।

শু-চিন বুঝতে পারল যে বাগ মানানো যাবে না এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে সে। 'কি করি', সে ভাবে. 'নিজের টাকাটা আবার ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কি করা যায়? সব সময়েই বা কেন এরকম ঘটছে? হতভাগিনী চাঙ-হাও আর আ-য়ু। বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার দিকে ভাল ভাবে তাকিয়ে সে অন্তরে বেদনাবোধ করল। ধীরে তার চোয়াল দুটি নড়ল, মনে হল সে একটু অস্বস্তি বোধ করছে। তারপর সে বলল. 'আচ্ছা, খুড়িমা, আমি আগাম বিক্রির জন্য পাঁচ শো ক্যাটি রেখেছি, আর এর থেকে যে

আগাম অর্থটা পাব তা আপনার খরচের জন্য দিয়ে দেব। ভবিষ্যতে প্রয়োজন পড়লেই আমার কাছে আসবেন। আমরা সকলে তো এক বৃহৎ পরিবারেরই লোক।'

ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল আর তৎক্ষণাৎ বহু লোকের কণ্ঠস্বরে নীরবতা ভঙ্গ হল।

'এটা সত্যিই অযৌক্তিক', লি চেন বিড়বিড় করে বলে। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ ছিল যে কেউই তা শুনতে পেল না।

আগেই এ ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ বলল যে শু-চিন যখন রক্ষণশীল লোককে তার নিজের অগ্রিম প্রাপ্য অংশ থেকে ঋণ দান করছিল তখন তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল এবং এমন কি সে মৃদু মৃদু হাসছিল। অন্যেরা যারা শু-চিনের সংসারের দুরাবস্থার কথা জানে তারা এসব সিদ্ধান্তের কথা শুনে মাথা নেড়ে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছিল। তার খুড়ো লিয়াঙ ওয়াই এসব শুনে তার স্ত্রীকে বলল, 'এব্যাপারে ছেলেটা বড় বোকা। সে সব সময় মহত্ব দেখাতে চায়। তার কাজ কর্ম তোমাকে মধ্যে মধ্যে পাগল করলেও তোমাকে তার জন্য দুঃখিতও হতে হয়। আমি তোমাকে বলেছি, সে পতাকাদণ্ডের আলোকবর্তিকা বিশেষ এবং তা যথার্থই সত্য। সে দূরবর্তী স্থান সমূহকে আলো দেখায় কিন্তু তার নীচে থাকে অন্ধকার। এখন যদি আমি তার কাছে ধার চাইতাম সে কিছুতেই আমাকে ধার দিত না।'

লি চেন রাগে য়ু পিয়াওয়ের চিলে কোঠা ছেড়ে চলে গেল। সে আজকের ঘটনার কথা ভাবতে থাকে। কো-অপারেটিভে যোগদান করার পর থেকে শু-চিন কোন্ কোন্ কাজ করেছে তা বিশ্লেষণ করতে থাকে। সে ভাবে, পৃথিবীতে কেন এত বিভিন্ন রকমের লোক আছে। একই সূর্যের নীচে সকলে বাস করে অথচ তারা প্রত্যেকে কত ভিন্ন প্রকৃতির। সে ভেবে কোন কূল-কিনারা পায় না কেন কিছু লোক এত হতভাগা। তারা কঠোর পরিশ্রম করে কঠিন সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে আর অন্যেরা ভাগ বসায়। বসে বসে খোশ মেজাজে সমস্ত

ভাল জিনিস উপভোগ করে। সে গভীরভাবে চিন্তা করে, আচ্ছা যারা কঠোর পরিশ্রম করে, যাদের ঘাড়ে সব সময় কাজের ভারী বোঝা থাকে তারা কি এতে সুখ পায়! 'নিশ্চয় তারা সুখী তা না হলে তারা এত কষ্ট করে কেন?' সে মনে মনে উত্তর খুঁজে পায়। কিন্তু কেন যে তারা সুখ বোধ করে? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর সে হাতড়ে পায় না।

বাড়ি গিয়ে প্রথমে তার লক্ষ্য পড়ে দু টুকরো লোভনীয় শূকরের মাংস দরজার ছিটকানিতে ঝুলছে! পান য়ু তখন তার মায়ের সঙ্গে বৈঠকখানাতে বসে।

'ঠিক যে সময় আমরা মার্কেটিং কো-অপারেটিভের অনুদানের বিতরণ সম্বন্ধে আলোচনায় রত ছিলাম সে সময় অত তাড়াতাড়ি তুমি কোথায় সরে পড়লে?' লি চেন পান য়ুএর কাছে যেন এই প্রশ্নের জবাব দাবী করল। এরকম অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে সে অস্বস্তি বোধ করল। কয়েক মিনিট ধরে ভেবে পেল না যে সে কি উত্তর দেবে।

লি চেনের মা উঠে রান্না ঘরে চলে গেল। অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে অবশেষে পান য়ু বলে ওঠে, 'আলোচনায় কি এমন গুরুত্ব ছিল? অনেক দিন আগেই তো আমি তালিকা দেখেছি আর তালিকানুযায়ই তো আমাদের কাজ করতে হবে। মোটের ওপর আমরা হচ্ছি কর্মকর্তা। আমরাতো আর বিভিন্ন সভ্যের তুলনায় বিশেষ সুবিধা পাচ্ছি কি? নিশ্চয় নয়?'

লি চেন তার দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়। 'তুমি সব ব্যাপারটাই সরল মনে কর। তোমার চলে যাওয়ার পরই লি সাই দাবী আদায়ের জন্য সোচ্চার হয়। সে দ্বিগুণ অংশ দাবী করে বসে।'

রেগে সে বলে ওঠে, 'সেটা কি করে সম্ভব? সেটা নিছক স্বার্থপরতা। তার মত স্বার্থপরের সমাজবাদে অংশ গ্রহণ করার কোন অধিকার নেই। তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্রভাবে সংগ্রাম শুরু করব যাতে করে সে নিজের ভুল স্বচক্ষে দেখতে পায়।' তারপর পান য়ু

বুঝতে পারে যে সে বাড়াবাড়ি করছে সেইজন্য সে নম্রভাবে প্রশ্ন করে, 'লি চেন তুমি কি এটা মনে কর না?'

লি চেন মাথা নাড়ায়। 'শু-চিন তার নিজের অংশটা তাকে দিয়েই সমস্যার সমাধান করে।'

পান য়ু কিছুক্ষণ ধরে বিষয়টা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, শু-চিন ভালভাবেই সমস্যাটির মোকাবিলা করেছে। মোটের ওপর চেয়ারম্যান একজন সৎ এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তি। কিন্তু পান য়ু কেমন করে লি চেনকে এ বিষয়ে সায় দেবে। সে এ ব্যাপারে কিছু বলতেই পারল না।

'এরকম জিনিস চলতে দেওয়া খারাপ।' সে বলল। 'একবার যদি এই স্বার্থপরদের সুযোগ দাও তাহলে তাদের স্বার্থপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। কিছু সময়ের জন্য তাদের সরিয়ে দেওয়া দরকার। আর যখন তারা সজল চোখে হাঁটু গেড়ে তোমার কাছে এসে বসবে তখন তুমি তাদের প্রশ্ন করবে, ধনতন্ত্রের থেকে কি সমাজতন্ত্র ভাল নয়?'

রাগে, ক্ষোভে লি চেন প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'তুমি ভুল করছ। তুমি সম্পূর্ণ ভুল করছ। কোন পরিবারকে কো-অপারে-টিভের আওতার বাইরে রাখা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তোমার পদ্ধতিটা অত্যন্ত নির্মম হবে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা সকলেই সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাব আর সেইজন্যেই তোমার পথটা আমাদের কোন কাজেই লাগবে না।'

পান য়ু শান্ত হয়ে চুপ করে রইল। 'কো-অপারেটিভের ভেতর ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা অত্যন্ত খারাপ।' সে মন্তব্য করে। 'এ বিষয়ে কিছু করার নেই। এ ব্যাপারে আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। মনে কর, আমাদের এখানে সমাজতন্ত্র আছে। যারা এতে যোগ দিতে চায় তারা আসুক কিন্তু যারা অনিচ্ছুক তাদের আসার কোন প্রয়োজন নেই। একেই বলে স্বাধীনতা। এই পথই চীনারা হাজার হাজার বছর অনুসরণ করে এসেছে। আমাদের

দেশের লোকেরা নিজের নিজের পথে অগ্রসর হয়েছে আর নিজেদের ব্যাপার নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে। আর প্রত্যেকে নিজে যেটা ঠিক বুঝেছে সেইভাবেই সে কাজ করে গেছে। তুমি কেন অপরের ওপর বল প্রয়োগ করতে চাও? শু-চিন যে পথে এগোচ্ছে তাতে সে অপরকে তার পথ অনুসরণ করার জন্য বাধ্য করছে। আমার আশঙ্কা, তার পরিণাম ভাল হবে না। এ ছাড়া, এভাবে আমরা চীনে কাজ করি না। দেখ, একদিন এটা কি রূপ নেয়। তুমি সবাইকে নিয়ে এগোবার চেষ্টা করবে কিন্তু তারা তোমাকে পিছনে টেনে ধরবে—তাতে কোন পক্ষের কোন কাজে আসবে না।'

'আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। আমি কোন ক্রমেই তোমার মতে সায় দিতে পারছি না।' পা ঠুকে, মাথার চুল ঝেড়ে তার মতকে খণ্ডন করার ভঙ্গিতে সে সহসা বলে ওঠে। 'এই যদি তোমার মত হয় তাহলে কো-অপারেটিভ করার কি দরকার ছিল? তাহলে আমরা কি নিজের নিজের পথে চলবো আর আলাদা আলাদা ভাবে চাষবাস করব? আমার মনে হয় তুমি এখনও……আ! সমাজতন্ত্র খুব শীঘ্রই এখানে আসছে কিন্তু তুমি এমনভাবে কথা বলছ যে তুমি এখনও স্বাধীনই হওনি।'

তার তেড়ে বলা কথা শুনে পান য়ু আশ্চর্য হয়। 'তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছ। মৃদু হেসে তাকে শান্ত করার জন্য গলার স্বরের পরিবর্তন করে বলে, 'তুমি খুব কড়া কথা বলেছ। কিছু মনে করো না, অন্যের ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামানো ঠিক নয়। এই মাত্র আমি দু টুকরো শুয়োরের মাংস কিনেছি।' দরজা পর্যন্ত গিয়ে সে এক টুকরো তুলে নিল। তাকে দেখানোর জন্য সেটি তুলে ধরে বলল, 'দেখ দেখ, আজ কাল কার দিনে শুয়োরের ভাল মাংসও পাওয়া ভার। সহজে তুমি এরকম টুকরো পাবে না। একবার তাকাও, এই হচ্ছে মাংস। ভাজো, ঝলসাও বা সেদ্ধ কর যা করবে তাই ভাল হবে। এই টুকরো তোমারই জন্যে এনেছি।'

সেই মুহূর্তে লি চেনের মা রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং

শুয়োরের মাংসটা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু তার মেয়ে তাকে বাধা দিল। 'আজ থেকে,' লি চেন ঘোষণা করল, 'আমি আর শুয়োরের মাংস খাব না। দু মুঠো ভাতের কথাও না ভেবে যেখানে এত দিন সমবায়ে মন দিয়ে লোকে কাজ করছে সেখানে শুয়োরের মাংস খাওয়ার কথা আমরা কি করে মনে স্থান দিতে পারি? মা, ভবিষ্যতে আমাদের কম তেল খাওয়া উচিত। আর চিনির ব্যাপারেও আমাদের কম খরচ করার চেষ্টা করা উচিত। যা হোক, আমরা গরীব চাষী। আমরা তো আর বিলাসিতার মধ্যে মানুষ হই নি। যখন আমরা সমাজতন্ত্রে পৌঁছাব তখন আমরা সমস্ত ভাল ভাল জিনিস চেয়ে পাব।

'ভাল কথা, আজ আমার ভাগ্যটাই মন্দ।' পান য়ু মনে মনে বিড় বিড় করে বলে। 'প্রত্যেক ব্যাপারেই ভুল হচ্ছে।' টুকরো দুটো তুলে নিয়ে সে ভারী মনে চলে গেল। বসন্তের এক দমকা হিমেল হাওয়া তাকে যেন বিদ্ধ করল। মাথার ওপরে বর্ষার মেঘে ভরা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে মনে মনে বলে, 'রমণীর মনের ঠিকানা পাওয়া ভার। সে হয়তো মুখে বলছে, বাতাসের অভাব। আর তুমি তাকে বিশ্বাস করে যদি বাতাসের ব্যবস্থা কর, দেখবে সে তখন চাইবে বৃষ্টি।'

পান য়ুএর চলে যাওয়ার পর লি চেনও বেরিয়ে পড়ল। সে বেরিয়ে, কেউ তার দিকে লক্ষ্য করছে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে সোজা শু-চিনের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। শু-চিন এবং চাও-হাও উভয়েই বাড়িতে ছিল। না বসেই স্টোভের ধারে ঝুঁকে আজে বাজে কথা বলে তার কথা শুরু করে, 'শস্যের জন্য যে আগাম ঋণের ব্যাপারে বলছি, তোমার যা প্রাপ্য তা নেওয়া উচিত। সেটাই ভাল হবে। আমারটা ছেড়ে দিতে পারি। ঘরে এখনও আমাদের কিছু চাল আছে। সুতরাং আমাদের বৃদ্ধা খুড়িমার জন্য আমার প্রাপ্য অংশ ধার করতে দাও। তোমার অংশটা দিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আমার পক্ষে এটা করাই অনেক ভাল।

এখন তোমাদের খাদ্যের অভাব আছে। আমার অনুরোধ, দয়া করে, আর প্রত্যাখ্যান করো না। এভাবেই আমরা ব্যাপারটার সমাধান করে ফেলি।'

এর আগে কখনও সে অপরের জন্য কিছু ত্যাগ করেনি, আর এই প্রথম এক ব্যক্তিকে তার স্ত্রীর সামনে এত আবেগে সে কথা বলছে। তার গলার স্বর কাঁপতে থাকে এবং মুখমণ্ডলের পেশীগুলি হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়।

শু-চিন জানে যে, সে খুব নিষ্ঠাবতী তাই তার দান সে প্রত্যাখান করল না। মাথা নাড়িয়ে সে তার দান গ্রহণ করে। সহজেই গ্রহণ করায় লি চেনের খুশীতে ভরে উঠল মন। সে মনে মনে বলে, 'আমি সত্যি সত্যি সাহায্য করতে চাই আর সেই জন্যেই সে নিয়েছে। এই যথেষ্ট। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানালে আমি হয়ত অবাক হতাম। যদি সে তা করত তা হলে আমিও তার সম্পর্কে অত ভাবতাম না।' যুবকটির প্রতি তার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জেগে উঠল। আগের থেকে আরও বেশি করে সে তার প্রতি সশ্রদ্ধ হল। আ-যুকে সস্নেহে দিয়ে কয়েক মিনিট তার সঙ্গে খেলা করে সে চলে যায়। সে অনেকক্ষণ চাঙ-হাওকে লক্ষ্য করল। চাঙ-হাও তখন এক কোণে বসে ছিল। চোখে মুখে তার অস্বস্তি আর সন্দেহ প্রকাশ পাচ্ছিল। লি চেনের মনে আছে, চাওয়াঙ গ্রামে চাঙ-হাও যখন বউ হয়ে এসেছিল তখন তার মুখ ছিল কমনীয় লালিমায় ভরা আর আজ সে সব ম্লান হয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

আট

লিয়াঙ-এর বাড়ি থেকে বেরিয়ে লি চেন বাড়ির দিকে রওনা দিল। দূরত্ব কম এবং রাস্তাটাও তার বেশ ভালভাবে চেনা। এবড়ো খেবড়ো ইঁটের ও টালির টুকরো দিয়ে এঁকে বেঁকে ভাঙা

ফাটা পাকা দালানের মাঝ দিয়ে ঘুরে ঘুরে পথটা কোনাকুনি তার বাড়ির দিকে চলে গেছে। সেই মুহূর্ত বাড়িঘর, রাস্তা ইত্যাদি কিছুই সে চোখে দেখতে পেল না। চোখের ওপর কেবল চাঙ-হাওয়ের ডিম্বাকৃত মুখমণ্ডলটা বড় হয়ে দেখা যেতে লাগল, আর সব কিছুই যেন ঢেকে গেল। সে তার চোখ মোছে কিন্তু চোখে মুখে তার ম্লান দৃষ্টি এবং এক অস্বস্তিকর ভাব বাড়তে থাকে। লি চেন চোখের সামনে যেন আর কিছুই দেখতে পায়না। 'হয়ত কাজটা আমার অবিবেচকের মত হয়েছে। লি চেন অবাক হয়ে বলে। 'বোধহয় চাঙ-হাও আমাকে ভুল বুঝেছে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে সে কি ধারণা করেছে? কি বিশ্রী! ব্যাপারটা অত্যন্ত মর্মান্তিক।' গ্রামবাসীরা ত শু-চিনের সম্বন্ধে যে সব অলস আলোচনা করে সেগুলো তার মনে পড়ে। আস্তে আস্তে সে বিমর্ষ বোধ করে। নিজের অজান্তে একজনের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তোলাতেও সে দুঃখ পায়। আশঙ্কিত হয়ে সে ভাবে, বোধহয় একজনের মনে আঘাতও দিয়েছি।' বিকেলে সে চাঙ-হাওএর সঙ্গে দেখা করতে হাঁকপাঁক করে গেল। লি চেন চাঙ-হাওয়ের কানে কানে বলল, 'চাঙ-হাও তোমার সঙ্গে আমি মনের কথা বলতে এসেছি। আমরা দুজনেই মেয়ে আর সে জন্য আমার প্রাণ খোলা কথা বলতে পারি। এখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই। আমি যদি সব খুলে বলি তাহলে নিশ্চয় আমাকে তুমি ক্ষমা করবে।'

চাঙ-হাও এমন ভাবে তাকায় যেন অপর মেয়েটা তাকে যা বলতে যাচ্ছে তার সবই সে জানে। ধীর স্থির ভাবে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল. 'বলে যাও। এ মুহূর্তে তুমি যদি বল যে কাকের রঙ সাদা আর হুক হয় সোজা তাহলেও আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হবো না। বলার আগেই জানি, তোমার মনে কি আছে। সত্য কথা বলতে কি শু-চিন আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। আর বেশি দিন আমরা একত্রে থাকতে পারব না। হাত বাড়াতে চাইছ, হাত বাড়াও। কিন্তু আমি জানি, তোমরা কেউ বেশি দিন একত্রে থাকতে পারবে না।

তার মতন একটা লোককে জড়াতে যাচ্ছ, বৃথা সময় নষ্ট করছ। এ ছাড়া আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

লি চেন পুরোন নড়-বড়ে অমসৃণ একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল। চাঙ-হাওয়ের কথায় সে ব্যথা পেল। তার চাঁদপানা মুখের গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। চাঙ-হাও সম্পূর্ণ শান্তভাবে কথাগুলো বলার পর অতিথিকে তার পাশে বসতে বলে নিজে সাংসারিক কাজ করে যেতে লাগল। অতিথির মনে তার কথার কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল সে বিষয়ে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কিছুক্ষণের জন্য ঘর ছিল নীরব। এত নীরব ছিল যে ঘুমন্ত শিশুর নিশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজও ক্ষীণভাবে শোনা যেত।

এক হাত দিয়ে লি চেন চোখের জল মুছে বলে, 'তুমি এ ব্যাপারে ভুল বুঝেছ, চাঙ-হাও।' সে ভদ্র ভাবে নম্র স্বরে বলে, 'মিছিমিছি তুমি আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছ। আমি যদি তাকে তেমন কোন কথা বলে থাকি অথবা তার প্রতি কোন রকম দুর্বলতা দেখিয়ে থাকি তাহলে আমার যেন অকালে মৃত্যু হয়। আমি অবিবাহিত। অজস্র অবিবাহিত পুরুষ থাকতে আমি এক বিবাহিত পুরুষকে অপহরণ করার চেষ্টা করব কেন? আমি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আড়কাঠি হয়ে দাঁড়াব কেন? বিশেষ করে সেই ব্যক্তিটি যখন তোমার মত মহিলার স্বামী। কিন্তু তুমি তাকে চিনতে পারনি। আমি জানি তার মন তোমার জন্য সব সময় ব্যাকুল থাকে। যখনই সে তোমার সম্বন্ধে কিছু বলে তখনই তার মধ্যে বেদনা প্রকাশ পায়। সে থাকতে তোমার কিসের অভাব? সে আমাদের কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান। আমরা তোমাদের পরিবারের কেউ না হতে পারি কিন্তু সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারি। তাকে কেবলমাত্র তুমিই বুঝতে পার নি। তুমি না বুঝতে পার আমাকে, না বুঝতে পার নিজের স্বামীকে। এই হচ্ছে বাস্তব ঘটনা।'

তার এভাবে ফেটে পড়াতে চাঙ-হাও ঘাবড়ে যায়। একহাতে নারকোলের মালা নিয়ে পাত্রে জল ঢালছিল। হঠাৎ মাঝপথে সে

থেমে গেল। শেষে স্টোভের ওপর নারকোলের মালাটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা টুল টেনে নিয়ে তার পাশে গিয়ে বসল। বিকেলের রোদে আঙিনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ঘরের প্রতিটি কোণ আলোয় আলোকিত। আঙিনা এক কোণে যে আলুর গাছ ছিল তার ওপরেও আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। 'কেন—বুঝতে পারছি না কেন তুমি এসব বলছ?' ধীরে ধীরে এ্যাপ্রোণে হাতটা মুছতে মুছতে সে জিজ্ঞাসা করে। বিস্ময় মেশানো ব্যাকুলতা ঝরে পড়ে তার হাবভাবে। 'হুঁ।' ধীরে মাথা নেড়ে লি চেন বলল। 'তুমি কিছুই বোঝ না। তোমার বোঝা উচিত যে সে দেশের জন্য কাজ করছে। এটা অনেক বড় কাজ। সে আমাদের গ্রামকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এটা আসলে দেশের পক্ষে একটা বিরাট কাজ। আর এসব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন তার মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। সে যেন আমাদের গোটা গ্রামটাকে এক যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দেখ! মিছিলের পুরোভাগে সে কেমন মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে। আর তার পিছনে চলেছে লিয়াঙ মান, লি চেন, পান য়ু, চি-চেঙ, লি চোঙ-চিউ, লি চিন-তাও এবং আরও অনেকে। তার ওপর সকলের আস্থা আছে। তার উপর সবাই নির্ভর করছ। কিন্তু আমরা কোথায় আছি? তোমার খুড়ো খুড়ি বা কোথায়? আমি স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করছি যে তাকে আমাদের যতটা অনুসরণ করা উচিত ছিল ততটা করিনি। আমরা নিজেদের আলাদা করে রেখেছি। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে, খড়ের গাদার মধ্যে ব্রীজের নীচে দিব্যি ঘুমিয়ে, সময়টা কাটিয়ে দিলাম। কেউ কেউ এমন কি ইঁট কুড়িয়ে মিছিলের দিকে ছুঁড়ে মারে, সেটা কি মারাত্মক নয়? সমস্ত ব্যাপারটার দিকে আমাদের কোন দৃষ্টিই ছিল না। কি করে বেশি তেল, বেশি চিনি পেলে নিজের ভাল হয়—এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিলাম। আর তুমি? তার পাশে থেকেও তুমি কোন দিন তাকে কোন রকম সাহায্য করনি? তুমি কি দেখতে চাও যে, সে কাজ করতে করতে মারা যাচ্ছে? লিয়াঙ মান

এবং অন্যেরা আমাদের মত নয়। তারা তাকে এত ভালবাসে যে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আর তারা তার জন্য মৃত্যুবরণ করতেও সর্বদা প্রস্তুত। তাদের সঙ্গে কোন রকম বিচ্ছেদ ঘটলে তারা বাঁচবে না। তাকে ছাড়া তারা নিজেদের মনে করে যষ্টিহারা অন্ধ। তুমি কি তা বোঝ না?'

লি চেন কথাগুলো ঝর ঝর করে বলা মাত্রই চাঙ-হাও কেঁদে ফেলে। সে জানে লি চেন সত্যি কথাই বলছে। গত কদিন সে এই কথাগুলোই ভাবছিল কিন্তু লি চেন এমন ভাবে কথাগুলোকে গুছিয়ে বলল যে ঘটনার যথাযথ বর্ণনা তার মনে গেঁথে গেল। তার কাছে সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার শু-চিন তার প্রতি কোন অন্যায় করেনি বরঞ্চ তার প্রতি সে-ই অভদ্র ব্যবহার করেছে। এক হাত দিয়ে মেয়েটির গলা জড়িয়ে ধরল সে। সিক্ত মুখমণ্ডল তার কাঁধের উপর রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে চাঙ-হাও।

শেষে লি চেন কৃত সঙ্কল্প হয়ে বললে, 'চাঙ-হাও তুমি কি কাঁদতেই থাকবে? আমাকে দেখ, আমি কখনও কাঁদি না। আমি কেমন উৎসাহের সঙ্গে কো-অপারেটিভের কাজ করে যাচ্ছি।'

'তুমিই ঠিক করছ।' চাঙ-হাও উত্তরে বললে। তার স্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। 'আমিও কো-অপারেটিভের কাজ করব। হিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে জীবন ধারণ করাই মানুষের কর্তব্য।'

তাদের কথা বলার সময় শু-চিন ফিরে আসে। জোড়া লাগা চট্‌চটে পিঠের মত দুজনকে কাছাকাছি ঘন হয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করে শু-চিন, 'তোমরা দুজনে লুকিয়ে কি করছ?'

চাঙ-হাওয়ের আবেগে ফেটে পড়ার পরমুহূর্তেই প্রশ্নটি করায় তাদের মনে সন্দেহ জাগে যে, সে তাদের কথাবার্তা আড়িপেতে শুনেছে। অশ্রুসিক্ত মুখে মৃদু হাসির রেখা টেনে তারা উত্তর দেয়, 'এটা আমাদের ব্যাপার। আমাদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে তুমি কষ্ট পাও তা আমরা চাই না।'

বিকেলের সূর্য অনেক নীচে নেমে গেছে। বাইরের আলোর

তুলনায় ঘরের অন্ধকার অনেক বেশি। আর তার জন্যে বাইরের আলোয় ঝলসান চোখ নিয়ে যখন ঘরের ভেতরে ঢোকে সে তখন তাদের মুখগুলি স্পষ্টভাবে দেখতে পায় নি। তাছাড়া, মেয়ে দুটির বকবক করার কোন মেজাজ না থাকায় সে নিছক আজ্ঞাবাহীর মত বলে, 'আচ্ছা বাবা, আমি নাক গলাচ্ছি না।' বলে সে একটা বাঁশের টোকা তুলে নেয়। তারপর আবার সে বেরিয়ে পড়ে।

বিকেলের বাকি সময়টা শু-চিন মাঠে পায়চারি করে কাটিয়ে দেয়। কো-অপারেটিভের একশো মৌ জমি পরিত্যক্ত হয়ে আছে। অথচ খালি জমিতে জল তরঙ্গায়িত হচ্ছে। শু-চিন লক্ষ্য করে মাটি বেশ মসৃণ ও ভিজে ছপ ছপ করছে। আর তাতে লোকে সবুজ চারা লাগাতে পারে। তারজন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। সমস্ত জায়গাটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এমন কি ভাসমান একটা পর গাছাও চোখে পড়ল না। উত্তর-পশ্চিম দিকে ফিরলে শাকসজ্জীর ক্ষেত তার নজরে পড়ে। কচি কচি চারাগুলির এখনও বেশ একটা হালকা সবুজ রঙ আছে এবং জলের ওপর সামান্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। দূর থেকে শব্জী ক্ষেতগুলো বাঁকা ট্যারা এবং অত্যন্ত কুৎসিত দেখাচ্ছিল কিন্তু কাছে এসে শু-চিন একটার সঙ্গে আর একটার পার্থক্য ভালভাবে বুঝতে পারে। যে দিকটা প্রথম ব্রিগেড চাষ করেছে সে দিকটা বেশ সুন্দর এবং সোজা দেখাচ্ছে। কম গোছা এবং ঘন সারি করে নির্দিষ্ট প্রথানুযায়ী চাষ করেছে। তার মধ্যে একটা সারিই ছিল একটু বেখাপ্পা। কিন্তু দ্বিতীয় ব্রিগেডের চাষ করা জমির মধ্যে সব সারিগুলোই ছিল বেখাপ্পা। কোন কোন চারাগুলো মোটা গোছায় লাগান আবার কতকগুলো সরু গোছায়। কতকগুলো গোছা ঘন, আবার কতগুলো ছিল ফাঁক ফাঁক। মাঝে মাঝে দু একটা ঠিকমত লাগান হয়েছে।

আঁকাবাঁকা সারি দেখে শু-চিনের মুখ লাল হয়ে গেল। আপন মনে কর্কশ স্বরে বলে, 'দেখ এই হচ্ছে তোমাদের কাজের পরিণাম।

এক অদ্ভুত দৃশ্য, তাই নয় কি? এ রকম কাজ নিয়ে জনসাধারণের সামনে যাবে কেমন করে?' চারা রোপণের প্রথম দিনের কথা তার মনে পড়ে। সেদিনের দ্বিধা, দ্বন্দ্বের স্মৃতি রোমন্থন করে সে একেবারে গুটিয়ে যায়। একটা একটা আঙুল গুণে সে জানতে পারে যে তিন দিন পার হয়ে গেছে। রাগে হাত মুঠো করে সে ধানের ক্ষেত ছেড়ে চলে যায়। মুঠো করা তালুর মধ্যে থেকে ঘাস বেরিয়ে আসতে থাকে। সে স্বগতোক্তি করে, 'কেন আমি আদর্শগত কাজে মন দিইনি, কেন কো-অপারেটিভের সভ্যদের শিক্ষিত করে তুলিনি কো-অপারেটিভ চালু করার সময়? অবশ্য চারা রোপণের কাজ শুরু করার পক্ষে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। যদি জেলার স্তর এবং যুব লীগ থেকে নেতৃত্ব না আসত তাহলে বুঝতে পারছি না আমাদের অবস্থা কি হত?' সে নিজেকে একটা অপদার্থ বলে স্বগতোক্তি করে বক্তব্য শেষ করে।

ছদিন আগে জেলা দপ্তরের সভা থেকে আবেগ ও আনন্দের আতিশয্যে বাড়ি ফেরার কথা পথ চলতে চলতে তার মনে পড়ে। দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সে সভায় বলে এসেছিল যে চাওয়াঙ গ্রামের গ্লোরি এ্যাগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ জমির পঞ্চাশ শতাংশ চাষ করবে স্বল্প গোছা পদ্ধতি অনুসারে। সভার লোক আশা করেছে যে সে পারস্পরিক সাহায্য সমিতির পক্ষে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এবং কৃষকেরা নিজেরা যে এই পদ্ধতিতে চাষ করছে তা জেনে সুখী হয়েছে। এই অবস্থায় সে নিজেকে প্রশ্ন না করে পারে নি, 'তা হলে এখন কি হবে? তুমি একটা হতভাগ্য নির্বোধ! পারস্পরিক সাহায্য সমিতির এবং ব্যক্তিগত ভাবে তুমি একটা আদর্শ স্থান অধিকার করতে চাও? হতভাগা! তুমি কেন তাহলে সভাতে মিথ্যে কথা বলে এলে? তুমি তো সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হবে। সভার এতগুলো লোকের সামনে তুমি কি করে মিথ্যে কথা বলে এলে।' আত্মগ্লানিতে এমন ভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে সে বুঝতেই পারেনি কখন লি চাঙের ধানের ক্ষেতে এসে পড়েছে।

লি চাঙ তখনও আপন মনে চাষ করছিল।

লি চাঙের সংসারে খাটবার লোকের অভাব নেই। কো-অপারেটিভের জমির কাছেই তার ধানের ক্ষেত। কখনও তার জমি খালি থাকে না। সম্ভবত বেশ কদিন আগে চারা লাগিয়েছে। কারণ কিছু কিছু চারা বেশ গাঢ় সবুজ হয়ে উঠেছে। শু-চিন ক্ষেতটা নিরীক্ষণ করে এবং লক্ষ্য করে যে, সবটাই মোটা মোটা গোছা করে চাষ করা হয়েছে। মনে হল পনের ষোলটা চারা দিয়ে একটা গোছা করা হয়েছে। চোদ্দ ইঞ্চি তফাতে তফাতে লাগান হয়েছে। উত্তর দিকে ফিরে দেখে যে পারস্পরিক সাহায্য সমিতির সভ্যরা এবং যারা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করছে তারা চারা রোপণ করছে, কিছু কিছু খুব ঘন ঘন করে রোপণ করতে হয়েছে আর কিছু কিছু আবার তফাতে তফাতে। মনে হয় তারা যেন কো-অপারেটিভের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে এবং সময় অনুযায়ী তারা কো-অপারেটিভের থেকে অনেকটা এগিয়েই আছে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে হতবুদ্ধি হয়ে শু-চিন মাথা চুলকে মনে মনে বলে, 'বাস্তবিক পক্ষে এই সময়টা চারা বোনার সময়। পরে পার্থক্যটা স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। দিনটা চারা রোপণের সময়। সময়টা এপ্রিল মাসের পাঁচ-ছ তারিখ। আর চারদিনের মধ্যে আমরা যদি তাড়াতাড়ি রোপণ না করি তাহলে আমাদের হাতে আর পর্যাপ্ত সময় থাকবে না।' লি চাঙ মাঠে চুন ছড়াচ্ছিল। সামনে ঝোলানো চুনের বালতি থেকে একমুঠো সাদা গুঁড়ো তুলে চারাগুলোর ওপর ছড়িয়ে দিল। দেখাল যেন সবুজ সমুদ্রের ওপর বিস্তৃত ফেনারাশি। তাড়াতাড়ি না করে খুব ধীরে সুস্থে সে এসব লক্ষ্য করতে লাগল। ঘুরে সে বুঝতে পারল যে শু-চিন দাঁড়িয়ে মাথা চুলকাচ্ছে। 'চেয়ারম্যান তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার কোন কাজ নেই। তুমি কি সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে এসেছ?' মস্করা করে তাকে প্রশ্ন করে। শু-চিন বুঝতে পারে যে তার সমস্ত দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ। এবং লি চাঙই তাকে বলার একমাত্র লোক। 'না, লি চাঙ।' সে সরলভাবে উত্তর দেয়। 'আমি

সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে আসিনি। আমি এসেছি চারাগুলো কেমন বোনা হয়েছে তা দেখতে।'

'এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি?' লি চাঙ জিজ্ঞাসা করে।

'কোনভাবেই সমালোচনা করা যায় না।' উত্তর দেয় শু-চিন। চারাগুলি বেশ বলিষ্ঠ এবং সু-রোপিত। তোমাদের মত লোকের বেশ নিপুণতা আছে। আমি নিশ্চিত যে, তোমরা এক মৌতে চার পিকুল করে ধান পাবে।

লি চাঙ মনে মনে প্রশংসার ঢোঁপ খেল। 'আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত ' বিদ্রূপের ঢংয়ে আবার বলে সে, 'আমি নিজে কাজ করি আমার শুধু এই হাত দুটো দিয়ে। কেমন করে আমি কো-অপারেটিভের বিরাট সংখ্যক সভ্যদের কাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করব? তাছাড়া আমরা প্রাচীন পন্থী; দুটো ধানের গোছার মধ্যে এখনও আমাদের চৌদ্দ ইঞ্চি তফাৎ থাকে, সে জন্যে আমরা আমাদের উন্নতির কথা আর ভাবি না। তোমাদের ঐ স্বল্প গোছা এবং নিবিড় চাষ পদ্ধতির তুলনায় আমরা বহু পিছনে পড়ে আছি।'

এ অবস্থায় পড়লে বেশির ভাগ লোক হয় রেগে যেত আর নয় নিঃশব্দে সরে পড়তো। শু-চিন কিন্তু সরে যাওয়ার লোক নয়। যতই অবস্থা খারাপ হয় ততই সে স্বাভাবিক ও নির্ভীক হয়ে ওঠে।

'তোমার ধানের ক্ষেতটা বেশ ভাল হয়েছে।' সে তবুও উত্তর দেয়। 'কিন্তু সবচেয়ে ভাল বলা যায় না। আমাদের কো-অপারেটিভের ধানের ক্ষেত তোমার ধানের ক্ষেতকে ছাপিয়ে যাবে। আমরা স্বল্প গোছায় নিবিড়ভাবে ধান বুনবো আর আমরা পাঁচ পিকুল করে ধান কাটব। ধৈর্য ধর, দেখতে পাবে।'

লি চাঙ তার ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরের কোন পরিবর্তন করল না। 'যেহেতু স্বল্প গোছা চারা বোনা পদ্ধতি এত ভাল সেহেতু আমরাও কি এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি?' সে জিজ্ঞাসা করে।

শু-চিন তার প্রশ্নটিকে গভীরভাবে অনুধাবন করে। 'অতি অবশ্যই তা তোমরা পার। তোমরা এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠিকমত

এগোওনি। যেদিন তোমরা বুঝতে পারবে, যে বেশি ফসল ফলালে তার থেকে দেশে বড় বড় কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে সেদিনই তোমাদের চিন্তাধারা সঠিক হয়ে যাবে। এ বছরে আগাম ফসলের বিষয়ে বলতে পারি যে, নিঃসন্দেহে কো-অপারেটিভের ফসলের তুলনায় তোমাদের ফসল কম হবে।'

কথা সেরে সে চলে গেল। কিন্তু যখন সে অনেক দূরে চলে গেছে তখনও সে শুনতে পায়, যেন লি চাঙ হাসতে হাসতে ফেটে পড়ছে।

'আমি তো বললাম কিন্তু এখন আমি কি করি?' সে মনে মনে বলে। সে ঠিক করে যে কো-অপারেটিভের অন্তর্ভুক্ত একুশটি পরিবারের কাছে যাবে এবং লোককে বলবে যে, পরের দিন সকালে কৃষক সমিতির ঘরে জেলা এ্যাগ্রিকালচারাল টেকনিক্যাল স্টেশন থেকে আসা লোকদের ভাষণ শোনার জন্য তারা যেন অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকে। উপরন্তু তারা বিকেলে নিশ্চয় জেলা গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে দেখবে যে কেমন করে নিবিড় চাষ পদ্ধতিতে ধান বোনা হয়েছে। এ দুটো বিষয়ের ওপর তার অনেক আশা। সে কেবল বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াল না লি চাঙ যা বলেছে তাও তাদের বলল। এমন কি তার খুড়ো লিয়াঙ ওয়াইকেও বাদ দিল না। সন্ধ্যায় যখন কৃষক সমিতিতে গল্পগুজব করার জন্য গ্রামবাসীরা ভিড় জমাল তখন তার মনে হল যে তার চেষ্টা বিফলে যায় নি।

সন্ধ্যে বেলাটা কৃষক সমিতি বেশ জমজমাটই ছিল। আপিসটা খুব একটা বড় জায়গাতে নয়, পূর্বসূরীদের স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী এক ভগ্নাবশেষ? সংস্কার করে, ভূমি সংস্কারের সময়, কৃষকদের এক মিলন ক্ষেত্র তৈরী করা হয়েছে। ছোট একটা ডেস্কের উপর একটা কেরোসিনের ডিবি আছে। ডেস্কের পিছনে বসে আছে একজন কেরানী। সে এখন লোকের পরিচয় পত্র, প্রশংসাপত্র লেখার কাজে ব্যস্ত। কোণে, ঠিক বাতির আলোর কাছাকাছি, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে তাদের অনেক সময়। তারা লম্বা বেঞ্চিতে, দুটো বেঞ্চি জোড়া লাগিয়ে চওড়া করে নিয়ে তার ওপর বসে

আছে। কেউ কেউ সবুজ টেবিল টেনিস বোর্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনদিন আগে ধান রোয়া নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ায় যে সব লোক কো-অপারেটিভ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে ছিল তারা সভাতে আসেনি। শু-চিন বিভিন্ন মতের লোকের কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ করে থামে; কিছু বলে না, তবে সর্বদা কান খাড়া রাখে। যুব লীগেরা যেখানে একত্রে কথা বলেছিল সেখানে গিয়ে লিয়াঙ মানের পাশে বসে পড়ে। সে তাদের বলতে শোনে যে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন করতে শতকরা একশো জন লোকই উপস্থিত থাকবে। যদিও এই অনুমানের কথা শুনে শু-চিনের আনন্দ হল তবুও সে হঠাৎ প্রশ্ন করে, 'যদি শতকরা একশো জন উপস্থিতি না হয় তাহলে কি হবে লিয়াঙ মান?'

'ও সব ঠিক হয়ে যাবে।' ভাল স্বভাবের লি তিন উত্তর দেয়। 'যদি একশো ভাগ না হয় নিশ্চয় একশো পাঁচ ভাগ হবেই।'

অপর এক যুবক তার মাথায় চাপড় মারল।

'কেন হবে না?' ভয় পাওয়ার মত মাথা তুলিয়ে লি তিন প্রশ্ন করে, 'যেসব লোক এখনও জন্মায় নি তাদেরও গুনেছি।' ঠাট্টা মস্করার মাঝখানে শু-চিন সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ছেড়ে এগিয়ে অপর ক জনের আলোচনাও শোনে। মনে হল সাধারণ মত হচ্ছে সকলেই চায়, ধান রোপণের কাজ খুব তাড়াতাড়ি শেষ হোক। আর সে জন্যেই তারা সকলে কৃষি বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য নিশ্চয় শুনবে এবং এও দেখবে যে কেমন সুন্দরভাবে কৃষিগবেষণা কেন্দ্রে চাষবাস হয়েছে নতুন পদ্ধতিতে। যা শুনল তার থেকে লোকের মনের হাব-ভাব সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়ে শু-চিন আনন্দে উৎফুল্ল হল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল লোকে তারই মত চিন্তা করে। আর তাতেই সে বেশ জোর পেল। সে শুনতে পেল একজন আর একজনকে জোরে জোরে বলছে, 'তোমরা কি করে এত বোকা হও? আমি বাজী ফেলে বলতে পারি ওরা কেউই কিন্তু নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করার বিরুদ্ধে নয়। ওটা একটা কৌশল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে ওরা অন্য

কোন কিছুর বিরুদ্ধে। একবার ওরা কো-অপারেটিভ ছাড়তে পারলেই হল তখন তারা চাতুরী করে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতেই যে চাষ করবে না তাই বা কে জানে ?'

দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বক্তা তার বক্তব্য রাখে এবং তার কণ্ঠস্বরে শ্রোতাদের যেন সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানাচ্ছে—এই ভাব ফুটে ওঠে। স্বরটা কর্কশ ছিল। শু-চিন কিছুক্ষণ বুঝতে পারে না কার স্বর। তারপর বুঝতে পারে গ্রামের সব চেয়ে অভিজ্ঞ কৃষক লি চোন-চিউয়ের কণ্ঠ স্বর। এই কথা শু-চিনের অন্তরে ভালভাবে গেঁথে গেল। তার বিশ্বাস জন্মাল যে, প্রাচীন লোকদের কাছ থেকে নতুন কিছু বিষয় শিখতে হবে। মনে মনে ঠিক করে নিল, পরে সময় করে তার কাছ থেকে অনেক বিষয় জিজ্ঞাসা করে জেনে নেবে। দশটা না বাজা পর্যন্ত সে কৃষক সমিতি থেকে গেল না। বাড়ি গিয়ে বিছানায় পড়া মাত্রই তার গভীর ঘুম এল।

পরের দিন সে খুব ভোর বেলায় ওঠে। আর ওঠা মাত্রই কাজের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে যায়। রিপোর্ট পেশ করার জন্য মিটিংয়ের মাঠ ঠিক করতে হবে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং টেকনিক্যাল স্টেশন থেকে আগত বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য শোনার জন্য সব লোককে জড়ো করতে হবে। আর সে সবের জন্যই, স্বাভাবিক ভাবেই শু-চিন সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেল সেই সব কথা যা আগের সন্ধ্যায় লি চোন-চিউ তাকে বলে ছিল।

কৃষক সমিতির ঘরের পাশে খামারের মাঠে কৃষকরা জড়ো হল। বিশেষজ্ঞদের আসা অবধি, সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত, অপেক্ষা করল। তার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বয়সের অনুপাতে শরীরটা যেন ছোটখাট। তার নামের একটা মজার ব্যাপার ছিল লিয়াঙ শু-চিন বক্তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর লোকে প্রশ্ন করে, 'তোমাকে কি বলে ডাকা হয়? বাঁচতে দাও বলে?' বক্তার নাম জেন লি-চি। কিন্তু শোনাল জেন নি-চু বলে। যার অর্থ, 'তাকে বাঁচতে দাও।' বক্তার আসল নাম জানতেই দশ মিনিট

কেটে যাওয়ার পর সব যেন ঠিক হয়ে বসল। তারপর বক্তা টানা তিন ঘণ্টা ভাষণ দিল। বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে বিস্তারিত এবং সুসংবদ্ধ। এত অসংখ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সমৃদ্ধ যে কো-অপারেটিভের সদস্য, পারস্পরিক সাহায্য সমিতির সদস্য এবং ব্যক্তিগত ভাবে চাষ করে যে এমন কৃষক কেউই বুঝতে পারে নি। বক্তব্যের শেষে তারা সকলে বিশেষজ্ঞকে ঘিরে ধরল। আধ ঘণ্টা ধরে তাকে প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে ফেলল। সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করল তাতে সে খুব হাঁপাতে লাগল। শু-চিনের আতিথেয়তা উপেক্ষা করে, না খেয়ে সে পালাতে চাইল। সে রুমাল দিয়ে বারে বারে কপাল মুছতে লাগল। যদিও কপালে তার একবিন্দু ঘাম জমেনি। স্থান ত্যাগের পূর্বে সে শু-চিনকে বলে যায়, 'চেয়ারম্যান, সত্যি কথা বলতে কি তোমার কৃষকদের বোঝবার স্তর মারাত্মক রকমের নীচু মানের।'

বিকেলে কো-অপারেটিভের সকল সদস্য পনের লি হেঁটে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র দেখতে গেল। গোধূলি বেলায় তারা ফিরে এল। পরিদর্শনের সময় বাছাই বীজ, গবেষণা কেন্দ্রের ধানের ক্ষেত এবং দশদিন আগে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে বোনা অসংখ্য চারা গাছ প্রভৃতি দেখল। গত বছরে দেরিতে স্বল্পগোছা পদ্ধতিতে বোনা ধানের নমুনা, বিভিন্ন পরিসংখ্যান, গ্রাফ, চার্ট প্রভৃতি তাদের দেখান হল। প্রত্যেকে এসব দেখে বেশ সন্তুষ্ট হল। আর খুশী হল শু-চিন।

তারা যখন ঘুরে ঘুরে মাঠগুলো দেখছিল তখন শু-চিন লক্ষ্য করে যে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষের ক্ষেতের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দুজন স্ত্রীলোককে। তারা তারদিকে পিছন ফিরে ছিল, কিন্তু সে লক্ষ্য করে লি সাই ও পান শিয়াও নামে দুজন, সবচেয়ে একগুঁয়ে এবং কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার বিরোধী লোক দুটিকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ করার সুবিধাগুলির বিষয়ে। দুজন বৃদ্ধার মাথা নাড়ার ভঙ্গি এবং তাদের ইচ্ছা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সে ধরে নেয় যে দুজন যুবতী বেশ ভালভাবেই প্রচার কাজ চালাচ্ছে।

'তারা কে হতে পারে ?' বিস্মিত হয়ে শু-চিন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব পরিচিত কিন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না। তৎক্ষণাৎ ছোট দলটি ধানের ক্ষেত ছেড়ে যাওয়ার জন্য ঘুরল। শু-চিন আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করে যে তাদের দু জনের মধ্যে একজন তার স্ত্রী আর অপরজন লি চেন। 'আরে তোমরা !' সে চিৎকার করে বলে ওঠে। কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে তারা এগিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় যখন তারা গ্রামে ফিরছিল তখন শু-চিন এক মিনিট অপেক্ষা করে এবং চাঙ-হাও কে একা পেয়ে তার পাশে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় এবং কনুই দিয়ে গোঁত্তা মারে তার বলিষ্ঠ মাংসল হাত দিয়ে। পরে তার মুখোমুখি দাঁড়ায়।

নকল রাগ দেখিয়ে স্ত্রী তাকে ধমকায়, 'নচ্ছার পাজি। তুমি নারী-শিকারীর মতন ব্যবহার করছ। তোমার পথ ধরে তুমি কেন এগিয়ে যাচ্ছ না ?' সে এত ধীরে কথা বলে যে শুধু শু-চিনই ভালভাবে শুনতে পায়।

সন্ধ্যে বেলায় খাওয়ার পর আ-য়ুকে শোওয়ানোর সময় শু-চিন বাইরে চলে যায় কিন্তু অস্বাভাবিক তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। তার এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসাতে চাঙ-হাও আশ্চর্য হয়ে যায়, কিন্তু কিছু বলে নি। প্রদীপের কাছে মাথা হেঁট করে বসে সে আ-য়ুর পোশাক সেলাই করতে থাকে।

শু-চিন কথা বলার সুযোগ পেল না। অগত্যা তার উল্টো দিকে বসে পড়ল এবং গভীর আগ্রহে তার দিকে চেয়ে রইল। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে তারা এরকম নিঃশব্দে বসে রইল। সেদিন সন্ধ্যায় তার ব্যবহারে সে বিস্মিত হল। তার মনের মধ্যে নিশ্চয় কোন একটা নতুন জিনিস ঢুকেছে কিন্তু সেটা সে এর আগে আর কোন দিন দেখেনি। তার এরকম অদ্ভুত ভাবান্তরের ফলে তার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করবার জন্য তার মন আঁকুপাঁকু করছিল। 'চাঙ-হাও' বলে সে ডেকে ওঠে। 'তুমি যে এত কর্মক্ষম তা এর আগে কখনও বুঝতে পারিনি। মনে হয় তুমিও স্বপ্ন গোছা ধান

রোয়ার পক্ষপাতী এবং সত্যি সত্যি তুমি কো-অপারেটিভ পদ্ধতিতে চাষ করা সমর্থন কর।'

তার স্ত্রী তার দিকে তাকাল না। 'তুমি তো দেখতে পাও না আমি কি ধরনের মেয়ে?' সেলাইয়ের ওপর দৃষ্টি রেখেই সে বলে। 'আমার মনে আছে যে খুড়ো ওয়াই তোমাকে মাস্তুল দণ্ডের ওপরকার বাতি বলে অভিহিত করেছিলেন; তুমি দূরের স্থানগুলিতে আলো দিয়ে থাক কিন্তু তোমার কাছের স্থানে তোমার কোন আলো পড়ে না। তিনি ঠিক কথাই বলেছিলেন।'

'আমার অপরাধ হয়েছে।' শু-চিন মাথা নেড়ে বলে। 'ভবিষ্যতে তুমি অনেক কিছু করার সুযোগ পাবে।'

নয়

শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী পূর্ণিমার আর মাত্র তিনদিন বাকি। তার আগে ধান রোয়ার কাজ শেষ করতে হবে। সমস্ত কো-অপারেটিভকে এক উত্তেজনার ভাব যেন পেয়ে বসেছে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে য়ু পিয়াওয়ের ছোট্ট চিলে কোঠায় লোক ভরে যায়।

'আমরা কিসের জন্যে অপেক্ষা করছি? ভাইস চেয়ারম্যান, পান য়ু অধৈর্য সহকারে জিজ্ঞাসা করে। 'আমরা আর এক মিনিটও অপেক্ষা করব না। আমরা কি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করিনি? সম্পূর্ণ চারদিন। যেহেতু কিছু লোক পার হতে চায় না সেইহেতু আমাদের নৌকোকে নোঙ্গর করে রাখা উচিত হবে না। এত কথা বলেছি যে আমাদের জিভ্‌গুলো ক্লান্ত হয়ে মুখগুলো সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। আমরা সুদীর্ঘ একটা ভাষণ শুনেছি এবং তারপরে পরিদর্শনে গেছি। এর থেকে পিতামাতার প্রতিও ভালো ব্যবহার করেছি—আমি তা মনে করতে পারি না। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ সুরে তারা গাইবে এখন? যেভাবেই হোক আমরা আজকের মধ্যে ধান রোয়ার

কাজ শেষ করতে চাই।' এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা।

'হুঁ', বলে লি চোন-চিউ নামে এক বৃদ্ধ অভিজ্ঞ কৃষক সম্মতি জানাল। 'আমরা ঠিক সময়ে ধান রুইছি না। আমাদের দেরি হয়ে গেছে তা দু একদিনের মধ্যেই বোঝা যাবে।'

যুব লীগের সদস্যরা কি করবে ভেবে না পেয়ে একে অন্যের দিকে চাওয়াচায়ি করতে লাগল।

শু-চিন বাস্তবিক পক্ষে অত্যন্ত অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। সকলের আগে কাজ শুরু করার জন্য আগ্রহী। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে শান্ত ভাব দেখিয়ে বলে, 'তোমাদের তাড়াহুড়ো করার কি আছে? আমরা তো সবে মাত্র কৃষি গবেষণা কেন্দ্র থেকে ফিরেছি। তাদের একটু ভাববার সময় দাও।' এই বলে সে সকলের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল কিন্তু লক্ষ্য করল যে তার কথায় কেউ সাড়া দিল না। স্বরটা কিছুটা বদলে নিয়ে সে বলতে থাকে, 'চল, আমরা আর একটা দিন অপেক্ষা করি। আজ রাত্রে সদস্যদের সভায় আমরা এই প্রশ্নের ওপর সিদ্ধান্ত নেব।' কথাগুলো লিয়াঙ মান এবং অন্য যুবক-দের প্রতি সে বলে, 'তোমাদের আজ যত ক্ষমতা আছে সবটাই এই শেষ ধাক্কায় লাগিয়ে দাও। আমাদের পন্থাকে জেতাতে হলে আমাদের হাতে মাত্র আর একটা দিন বাকি। আমার মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা যেটা বলেছি সেটা যদি সন্দেহাতীত হয় তাহলে লোকে না শুনে থাকতে পারবে না।'

শু-চিন চিলে কোঠা থেকে সোজা বিধবা পান শিয়াঙকে দেখতে চলে গেল। তার বাড়িতে চেয়ারম্যানকে আসতে দেখে সে বিন্দুমাত্র অবাক হল না। এমন শান্তভাবে তাকে চেয়ারটি এগিয়ে দিল, মনে হল যেন, তার আগমণ পূর্বপরিকল্পিত। 'হ্যাঁ, স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ করাই ভাল।' বলে সে শুরু করে, 'আমি মনে করি তুমি আমাদের সকলের জন্যে কঠোর পরিশ্রম কর। কো-অপারেটিভের সকলের জন্যেই তোমার দুশ্চিন্তা।'

পান শিয়াঙ চোখ পিটপিট করতে থাকে। চোখের জল যাতে

না বেরিয়ে যায় তার জন্য সে যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। 'হে আমার ভাইপো, তোমার কাছে প্রাণখোলা কথা বলছি। স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ হবে কি হবে না তা নিয়ে আমি আসলে মাথা ঘামাই না। আর এখন যখন সরকার এ সম্বন্ধে জোর দিয়ে বলছে তখন আমি নিশ্চিত যে সেটা খারাপ হতে পারে না। কিন্তু আমি তো আমার এবং আমার পরিবারের বিষয়ে মাথা ঘামাবো। একজন বিধবাকে তো বুড়ো এবং যুবক উভয়কে খাওয়ানোর কথা ভাবতে হয়। অবশ্য আমি এ বিষয়ে সচেতন যে একা আমি আমাদের ক্ষেতটার দিকে ভাল ভাবে লক্ষ্য দিতেও পারব না। আমি নিজে যেভাবেই ক্ষেতটা দেখাশুনা করতে পারি না কেন তাহলেও সুবিধে হয়। যদিও ক্ষেতটা সমবায়কে দিতে পারলে ভালই হত তা সত্ত্বেও দলের কাছে ছেড়ে দিতে আমার কাছে সহজ মনে হচ্ছে না।'

শু-চিন শোনে এবং বুঝতে চেষ্টা করে কেন সে এভাবে ভাবল। 'যখন তুমি কো-অপারেটিভে যোগ দিয়েছিলে তখন কেন এসব চিন্তা করনি?' সে এমন স্বরে বলে যাতে সে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। 'আমরা আমাদের ভবিষ্যতকে জড়িয়ে ফেলেছি আর তার সঙ্গে আমাদের পরিবারকেও। আমাদের এক পরিবার ভুক্ত ভেবে এগিয়ে যেতে হবে, তাতে ভালই হোক আর মন্দই হোক।'

গাল বেয়ে যে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল তা মুছে ফেলে পান শিয়াঙ বলে, 'অবশ্য তুমি যা বলছ তা সত্যি। তুমি এবং লিয়াঙ মান এ বিষয়ে আমার কাছে একাধিক বার বলেছ। আমি জানি তোমরা দুজনে ভাল ছেলে। কো-অপারেটিভের প্রত্যেকে যদি তোমাদের মত হত তাহলে আমার দুশ্চিন্তার কিছুই ছিল না। অসুবিধাটা হচ্ছে যে প্রত্যেকে তো আর তোমাদের মতো নয়। কিছু লোক আছে যারা কেবল নিজেদের কথাই চিন্তা করে আর তাদের সংখ্যাও কম নয়। সেইজন্য আমি ঠিক করেছি যে যদি আমি দলের ওপর আস্থা রাখতে না পারি তাহলে আমার নিজের স্বার্থকে আমাকেই রক্ষা করতে হবে। আমি মনে করি আমরা যে ব্যবস্থা

অবলম্বন করছি তা তুমি জান। আসলে কে আর ধনী কৃষকদের সঙ্গে যেতে চায়? তাদের মোষ এবং চাষ করার যন্ত্রপাতি আছে। তাই আমাকে তাদের সাহায্য নিতেই হবে।' শু-চিন মাথা নাড়াল ধীরে কিন্তু বলিষ্ঠভাবে। 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে খুড়িমা, আপনি সেই খানেই ভুল করছেন। আপনি ধনী কৃষকের ওপর আস্থা রাখছেন সেটা সম্ভবত কয়েক মাস বা এক বছরের জন্য কিন্তু আপনি কো-অপারেটিভকে যদি দল হিসেবেও ধরেন তাহলেও বলব তার ওপর আপনি সারা জীবন আস্থা রাখতে পারেন।'

'দলের ওপর আস্থা রাখা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ?' পান শিয়াঙ প্রশ্ন করে। 'আপনি যদি কো-অপারেটিভের ওপর আস্থা রাখেন, তাহলে সেটা সারাজীবন স্থায়ী হবে।' শু-চিন নম্রভাবে আবার বলে। প্রতিটি শব্দ সে জোরে, আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে। এরকম বলিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী যুবকের কাছে তার কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। 'ঠিক আছে,' তার দিকে না তাকিয়েই সে বলে, 'যদি লিয়াঙ ওয়াই কো-অপারেটিভ থেকে নাম প্রত্যাহার করে তাহলে আমিও করবো। আর সে থাকলে আমিও থাকবো। আজ রাত্রে তোমাকে সঠিক উত্তর দেব।'

তারপরেই দু রাত্রি আগে কৃষক সমিতিতে সে যা আড়ি পেতে শুনেছিল শু-চিন মনে করার চেষ্টা করল। লি চোন্-চিউ একজন বৃদ্ধ কৃষক। সে মন্তব্য করেছিল যে লোকে কো-অপারেটিভ থেকে সরে যেতে চাইছে তার আসল কারণ কিন্তু স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ করার বিরোধিতা করার জন্য নয়, আরও অন্য কারণে। সে যা বলেছিল ঠিক সেই জিনিসই দেখা দিচ্ছে। সেদিন সকালে শু-চিন যখন পান য়ু চিলে কোঠায় গেল তখন সবে মাত্র ভোর হয়েছে এবং তার স্ত্রী তখন সারাদিনে কি কি করবে তার জল্পনা কল্পনা করছিল। খুব ভোরে উঠে সে আ-য়ুর মুখ ধুইয়ে দিল এবং প্রাতঃরাশের জন্য তাড়াতাড়ি খাবার সেদ্ধ করল। তার এবং বাচ্চাটির খাওয়ার পর স্বামীর অংশটা গরম রাখার জন্য স্টোভে চাপিয়ে রাখল এবং আ-য়ুকে তার

সবচেয়ে ভাল পোশাক পরাতে লাগল। প্রায় নতুন কালো সূতীর স্যুট নিজে পরে নিল এবং মাথায় চিরুনি দিয়ে যতক্ষণ না চুল বেশ মসৃণ এবং চকচক করল ততক্ষণ আঁচড়াতে লাগল। সে এমন ভাবে প্রসাধন করল যে যে-কোন লোকের মনে হতে পারে, সে যেন কোন বিয়েতে যাচ্ছে। যখন তার সব কিছু মনের মতো হল তখন সে আ-য়ুর হাত ধরে তার খুড়ো ওয়াইয়ের কাছে গেল। 'খুড়িমা কোথায়?' হঙ শুনকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে সে প্রশ্ন করে।

'সে তোমার ভাই য়িনকে দেখতে গেছে।' লিয়াঙ ওয়াই আগ্রহ না দেখিয়ে উত্তর দেয়, 'রুগীর কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ অর্থাৎ তিরিশ ইয়েন "ধন্বন্তরীকে" দেওয়ার জন্য নিয়ে গেল। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি ডাক্তারের ব্যবসা এখন বেশ ভাল চলছে।' মেয়ের সাজ দেখে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, 'যাচ্ছ কোথায়?'

চাঙ-হাও বলে, 'কোথাও না, আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলার জন্য আমি এসেছি।'

মৃদু হেসে লিয়াঙ ওয়াই স্বাভাবিক ভাবে বলে, 'বলতে শুরু কর। তুমি যা বলবে তা তোমার খুড়ো শুনে যাবে।'

'আমি আপনাকে সত্য কথা বলতে চাই।' সে বলে। উত্তর জেনেই যেন সে দুষ্টুমি করে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি কি সত্যি সত্যি স্বল্প গোছা ধান বোনা পদ্ধতির বিরুদ্ধে?'

লিয়াঙ ওয়াই তার ভাইপোকে ভালবাসতো যদিও তার এক গুঁয়েমিকে সে পছন্দ করত না। কিন্তু যখন তার ভালবাসা তার ভাইয়ের বউ চাঙ-হাওয়ের প্রতি পড়ল তখন তার টান আরও গভীর হল। তাকে শুধু পছন্দই করত না সে জানত যে সে ভাল এবং নির্ভরযোগ্য মেয়ে। 'তুমি কো-অপারেটিভের একজন কর্মচারী নও।' সে মুখ চেপে হেসে বলে। 'তোমাকে আমি বোকা বানাতে যাব কেন? আমি যথার্থই স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে ধান রোয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লোকে আমাকে ভালবাসে। যারা এর বিরোধিতা করে তাদের মধ্যে সকলেই যে আসলে বিরোধিতা করে তা ঠিক নয়। এটা তাদের

একটা ওজুহাত। আসলে তারা অন্য জিনিসের বিরুদ্ধে। আমি সেসব স্পষ্ট জানি। আর তুমিও দেখতে পাবে, প্রত্যেকে নিজের চাষ নিজে করতে চায়।'

'তাহলে বোঝা যাচ্ছে, আপনি এখনও স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ করার বিরুদ্ধে?'

'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি সবকিছু জান, তাহলে জিজ্ঞাসা করছ কেন?' সপ্রতিভ হয়ে, মৃদু হেসে সে বলে। 'বক্তৃতা শোনার এবং কৃষিকেন্দ্র পরিদর্শনের পর আমি ভাবতে শুরু করেছি যে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে ধান বোনার মধ্যে কিছু একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যতই ভাল হোক না কেন, আমি কোন দলে থাকতে চাই না। কো-অপারেটিভে কাজ করতেও চাই না। এমন কি যদি কো-অপারেটিভের ভালও হয় এবং বেশি শস্যও ফলায় তাহলেও আমি সে পথে গিয়ে লোভী হতে চাই না। নিজের জমির চাষ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই সততার লক্ষণ। আমার পথে আমি কাজ করতে পারি। আমি শস্য বেশি বা কম ফলাই তাতে অন্যের কিছু যায় আসে না।'

'হুঁ', বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে চাঙ-হাও বলে। 'খুড়ো, আপনিও তাহলে একা চলতে চান। কোন কোন লোক পরাক্রম দেখিয়ে আনন্দ পায় আর আপনিও তাই পাচ্ছেন।'

এই কথাগুলো লিয়াঙ ওয়াইএর গায়ে যেন হুল ফুটাল। ঝগড়া করার জন্যই সে প্রশ্ন করে, 'কোন কোন লোক? কারা এই অনধিকার চর্চা করছে, যারা অপরের ব্যাপারে নাক গলায়?'

'কারা আর?' চাঙ-হাও নম্রভাবে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখে বলে। 'কারা আবার, যতসব জমিদার, ধনী কৃষক ও প্রতিক্রিয়াশীলরা। তারাই বলে লিয়াঙ ওয়াই একজন ভাল লোক। আমরা অতীতে তাঁর প্রতি যথার্থই সদয় ছিলাম কারণ অতীতের সুদিনের কথা স্মরণ করলে আজও তাঁর কথাই মনে পড়ে। তিনিই একমাত্র লোক যিনি অনাহারে থাকবেন তবু অপরের মূর্খামির শিকার হবেন না।'

লিয়াঙ ওয়াই সত্যি সত্যি রেগে গেল। রাগে বিড়ালের মত গোঁগাতে লাগল এবং হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'কাণ্ডজ্ঞানহীন কোথাকার! কে তোমাকে এদের সঙ্গে আমার তুলনা করতে বলল? প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে আমার কোন কিছুতেই মিল নেই। কেন তাদের সঙ্গে আমাকে জড়াচ্ছ?' যদিও সে চিৎকার করছিল তবু তার স্বরে দৃঢ়তা এবং প্রত্যয়ের অভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

তারপর চাঙ-হাও তাকে সব কিছু বলল। চারদিন আগেকার ঘটনা দিয়ে শুরু করল। সে এবং তার স্ত্রী হঙ শুন দুজনে তার খুড়তুতো ভাই য়িনের কাছে টাকা ধার করতে গিয়েছিল। 'ধন্বন্তরীর' দালাল হতে গিয়েছিল হঙ শুন। সে আরও বলে যে তার খুড়তুতো ভাই তাকে ধার দিল বটে কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি কটাক্ষ করল। আর বলল, সে যেন তার স্বামীকে কো-অপারেটিভ থেকে সরিয়ে নেয় এবং কো-অপারেটিভের হয়ে কোন কাজ না করে। চেন তিঙ-য়িন আরও বলল, আমরা যেন স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ করার চেষ্টা না করি এবং কো-অপারেটিভের পক্ষে এটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। লোককে এই পদ্ধতিতে চাষ করার জন্য জোরজুলুম নাকি করি। সে জানায় কেমন করে য়িন্ হঙ শুনকে বলেছে যে, ঐ হাতুড়ে ডাক্তার তিন প্রকার রুগীকে না দেখে ফিরিয়ে দেয় আর সে যদি প্রতিনিধি হতে চায় তাহলে তাকে কো-অপারেটিভ ছেড়ে আসতে হবে। সে হঙ শুনকে আরও এই বলে শাসিয়েছে যে, অন্যেরা অনেক দিন আগে থেকেই তার এবং তার স্বামীর বিরুদ্ধে লড়াই চালাত কিন্তু লিয়াঙ ওয়াই আগে একজন সৈনিক ছিল এবং লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তার ঘাড়ে এখনও রক্তের ঋণ চেপে আছে। হঙ শুনকে সে আরও বলেছে অন্যান্য বিরুদ্ধ-বাদীর সঙ্গে যেন লীগে ঢোকে এবং তাদের সবাইকে নিয়ে জোট বেঁধে কো-অপারেটিভ থেকে বেরিয়ে আসে।

চাঙ-হাওয়ের বক্তব্য স্বীকারোক্তি দিয়ে শেষ হল। সে তার স্বামীর কাছে দোষী হয়েছে। যদিও সে কখনও মিথ্যে কথা বলেনি তবু

এবার সে সাহস করে যা ঘটেছিল বলতে পারেনি। আরও আছে। অন্য এক দিন লি নামে এক ধনী কৃষক তার খুড়িমাকে দেখতে এসে তার সঙ্গে গোপনে আলোচনা করল। সে দিন যা শুনেছে তা শু-চিনকে না জানানোর ফলে তার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল।

তার বলার সময় লিয়াঙ ওয়াই কাঁপতে থাকে। সে সজোরে 'নচ্ছার', 'মিথ্যাবাদী' প্রভৃতি শব্দ বলে তার কথা বলার সময় বাধা দিতে থাকে এবং তার বলা শেষ হলে সে এমন ভাবে চিৎকার করে ওঠে মনে হয় যেন কারও সঙ্গে সে তর্ক করছে, 'কে বলে যে রক্তের ঋণ আমার ঘাড়ে চেপে আছে? নিছক অপবাদ! হ্যাঁ, আমি তো সৈনিক ছিলাম এবং বহু যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধও করেছি। আমাদের গ্রামের অনেকেই তো যুদ্ধ করেছে। জোর করে আমাকে ক্যুয়মিণ্টাঙের সৈন্যদলে ভর্তি করেছে! আমি কখনও স্বেচ্ছায় যাইনি। আমাকে দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে, তবে নিয়ে গেছে। তাছাড়া ভূমি সংস্কারের সময় আমি আমার এই জঘন্য ইতিহাসের জন্য যথাযথ ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি এবং গ্রামবাসীরা আমাকে ক্ষমা করেছে। তোমার খুড়িমার কি জিভ ছিল না? সে কিছু বলল না কেন? যুক্তি প্রমাণাদি দিয়ে তার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডন করতে পারত।'

লিয়াঙ ওয়াই একজন স্বল্পভাষী লোক এবং সাধারণত খুব কম কথা বলে। এরকম উত্তেজিত হয়ে তাকে কথা বলতে চাঙ-হাও এর আগে আর কখনও দেখেনি। এমন কি লিয়াঙ ওয়াইও নিজের চিৎকারে নিজেই কিছুটা অবাক হয়ে গেল।

যুবতীটি মাথা নাড়ল। 'তিনি তো কোন কথাই বললেন না। তার থেকেও আমার মনে হল তিনি যেন সব বিশ্বাস করে গেলেন। তিনি এমনও বললেন যে এসব ঝঞ্চাট থেকে দূরে থাকার জন্য কো-অপারেটিভ থেকে আপনাকে বের করে আনবেন।'

রাগে গজগজ করে লিয়াঙ ওয়াই জুতো ঠুকতে ঠুকতে বলে, 'গর্হিত কাজ হয়েছে। তোমার নির্বোধ খুড়িমা আর আমি, দুজনেই

তোমার ঐ খুড়তুতো ভাই বেজন্মা য়িনের ফাঁদে পড়েছি। শোন, তুমি আমাকে আর একবার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বল। আমার আশঙ্কা হচ্ছে—আমার মাথা আর সুস্থ ভাবে কাজ করছে না আমি কোন কিছুই সহজভাবে চিন্তা করে উঠতে পারছি না।'

যেই চাঙ-হাওকে বলতে বললো সেও সঙ্গে সঙ্গে আগে তাকে যা শুনিয়েছিল সেই কথাগুলোই আবার বলে গেল। তার বলা শেষ হলে লিয়াঙ ওয়াই দুর্বল বোধ করে এবং ধরানো মোমের মতো সে নরম হয়ে গেল। দরজায় হেলান দিয়ে, মাথাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে মনে মনে আক্ষেপ করতে থাকে, 'হে ভগবান! সারাজীবন তো প্রভুদের কথামত কাটালাম, এখনও কি তারা আমার ওপর প্রভুত্ব করবে? আমার কি কোন স্বাধীনতা থাকবে না? আমি কি বাকি বছরগুলো একটু শান্তিতে কাটাতে পারবো না?'

এক কঠিন নীরবতা তাদের মাঝে বিরাজ করতে লাগল। চাঙ-হাও লক্ষ্য করে এই নীরবতার জন্য আ-যু ভয় পেয়েছে এবং খেলতে খেলতে হঠাৎ থেমে গেছে। অগত্যা সে তার শিশুটিকে চারদিকে একটু দৌড়ে আসতে বলল। সে খুড়োকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমি যদি আপনার মত হতাম তাহলে এত নির্বোধ হতাম না। প্রতিক্রিয়াশীল, জমিদার এবং ধনীকৃষকদের জন্য আমি গ্রামের সকলের অসন্তুষ্টি ঘটাতে চাইতাম না। গ্রামের প্রত্যেকেই কো-অপারেটিভকে সমাদর করে, ভালবাসে এবং আপনার ভাইপোকে বেশ ভাল চোখে দেখে আর আপনি কিনা সেই কো-অপারেটিভ ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছেন—কার স্বার্থে?'

'আমার মনে হয় তুমি কো-অপারেটিভে লীন হয়ে গেছ।' লিয়াঙ ওয়াই বলে। সে সময় তার মাথা লজ্জায় হেঁট হয়ে যায়।

'হ্যাঁ আমি এখন কো-অপারেটিভের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছি।' দৃঢ়ভাবে চাঙ-হাও উত্তর দেয়। 'আমি এখন বুঝতে পারি, কেন কো-অপারেটিভের নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই আমার স্বামীকে এত ভালবাসে আর সেই বা কেন তাদের জন্যে

বেঁচে থাকতে ভালবাসে। যতক্ষণ সে তাদের সঙ্গে থাকে ততক্ষণই সেও যেন আনন্দে সুখে থাকে।'

'ঠিক আছে, তাহলে তাই হোক।' লিয়াঙ ওয়াই চাপা স্বরে এমনভাবে বলে যে শোনা যায় না।

'তোমার খুড়িমা তো আমাকে উঠতে বসতে বলে, দুর্বল প্রকৃতির, অপদার্থ ইত্যাদি। মনে হয় এ বিষয়ে সে ঠিকই বলে থাকে।'

চাঙ-হাও যখন লিয়াঙ ওয়াইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল তখন হুঙ শুন দুবার ফেরী পার হয়ে গিয়ে চেন তিঙ-য়িনের বাড়িতে পৌঁছাল। দরজায় খিল দেওয়া ছিল না। চারদিকে তাকিয়ে নেয়, কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কি না। তারপর সে আস্তে দরজায় ধাক্কা দেয়। পুরোপুরি দরজা খুলে গেল। দেখে ঘরে কেউ নেই। অন্ধকার ঘরের সব কিছু পচা-ছাতাধরা। আগে সাধারণত ব্যবহৃত জিনিসপত্র যথাস্থানেই থাকত। কিন্তু আজ সবকিছুই ওলোট পালোট। আসবাবপত্র সব ওল্টানো, বাসনপত্র এবং জামাকাপড় সব মাটিতে ছড়ানো ছিটানো। মনে হল যেন কোন লোক ঘরের মধ্যে লড়াই করে জিনিসপত্রগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে স্বস্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ একটা আঁচ পায় যে নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে এবং ফিরে যাওয়ার জন্য এগোলো। নির্বোধের মত তার মুখ ফস্কে বেরিয়ে এল, 'আঃ'! ঠিক সেই সময়ে চেন তিঙ-য়িন আবির্ভূত হল। খালি চেয়ারের ওপর দড়ি বাঁধা একটা কাপড়ের বাণ্ডিল ছুঁড়ে দিয়ে সে এমন ভাব দেখাল যে মনে হল সে যেন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এল, 'কে? খুড়িমা হুঙ শুন না? ভেতরে আসুন! আরও ভেতরে আসুন!'

উত্তর দেওয়ার আগে তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নিল সে। কালো সিল্কের পোশাকে তাকে বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছিল। পায়ে তার কালো ফেল্‌টের চটি-জুতো কিন্তু তার চুলগুলো এলোমেলো এবং তার রক্তাক্ত চক্ষু দিয়ে বিষাক্ত আলো যেন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

'এখানে কি ঘটেছে?' সে প্রশ্ন না করে পারল না। 'কিছু কি ঘটেছে না তুমি কোথাও চলে যাচ্ছ?'

চেন তিঙ-য়িন মৃদু হাসে। 'না, না, কিছুই হয় নি। ভিতরে এসে বসুন। ভিতরে বসে আমরা ভালভাবেই অনেকক্ষন আলোচনা করতে পারব।'

হঙ শুন তার পিছনে পিছনে কয়েক পা এগিয়ে চেনের শোওয়ার ঘরের পাশে, মন্দিরের কাছে যেমন দুষ্ট দৈত্য থাকে, সে-ধরনের দুজন কুৎসিৎ এবং ক্রুর দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে দেখে থেমে গেল।

'ওরা আমার নিজের ধর্ম ভাই।' চেন তাড়াতাড়ি বলে। তাকে ভিতরে আসতে পীড়াপীড়ি করে। 'ঘরদোর পরিষ্কার করার কাজে সাহায্য করবার জন্য এরা এসেছে। এরা খুড়ো ওয়াইয়ের মত কথাবার্তা শোনে।'

ভিতরে যাওয়ার পর তাকে বসতে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন, এবার আলোচনা করা যাক।'

হঙ শুন দেখে জায়গাটা বসাবার মতো জুতসই নয়। তার মনের ওপর একটা চাপ পড়ায় সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

'ডাক্তারবাবুকে তোষামোদ করার জন্য ষাট ইয়েন এনেছেন কি?' চেন জিজ্ঞাসা করে।

এবারে খুব ঘাবড়ে গিয়ে পকেট হাতড়াতে থাকে। তিরিশ ইয়েন এনেছিল বটে কিন্তু সেটা সে জানাতে চাইল না। 'আমি সব যোগাড় করতে পারিনি।' মিথ্যে করে সে বলল, 'আমি মাত্র কুড়ি ইয়েন এনেছি।'

চেন তিঙ-য়িন হাত বাড়িয়ে বলে, 'তাই দিন।' হঙ শুনের মুখ ফ্যাকাসে হয়েযায় 'অ্যাঃ······ও·········আমি·······' সে তোতলাতে থাকে, ঠোঁট কাঁপাতে কাঁপাতে সে বলে, 'আজকে আমি কেবলমাত্র দশ ইয়েন এনেছি।'

চেন তিঙ-য়িন্ এবার রেগে গেল, 'মিথ্যেবাদী' বলে গর্জে ওঠে। "ভাইরা, তোমরা এগিয়ে এসে একবার একে পরীক্ষা করে দেখ।'

দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে মুখের মধ্যে এক ফালি কম্বল ঢুকিয়ে দিল। তারপর তার কাছ থেকে কুড়ি ইয়েন তো কেড়ে নিয়ে পালালই আর তার সঙ্গে যে বাড়তি দু ইয়েন ছিল সেটাও নিয়ে গেল। স্থান ত্যাগের আগে তারা তাকে ভাঙ্গা কাপ ডিশের মত উঠোনের এক এঁদো কোনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল।

লিয়াঙ ওয়াই তার স্ত্রীর দুরবস্থা সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারল না। বউমার সঙ্গে কথা বলে সে সুস্থির এবং উৎফুল্ল বোধ করল। সে তার প্রস্তাব মেনে নিল যে যারা কো-অপারেটিভ পরিত্যাগের জন্য হৈ চৈ করছে তাদের সঙ্গে সে আলোচনা করবে। তাড়াতাড়ি পান শিয়াঙ এবং লি সাই নামে দু জন বয়স্কা স্ত্রীলোক এসে পৌছাল এবং পান কুই-চেঙ, লি য়ু ও লিয়াঙ টুঙ তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল। লিয়াঙ ওয়াইয়ের বাড়ির উল্টো দিকে ছোট নদীর ধারে এক লিচু গাছের তলায় তারা সকলে জড়ো হল এবং লিয়াঙ ওয়াই যা বলতে চাইল তা তারা মন দিয়ে শুনলো। কেউ কোন সাড়া শব্দ করল না, এমন কি কেউ একবারও কাশলো না পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে তারা জমিদারের স্ত্রী শ্রীযুক্তা অষ্টম লিয়াং, ধনী কৃষক লি মি, 'ডাক্তার' এবং তার দালাল, চেন তিঙ-য়িনের কাজ কর্ম সম্বন্ধে সম্পুর্ণ ওয়াকিবহাল ছিল কিন্তু আজ তাদের নাম গুলি লিয়াঙ ওয়াই অস্বাভাবিক ঘৃণায় এবং বিরুদ্ধতার স্বরে উল্লেখ করে। তারা সন্দেহ করে যে কোন একটা ঘটনার উদ্‌ঘাটন ঘটছে আর বিশেষ করে সেই জন্যে তারা আরো মনযোগ দিয়ে শোনে।

'শুরুতে আমি এ সব বিষয়ে জ্ঞাত ছিলাম না।' লিয়াঙ ওয়াই তার তাৎক্ষণিক বক্তব্য গুটিয়ে ফেলে। 'সৌভাগ্যক্রমে আমার বউমা মনের সব জটিলতা পরিষ্কার করে দিয়েছে।'

শ্রোতারা তার অভিব্যক্তি অনুসরণ করে এবং তাদের সকলের দৃষ্টি পাশে বসে থাকা হাস্যময়ী সরলমতী চাঙ-হাওয়ের ওপর স্থির হয়ে থাকে।

লিয়াঙ ওয়াই কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করে, 'কো-অপারেটিভের

ভিতরে নিজেদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজিত হচ্ছি কিন্তু তাতে তাদের কি যায় আসে? কেন লোকে ঠাট্টা করবে? কিছুটা যা উদঘাটিত হয়েছে তার পরিসংখ্যান দিচ্ছি। আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, তারা আমাকে যে পথে চলতে বলেছিল তা আদৌ ভাল রাস্তা মনে করিনি। ভূমি সংস্কারের পর থেকেই আমি সরল করে বুঝব ঠিক করে ফেলেছিলাম। তখন থেকেই আমি সব কিছুর ভাল মন্দ যে বুঝে ফেলেছি তা তোমরা দেখতে পাবে। আমি কি দর্পোক্তি করছি? অবশ্য আমার মধ্যে এখনও স্বার্থান্বেষী ভাব আছে। আমাদের মধ্যে সকলেই তো আর একেবারে নিঃস্বার্থ হতে পারে না। ওতে কিছু যায় আসে না। আমি তোমাদের কিছু বলতে চাই যা তোমরা শুনতে পছন্দ কর না। এখন আমরা যদি ধনতন্ত্রের পথে এগোই—আমরা যদি আমাদের অর্থ বাড়াতে চাই এবং আরও সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করতে চাই তাহলে সেটা একটা খুব খারাপ কাজ হবে না—আমরা সেদিকে অগ্রসর হতেও পারি। যাহোক, ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়ায় যখন জমিদাররা, ধনী কৃষকরা এবং নচ্ছার ঐ ধন্বন্তরী ডাক্তাররা আমাদের সেই পথে যেতে বলে। তাহলে আমরা নিশ্চয় ওপথে যাওয়ার চেষ্টা করব না। তাদের ধনতন্ত্রের অন্ধ গলিতে পৌঁছোতে দেওয়া যাক। আর আমি বলি যে আমরা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাব। কম্যুনিষ্ট পার্টি কি বলেনি যে ভবিষ্যতের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আমরা সকলে ভাগ করে নেব?' আমি নিশ্চিত আমাদের জীবনে সুখ অবশ্যই আসবে।'

তার বলা শেষ হলে নানা কথার একটা গুঞ্জন উঠল। কিছুক্ষণ পরে পান কুই-চেঙ কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে বলে গলা ঝেড়ে পরিস্কার করে নেয়। 'সভ্য করার ব্যাপারে আজ রাত্রে সদস্যদের সভা হবে।' সে ঘোষণা করে। 'তাহলে আমরা আর সেখানে কি করতে যাব?'

লিয়াঙ ওয়াই মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করে বলে ওঠে, 'আমি

নিশ্চিত ভাবে কো-অপারেটিভেই থেকে যাচ্ছি।'

'তাহলে তুমি সত্যি সত্যি তোমার মত পালটেছ,' লি-য়ু ও লিয়াঙ টুঙ দুজনে একসঙ্গে বলে ওঠে।

লিয়াঙ ওয়াই মাথা নেড়ে সায় দেয়। 'আমি আমার আগের মত পাল্টে ফেলেছি।' শান্তভাবে সে কথাটি বলে। 'মনে হয়, আমাদের কো-অপারেটিভে সামান্যতম দলাদলির অজুহাতে বেশ কিছু লোক চুপি সারে সরে পড়বে যেমন ধানের গোছাতে হামাগুড়ি দিয়ে ধানের শীষে গিয়ে পোকারা বাসা বাঁধে। সেই জন্যেই আমি মত পাল্টাতে চাই। তোমরা তো জান যে যারা আমার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চায় তাদের আমি পছন্দ করি না।'

'তাই যদি হয় তাহলে আমিও আমার মত পাল্টে ফেলব।' যাইতে চাঁটি মেরে লি য়ু বলে।

'আমাকেও হিসেবের মধ্যে ধরে নাও।' লিয়াং টুঙ বলে। 'আমিও আমার অবস্থার পরিবর্তন করব।'

'তোমরা যখন সকলেই চলে যাচ্ছ তখন আমি অবশ্যই এর ব্যতিক্রম হয়ে থাকতে চাই না।' বিদ্রূপের সুরে পান কুই-চেঙ বলে।

'বহু দিন আগেই আমি তোমাদের বলেছিলাম যে কো-অপারেটিভ থেকে নাম প্রত্যাহার করলে ভুল করা হবে।' পান শিয়াঙ আবেগে বলে দাঁড়িয়ে উঠে সে তার বসার জায়গাটার ধুলো ঝেড়ে নিল। 'এখনই চরম মুহূর্ত। এরপর আর ধান রোয়া দেরি করলে আমাদের সব কিছুই জলাঞ্জলি হয়ে যাবে। আমি কিন্তু অল্প গোছা পদ্ধতিতে ধান রোয়ার পক্ষে আর এর থেকে আমি কোনদিনই সরে আসবো না। আমরা বিধবারা অজ্ঞ। কো-অপারেটিভ থেকে নাম প্রত্যাহার করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় প্রতিবেশীদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের অনুসরণ করে এসেছি। আমার মনে হয়, তোমাদের দিয়ে আর কাজ হবে না। বর্তমানে যুবকরাই ঠিক পথে এগিয়ে চলেছে। অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তারা আমার কাছে দিনে বহু বার যুক্তিতর্ক

দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। প্রাচীন সমাজের বৃদ্ধা বিধবাদের অবস্থার কথা আর কে ভাবে, কে মাথা ঘামায়! যদিও আমি যুবকদের কোন কথা দিইনি তাহলেও তাদের বক্তব্য আমার মনে ধরেছে। এবার আমি আর তোমাদের উপর নির্ভর করছি না। আমি ঐ যুবকদের ওপরেই নির্ভর করব। আমি বুঝেছি, তোমরা আমারই মত নিষ্কর্মার ঢেঁকি।' বল্‌তে বল্‌তে সে তার জ্যাকেটের খুঁট দিয়ে বার বার চোখ মুছতে থাকে।

বৃদ্ধা লি সাইও দাঁড়িয়ে পড়ে। 'তুমি ঠিকই বলেছ।' তারও কণ্ঠস্বরে একই সুর ধ্বনিত হল। 'আমাদের দিকে তারা ভালভাবেই দৃষ্টি রাখে আর তারা যা করে আমাদের ভালর জন্যেই করে। শস্য দানা বিক্রির ব্যাপারে, দাদন দেওয়ার ঘটনাটাই ধর, দেখতে পাবে ওদের ব্যবস্থা কত ভাল।'

দলের সকলে যখন কো-অপারেটিভে থাকার ব্যাপারে আলোচনায় ব্যস্ত ছিল তখন ধনী কৃষক লি মি সেখানে এসে উপস্থিত। সতর্ক হয়ে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে তাদের দিকে সে এগিয়ে গেল। আর তার এই ঔদ্ধত্য কদিন হল তার মধ্যে দেখা দিয়েছে। তারপর লিচু গাছের পাশে এসে দাঁড়ায়। 'আচ্ছা, আচ্ছা, তিনদিনের মধ্যে সব কিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।' হোঁৎকা মুখে ধূর্তের মত দাঁত বের করে হেসে বলে, 'আমার মনে হয়, ধান রোয়ার এটাই প্রকৃত সময়। তোমরা কি আমার নিজের চাষ করার ধান ক্ষেত দেখেছ? বীজ ধানগুলো এর মধ্যেই বেশ ঘন সবুজ হয়ে গেছে। যাহোক, তোমরাতো আর কো-অপারেটিভের অন্তর্ভুক্ত নেই। সুতরাং তোমরা যে কোন সময়ে এবং যে রকম ইচ্ছে সে রকম তফাতে তফাতে ধানের চারা লাগাতে পার। কি জন্যে আর তোমরা এখানে অপেক্ষা করছ?'

তার কথাগুলি সকলের কানে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল কিন্তু কি উত্তর দেবে তা তারা ভেবে পেল না। তারা তার দিকে পিছন ফিরে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে রইল। লি সাইয়ের সঙ্গে লি মিএর একটা সম্পর্ক আছে। বৃদ্ধা খুড়িমার মত সে শেষে এগিয়ে

এল তাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। 'দেখ, লি মি তুমি ঠিক সময়ে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠেছো। আজে বাজে কথা বলা বন্ধ কর। এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি যদি আর কখনও অন্তর্ঘাত মুলক কাজে ব্যস্ত থাক এবং আমাদের বিরক্ত কর তাহলে আমরা বাধ্য হবো কৃষক সমিতিকে জানাতে। তুমি কি মনে করো তোমাকে এবং তোমার ইচ্ছাকেই চিরদিন আমরা মেনে চলবো? তুমি ভুল করেছ। আমরা এখন লিয়াও শু-চিনের দলে। আমরা কো-অপারেটিভেই থাকবো আর তুমি যেমন ব্যক্তিগত ভাবে চাষ বাস কর তেমনি ভাবেই করতে থাক। এক্ষুনি তুমি চলে যাও।'

লি মি নিজের কানকে বিশ্বাস করে উঠতে পারল না। লিচু গাছের নীচে ছোট দলটির দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এবং তাদের ভাবের যদি কোন পরিবর্তন হয়—সেই আশায় বৃথাই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল।

'আমি এরকম আশা করিনি।' দাঁতে দাঁত চেপে সে ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'বোধহয় ভাল লোকেরা কখনই পুরস্কৃত হয় না। ভাল জ্বালানী খারাপ উনুনে পড়ে পুড়ে পুড়ে অহেতুক নষ্ট হয়ে যায়। তোমরাই আমার মোষ, যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল ইত্যাদি ব্যবহার করতে। তোমাদের কাছ থেকে আমি আর কি পেতাম? আমার যদি সব কিছু ভাগ্যে থাকে তাহলে সবটাই আমি পাব। তোমাদের সঙ্গে না পেলে আমি চাষের কাজে মার খাব না।' কালো ছায়ার মত সে পাশের এক গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'কি লম্বা দাঁতরে বাবা।' লি সাই হেসে বলে। 'তার ব্যাপারে আমাদের মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই।' পান শিয়াঙ অবজ্ঞাভরে বলে, 'সে ঘুমের ঘোরে এখনও কথা বলে চলেছে। সে কি মনে করে তার চেয়ে আমাদের ঘরে মোষ, লাঙ্গল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিছু কম আছে?' অন্যান্যরা যখন লি মি সম্বন্ধে আলোচনা করছিল সেই ফাঁকে চাঙ-হাও স্বামীর খোঁজে আস্তে আস্তে সরে পড়ে। মাতৃসুলভ পান শিয়াঙকে আ-য়ুর ওপর লক্ষ্য রাখতে বলে। কৃষক

সমিতির কাছে শু-চিনকে দেখতে পেয়ে সে তাকে সকালের ঘটনাটি সংক্ষেপে বলল। তার কথা শুনে এত আনন্দ হল যে শু-চিনের নাচতে ইচ্ছা করল। তৎক্ষণাৎ সে স্ত্রীর সঙ্গে ফিরে এল।

'তোমরা সকলে এখন বেশ বিজ্ঞের মত কথাবার্তা বলছ।' অপেরাতে পতাকাবাহীদের মত হাত নেড়ে নেড়ে সে বলতে থাকে, 'এরকম কথাবার্তাইতো সকলে আশা করে সুমতিসম্পন্ন খুড়ো-খুড়িমার কাছ থেকে। আজ রাত্রে আমরা ঠিকভাবে আলোচনা করে নেব এবং কালকে রোয়ার কাজ শুরু করে দেব। আমাদের আর কেউ বাধা দিতে পারবে না। এই পদক্ষেপের পর আমরা আর থেমে থাকবো না—যদিও আমরা ভালভাবেই জানি যে আজই হোক আর কালই হোক আমরা পুরো গ্রামকেই আমাদের সহযোগিতায় পাবো।' বাকিটা বলার জন্য একটু থেমে দম নিয়ে বলে, 'তোমাদের জন্য আমার কাছে বেশ একটা ভাল খবর আছে। সেই অসৎ "হাতুড়ে ডাক্তারকে" আমাদের গণ সরকার গ্রেপ্তার করেছে। জেলার একজন কমরেড আমাকে এই সংবাদ দিল। ইতরটা হচ্ছে চিয়াং কাইশেকের এক গুপ্তচর। আমাদের কৃষকদের কৃষি খামারে অন্তর্ঘাত মূলক কাজ চালাবার জন্য সে প্রেরিত হয়েছিল। এটা কি একটা সুখবর নয় যে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি?'

লিয়াঙ ওয়াই ভাইপোর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শেষ করে এবং হতাশায় হাত মেলে বলে, 'মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছে! তোমার খুড়িমা আজ সকালে তিরিশ ইয়েন নিয়ে চেন তিঙ-য়িন ইতরটার কাছে গিয়েছিল।'

হ্যাঁ, মারাত্মক!' লি য়ুএর কণ্ঠেও সেই কথা প্রতিধ্বনিত হয়। 'সেই তিরিশ ইয়েনের মধ্যে আমারও পাঁচ ইয়েন আছে।'

শু-চিন আর কিছু শুনতে চাইল না। সে লিয়াঙ মানের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল যাকে সে চারজন সৈনিক দিয়ে পাঠিয়েছিল যাতে চেন তিঙ-য়িনের বাড়ি পৌঁছানোর আগে হুও শুনকে ধরে নিয়ে আসে। সে জোর দিয়ে বলেছিল যে ঠিক সময়ের মধ্যে সেখানে

পৌঁছাতে গেলে প্রথমে নৌকো করে পার হওয়ার পর বড় রাস্তা থেকে যেখানে ছোট রাস্তা বেরিয়ে গেছে সেখানে গিয়ে বাঁ দিকে বেঁকে তাদের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে।

যাহোক তাদের অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। হুঙ শুনকে তারা গ্রামে ফিরিয়ে আনলো। পুকুর থেকে পদ্মের ডাঁটা টেনে তুললে যেমন দেখায় তাকে ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। তার আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হয়ে ছিল। তিনজন দুর্বৃত্ত পালিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় সদস্যদের একটা সভা ডাকা হল। প্রত্যেকে বেশ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। সিদ্ধান্ত হল যে আগামী কাল ভোরে মাঠে মাঠে ধান রোয়ার কাজ শুরু হবে। এ ছাড়া সর্ব সম্মতিক্রমে আর একটা পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হল যে চাওয়াঙ গ্রামের গ্লোরি কো-অপারেটিভ ধান ক্ষেতের পঞ্চাশ শতাংশের পরিবর্তে আশী শতাংশ জমিতে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ করা হবে।

দশ

ধান রোয়ার প্রকৃত সময়ের দুদিন আগেই কো-অপারেটিভ নতুন করে উৎসাহ সহকারে ধান বোনার কাজ শুরু করে। সেদিন শু-চিন ও চাঙ-হাও ঘুম থেকে অতি প্রত্যূষে উঠে পড়ে। সূর্য ওঠার আগেই তারা তাদের প্রাতঃরাশ শেষ করে ফেলে। চাষবাসের সময়ে চাষবাসে ব্যস্ত থাকবে বলে তারা আ-য়ুকে নার্সারীতে নিয়ে-গিয়ে রেখে দিল। তাদের মাথায় বাঁশের টোকা। পাজামা হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। তারা ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেল। কো-অপারেটিভের প্রত্যেক সদস্য উৎপাদন ব্রিগেডে চলে গিয়েছিল এবং মেয়েরা ধান চারা তোলার কাজে তখন ব্যস্ত। পুরুষরা সেই ধান চারা ক্ষেতে বয়ে নিয়ে গিয়ে চারা রোয়ার জন্য সে সব ধান চারা ভাগ করে দিচ্ছিল। সকালের অর্ধেকটা সময় এরকম ভাবেই কাটলো। শু-চিন তার নিজের কাজ শেষ করে অন্য দুটি উৎপাদন ব্রিগেড পরিদর্শন করতে গেল।

প্রথমে সে এমন একটা ক্ষেতের দিকে পা বাড়ালো সেখানে পাঁচদিন আগে ধান রোয়ার সময় কাজে বাধা পায় এবং ধান রোয়ার কাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দিতে হয়। পথে যেতে যেতে সে একটা সদ্য নির্মিত ছাচা বেড়ার ঘরের পাশ দিয়ে গেল। সেখানে কিছুদিনের মধ্যেই জলের পাম্প বসানো হবে। একটা কালোবোর্ড ঝুলান রয়েছে। চিয়াঙ কাইশেকের দালালের গ্রেফতার এবং গত রাত্রের কো-অপারেটিভের সিদ্ধান্ত যে শতকরা আশী শতাংশ জমিতে স্বল্পগোছা পদ্ধতিতে চাষ করা হবে তা কালোবোর্ডে লেখা রয়েছে। স্বভাবতই সন্তুষ্ট হয়ে শু-চিন মৃদু হাসে এবং বুলেটিনটা পড়ে সোজা ছাচা বেড়ার সেডের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায়। দূরে প্রায় এক ডজনের মত কালোকালো বিন্দুকে সূর্যালোকে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পায়। লোকেরা আনন্দে কাজ করতে করতে আনন্দচিত্তে যে গান গাইছে তা তার কানে এল। সে সন্তর্পণে এগোতে থাকে পাছে তার পায়ের শব্দে তাদের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটে। কণ্ঠস্বরগুলি পরিচিত হওয়ায় তার আরো ভাল লাগে। সে যেন তার পথ চলা শেষ করতে চায় না এবং তার গান শোনার আনন্দ কম যাতে না হয় সে জন্য সে ধীরে ধীরে পা ফেলে। সে বলে ওঠে, 'তারা গান গাইতে শুরু করেছে।' সে এমনভাবে চিৎকার করে বলল যেন কেউ তার আপনজনকে বড়াই করে কিছু একটা বলছে। শান্তভাবে সে আপন মনে বলতে থাকে, 'পাঁচ দিন আগেই তাদের এরকম গান গাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তার পরিবর্তে তারা একে অপরকে অভিশাপ ও দোষারোপ করেছে এবং ঝগড়াঝাটিও করেছে।'

যাদুবলে লোককে চিরকালের জন্য সুখী করতে যদি কোন শক্তিশালী বস্তু কোথাও থাকে তাহলে সেটা যেখানেই থাকুক না কেন শু-চিন গিয়ে তা খুঁজে লোকের স্বার্থে বয়ে নিয়ে আসবে।

যতই সে ধান ক্ষেতের দিকে এগোতে থাকে ততই গানের কলি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। মাঝে মাঝে রসাল ঠাট্টা মস্করায় তার ব্যাঘাত ঘটে। আগে যেগুলো কালো কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছিল

সেগুলো হচ্ছে মেয়ে শ্রমিক। তাদের বেণীতে জড়ানো লাল উল এবং কালো চুলে গোঁজা রুপোর কাঁটা উজ্জ্বল সবুজ ধানের চারার মাঝে ঝক্‌ঝক্‌ করছিল। সে থামে। সে ওদের দিকে তাকালেও তার দৃষ্টি ছিল অন্য দিকে। তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে একে একে সতীর্থরা এগিয়ে গেল। খর্বকায় ও বলিষ্ঠ লিয়াঙ মান, বিবেচক এবং স্থির প্রতিজ্ঞ লিয়াঙ মিঁ, সৎ এবং একগুঁয়ে পান শি, উৎসাহী এবং পরিশ্রমী পান পিঙ, ক্ষিপ্র ও প্রানবন্ত লি তিন, খাঁটি এবং সরল বিশ্বাসী লি চেন।

'কেমন করে এতগুলো ভাল লোক একসঙ্গে এসে জড়ো হল!' সে বিড়বিড় করে বলে, 'সকলেই আমাদের কো-অপারেটিভে কাজ করে এবং আমার পাশে বাস করে! সবাই য়ুথ লীগেরও সদস্য!'

তারপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে তার শান্ত-মধুর স্ত্রীর ওপর। সে আপন মনে বলে, 'সে সত্যি সত্যি এবার কো-অপারেটিভের জন্য ভাল কাজ করেছে। প্রথমে আমি তার কর্মক্ষমতা বুঝতে পারিনি। আমি তাকে শুধু আ-য়ুর মা ব'লেই জানতাম।'

তারপর তার মনে পড়ে অভিজ্ঞ প্রবীন কৃষক লি চোন-চিউয়ের কথা, নারী প্রতিনিধি লি চিন-তাও, স্পষ্টবাদী কৃষক পান চি-চেঙ এবং কো অপারেটিভের আরো অন্যান্যদের কথা। তার আরও মনে হয় যে তারা সকলেই কর্মক্ষম লোক, কাজ করতে পারে। যতক্ষণ তাদের আঙ্গুলগুলো নাড়াচাড়া করবে ততদিন সোনালী শস্যের দানা তাদের আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে সৃষ্ট হতে থাকবে। তাদের কো-অপারেটিভ শুধু যে পঞ্চাশ শতাংশ থেকে আশী শতাংশ বাড়িয়ে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে চাষ করছে তাই নয় তাদের কো-অপারেটিভে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বহু লোকও আছে। কো-অপারেটিভে যে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিল তা সুনিশ্চিত কিন্তু যদি সামান্যতম অসুবিধা সৃষ্টি না হত তাহলে তা অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত। ভবিষ্যতে যদি এসব ইচ্ছুক লোকেরা একত্র থেকে কাজ করে তাহলে তারা কি না করতে পারে? এই জন্যেই তারা সব কাজেই সফলতা লাভ করবে।

চিন্তা করতে করতে শু-চিন নিজেকে বলবান এবং হালকা বোধ করে। সমস্ত দেহ মন যেন গর্বে ভরে যায়।

ধান ক্ষেতের সারির চারদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শু-চিনের সঙ্গে পান কুই-চেঙ, লি য়ু এবং লিয়াঙ টুঙএর সঙ্গে দেখা হল। তারা এইমাত্র ধান চারা মাঠে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছিল। যুবক চেয়ারম্যানকে দেখে তারা যে সকলে একটু লজ্জা পেল তা দেখা গেল। প্রত্যেকেই অল্প কিন্তু সুস্পষ্ট অভিবাদনের ভঙ্গী করে অস্ফুট স্বরে বলে, 'ভালো ?'

শু-চিন দাঁড়ায়, মৃদু হেসে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু কথা বলার জন্য তিনজনের কেউই প্রস্তুত ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে চেয়ারম্যানের খুড়তুতো ভাই লিয়াঙ টুঙ বলে, 'আমরা আমাদের কৃত কর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের ভুলের জন্য কো-অপারেটিভের চারা রোয়ার কাজ পাঁচ দিন পেছিয়ে গেছে……আচ্ছা…… ।'

নম্র ও ভদ্রভাবে শু-চিন তাড়াতাড়ি বলল, 'ওরকম কথা তোমরা বল না। আমরা যদি পাঁচ দিন আগে ধান বুনতাম তাহলেও সেটা খুব একটা কিছু আগে হতো না। আবার পাঁচদিন পরে বোনাতেও এমন একটা কিছু দেরি হয়ে যাবে না। আসল অসুবিধাটা হয়েছিল যে ব্যাখ্যা করে তোমাদের আমি সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বোঝাতে পারিনি।' কোন ভণ্ডামি না করে, কোন অভদ্রতা না করে শুধু গভীর ভ্রাতৃসুলভ অনুভূতি এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সে এসব কথাগুলো বলে যায়।

তিনজনের পিছনে ছিল লিয়াঙ ওয়াই এবং তার স্ত্রী। মনে হচ্ছিল একজন আর একজনকে দোষারোপ করছে। কেউ তাদের অভিযোগ শুনতে পাচ্ছিল না তবে তারা যে এরকম করছিল তা বোঝা যাচ্ছিল। তাদের ভাইপো এগিয়ে আসাতে লিয়াঙ ওয়াই ইচ্ছে করে গলার স্বর বাড়িয়ে দেয়। 'তুমি, তুমিই সব গোলমাল পাকাবার কারণ এবং পুরানো কালের ডাইনীদের মত তুমিই সব ঝাড়

তুলেছ।' এই বলে সে হুণ্ড শুন্‌কে ধমকায়। 'রাজনীতি সম্বন্ধে তোমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আর এতেই প্রায় তোমার জীবনটা শেষ করে দিয়েছ। এর পরে আমি লোকের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব? সত্যি!'

চাওয়াঙ গ্রামে ভাইপোর সামনে নিজের স্ত্রীকে, ভাইপোকে শোনানোর জন্য চিৎকার করে করে ধমকানোর অর্থ দাঁড়ায় যে সে তার ভাইপোর কাছে কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে। শু-চিন সমস্ত কিছু বুঝতে পেরে প্রবীন দম্পতিদের ব্যাপারটা সহজতর করার উদ্দেশ্যে মিষ্টি করে বলে, 'এখন, এখন কেন এসব বলছেন, খুড়ো? সমস্ত ব্যাপারটাই অতীতের এবং মিটেও গেছে। ওসব একেবারে ভুলে যান।'

মাঠে যেখানে দ্বিতীয় ব্রিগেড কাজ করছিল সেখানে চাঙ-হাও ডেপুটি লীডার লি চেনের কাছে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছিল। 'তুমি এত দয়ালু মানুষ কিন্তু তোমাকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করে ভুল করেছি। আমি অত্যন্ত লজ্জিত। তোমার সঙ্গে শু-চিনের সম্পর্ক সম্বন্ধে যে সন্দেহ নিয়ে ছিলাম তা আমার নিছক পাগলামি। নিছক আমার পাগলামি। পুরোনো আজে বাজে রটনা শুনে মনের মধ্যে খারাপ. সন্দেহ দানা বেঁধে ছিল। এর পর কোনদিন যদি তোমার সম্বন্ধে ওরকম কোন কথা কেউ বলে তাহলে তার গালে ঠাস্ করে এক চড় কষে দেব। 'চল, যাই।' কনুইর ধাক্কা দিয়ে লি চেন চাঙ-হাওকে স্পর্শ করে বলে, 'শপথ করে বলছি বোন। তুমি আমায় ভুল বুঝো না।'

চাঙ-হাওকে দেখার জন্যে লি চেন অর্দ্ধেকটা ঘুরে হঠাৎ বলে ওঠে, 'তুমি ভাগ্যবতী যে শু-চিনের মত স্বামী পেয়েছ। এবার তুমি সত্যিই কো-অপারেটিভের জন্য অনেক ভাল কাজ করেছ। আমরা এবার শপথ নিই যে আমরা পরস্পর পরস্পরের বোন। পরের বার চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের সময় আমি আমার ভোটটা ডেপুটি চেয়ারম্যানের নির্বাচন করার জন্য তোমাকে দেব। তুমিও আমারই মত মহিলা।'

চাঙ-হাওকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করার জন্য তার ইচ্ছে করল কিন্তু যেহেতু তার হাতে চারা গাছ ভর্তি ছিল আর সারা গা কাদায় মাখামাখি হয়েছিল সেহেতু সে বলিষ্ঠ হাত ছুটি বাড়িয়ে দিল আলিঙ্গনের ভঙ্গিতে। কিন্তু তারা লিয়াঙ ওয়াই এবং তার স্ত্রীর মত নয়। শু-চিন কাছে আসা মাত্রই, সে যাতে শুনতে না পায়, তার জন্য তারা যে গলারস্বরই শুধু নামিয়ে নেয় তা নয়. চোখাচোখি যাতে না হয় তার জন্য তারা তাদের মুখও ঘুরিয়ে নেয়।

প্রথম ব্রিগেড যেখানে কাজ করছিল সেখান থেকে দশ গজ দূরে পান য়ু, য়ু পিয়াওয়ের কাছে অকপটে দোষ স্বীকার করছিল। 'যেভাবেই হোক তুমি আমাকে সাহায্য করবে। এমন কি সে এখন আমার সঙ্গে কথাও বলে না। আমি যখন তাকে "কেমন আছ" জিজ্ঞেস করলাম সে আমার দিকে ফিরেও একবার তাকাল না।'

য়ু পিয়াওএর অভ্যাস হচ্ছে শুধু মৃদু মৃদু হাসা, কোন প্রস্তাব না দেওয়া। কারণ; তার মতামত দেওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু এবার সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'এটাই কেবল আশা করা যায়।' সত্যি সত্যি সে এবার খোলাখুলি বলে ওঠে, 'তোমাদের চিন্তাধারা এত প্রাচীন এবং তোমাদের আচার ব্যবহারও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধরনের। শুধু তোমাদের সুস্থ সবল দেহের জন্যেই চাষ বাসের কাজ ভালভাবে করতে পার। তোমাদের দিয়ে কি হবে? স্বাভাবিক ভাবেই লি চেন তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না। তোমাদের সঙ্গে কথা বলার আমারও তেমন কোন ইচ্ছে নেই।'

শু-চিন তাদের থেকে একটু দূরে ছিল। সেখান থেকে লক্ষ্য করে যে তারা বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে কথাবার্তা বলছে। কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না যে কোন্ বিষয়ে তারা আলোচনা করছে। সে যত কাছে আসতে লাগল তত তারা চুপ হয়ে যেতে লাগল।

প্রথম ব্রিগেডে কর্মরতা কুড়ি বছরের কম বয়স্কা এক মহিলা হঠাৎ শু-চিনকে ডাকল। সে বলে যে সে এখনও নিশ্চিত ভাবে জানে না কেমন করে স্বল্প গোছা পদ্ধতিতে ধানের চারা লাগাতে হয় এবং চেয়ার

ম্যানকে অনুরোধ করে হাতে কলমে বুনে দেখাতে-যাতে সকলে বুঝতে পারে। অন্যান্য মহিলারাও তার অনুরোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাতে যোগ দেয়। আর তাতে চিৎকার ও হাসির ধুম পড়ে যায়। শু-চিন তার বাঁশের টোকাটা পাশে খুলে রেখে, জলমগ্ন জমিতে লাফিয়ে পড়ে, চারা রুইতে থাকে। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করে। বিস্তৃত জলা ভূমিতে একটি সুন্দর ও নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনায় যেন একটা উজ্জ্বল, রমণীয় মূল্যবান বুটি তোলা রেশমী কাপড় বিছানো হয়ে গেল। লিয়াঙ শু-চিন এবং কর্মরত অন্যান্য মহিলারা সকলেই একই ভঙ্গিতে কাজ করতে থাকে। বুটি তোলা উজ্জ্বল রেশমী কাপড় যেন তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতীক হয়ে আদিগন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

+ × +